

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সংস্কার বিষয়ে গঠিত পরামর্শক কমিটির প্রতিবেদন।

ভূমিকাঃ

দ্রুত, টেকসই ও সুস্থ উন্নয়ন এবং সে লক্ষ্যে ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন ও রাজস্ব ব্যয় নির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত রাজস্ব সম্পদ অপরিহার্য হওয়া সত্ত্বেও ভৌত ও সামাজিক খাতসহ সার্বিক উন্নয়ন চাহিদার তুলনায় বাংলাদেশ রাজস্ব সম্পদ আহরনে খুব বেশী পিছিয়ে আছে। জিডিপি-র হিসাবে ইহা মাত্র আনুমানিক ৮ শতাংশ। অথচ আগামী বছরই অর্থাৎ ২০২৬ সনে এদেশ উন্নয়নশীল দেশে উত্তরন করতে যাচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবার স্বপ্নও দেখছে। সে লক্ষ্যে রাজস্বের প্রয়োজন আরো বাড়বে। তাছাড়া, ক্রমবৃদ্ধিশীল জাতীয় ঋণ থেকে মুক্তি পেতে ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা অর্জনেও এর গুরুত্ব অসীম। অতীব গুরুত্বপূর্ণ অথচ সীমিত এ রাজস্ব সম্পদের প্রায় ৮-৭ শতাংশ ও কর রাজস্বের প্রায় ৯৫ শতাংশ এককভাবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আহরণ করে। আদায়কৃত এ কর রাজস্ব জিডিপি-র হিসাবে মাত্র আনুমানিক ৭ শতাংশ- যা এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের গড় ১৯.৫ শতাংশ ও OECD ভুক্ত দেশের গড় ৩৩.৯ শতাংশের তুলনায় অত্যধিক কম। ক্রমবৃদ্ধিশীল জাতীয় আয়ের আয়তন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নিরিখে এর মাধ্যমে আরো অনেক বেশি কর রাজস্ব অর্থাৎ জিডিপি-র হিসাবে প্রায় ১৫-১৬ শতাংশ পর্যন্ত আয়ের সম্ভাবনা আছে বলে সংশ্লিষ্ট সকল মহল মনে করেন। তাছাড়া, বাংলাদেশের শুল্ক ও কর নীতি ও ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে বেশ পশ্চাদপদ, পরোক্ষ কর নির্ভর, আপাতন ও প্রভাবে বৈষম্যমূলক। দেশে বিনিয়োগ উন্নয়নের পথে ইহা অন্যতম বাঁধা হিসেবে গণ্য। কাজেই কাজিখত বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নে আন্তর্জাতিক মানে প্রণীত রাজস্ব নীতি ও ব্যবস্থাপনা আরো বড় ভূমিকা রাখতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। এর সাথে জুলাই ২০২৪ এর ছাত্র-জনতার বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের চেতনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, বৈষম্যহীন, ন্যায্যতা ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিবিধ লক্ষ্যে সরকার জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে সংস্কার করে আন্তর্জাতিক মানের আধুনিক প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করার লক্ষ্যে নিম্নরূপ কার্যপরিধির ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদানের জন্য সময়সীমা ব্যতিরেকে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি সংস্কার পরামর্শক কমিটি গঠন করেছে (সংলাগ-০১ দ্রষ্টব্য)।

কমিটির কার্যপরিধি :

- (ক) রাজস্ব নীতি সংস্কার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান ;
- (খ) রাজস্ব ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন বিষয়ে পরামর্শ প্রদান;
- (গ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার মূল্যায়ন ও আধুনিকায়নের সুপারিশ প্রদান;
- (ঘ) শুদ্ধাচার ও সুশাসনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও নীতিমালা প্রনয়ন বিষয়ে পরামর্শ প্রদান;
- (ঙ) নাগরিক যোগাযোগ ও অংশীজন সম্পৃক্ততার কার্যক্রম বিষয়ে পরামর্শ প্রদান এবং
- (চ) রাজস্ব সংস্কার সংশ্লিষ্ট অন্য যে কোন নীতিগত পরামর্শ প্রদান।

২। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সংস্কার কেন : সংস্কারের পটভূমি, অনিবার্যতা ও প্রয়োজনীয়তা :-
বাংলাদেশের বর্তমান রাজস্ব ব্যবস্থা নিয়ে সরকার, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, সুশীল ও ব্যবসায়ী সমাজ, ভোক্তা শ্রেণী, মিডিয়া প্রভৃতির সাধারণ পর্যবেক্ষণ হচ্ছে- দেশের অর্থনীতির আয়তন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেলেও এর কর জিডিপি হার তথা কর রাজস্ব আদায় এখনো অন্যান্য তুলনীয় দেশের চেয়ে অনেক পিছিয়ে আছে। দ্রুত ও সার্বিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য হলেও এর শুদ্ধ কর ব্যবস্থা ও রাজস্ব আয়ে এখনো বাণিজ্য ভিত্তিক ও পরোক্ষ প্রকৃতির শুদ্ধ কর এর উপর সর্বাধিক নির্ভরশীলতা উক্ত ব্যবস্থার বক্ষ্যাত্মই প্রমান করে। এখনকার শুদ্ধ কর নীতি, আইন, বিধি ও পদ্ধতি আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে ও রাজস্ব, বিনিয়োগ এবং ভোক্তা স্বার্থ বিবেচনায় পশ্চাদপদ, জটিল, ব্যয়বহুল, পরিপালন পরিপন্থি, রাজস্ব ফাঁকি, দুর্নীতি সহায়ক/হয়রানিমূলক। এ ব্যবস্থা ন্যায্যতা পরিপন্থি অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি ও অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির আয়তন বৃদ্ধি করেছে। এর কর ভিত্তিও (Tax Base) খুবই সংকীর্ণ। শুদ্ধ কর পদ্ধতি ও ব্যবস্থা জটিল ও প্রধানত ম্যানুয়েল ভিত্তিক বিধায় অটোমেশন/Digitalization, পরস্পরের মধ্যে সমন্বয়, অনুভূমিক ও উল্লম্ব ভিত্তিক তথ্য প্রবাহ ইত্যাদিতে খুব বেশী পিছিয়ে আছে। ফলে করদাতার সেবার মানও তেমন ভালো নয়। নিচে এসব সাধারণ পর্যবেক্ষণের বিস্তারিত তুলে ধরা হলো :-

২.১ঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড জাতীয় রাজস্ব সম্পদের প্রায় ৮৭ ভাগ আদায় করলেও বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির সম্ভাবনার তুলনায় তা সন্তোষজনক নয় বলে সংশ্লিষ্ট সকল মহল মনে করেন। সংকুচিত কর ভিত্তি, ব্যাপক কর ফাঁকি, অনুন্নত কর পরিপালন সংস্কৃতি, পশ্চাদপদ কর ব্যবস্থা এ জন্য দায়ী। উন্নয়নের জন্য রাজস্ব সম্পদের গুরুত্ব অসীম বিবেচনায় পূর্বেরসহ অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০২১-২০২৫) কর জিডিপি অনুপাত প্রায় ১৪-১৫ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধির আশাবাদ ব্যক্ত করা হলেও এবং উন্নয়নশীল দেশে তা জিডিপির ১৭-১৮ শতাংশের মধ্যে থাকলেও বাংলাদেশের কর জিডিপির অনুপাত এখনো ৮ শতাংশের নীচে। উল্লেখ্য কর- জিডিপি'র অনুপাতে বাংলাদেশের অবস্থান শ্রীলংকা ব্যতীত দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশসহ সমপর্যায়ের অধিকাংশ দেশের তুলনায় বেশ কম। জাতীয় আয়ের ক্রমবর্ধমান আয়তন ও প্রবৃদ্ধির ভিত্তিতে ব্যাপক সম্ভাবনায় এবং ভৌত ও সামাজিক খাতের উন্নয়ন চাহিদার প্রয়োজনে সর্বোপরি জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (Sustainable development goal/SDG) অর্জন ও উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের লক্ষ্যে উক্ত অবস্থান/অনুপাত বৃদ্ধির কোন বিকল্প নাই। কাজেই কাজিত মাত্রার কর-জিডিপি অনুপাত অর্জন তথা জাতীয় অর্থনীতির সম্ভাবনা অনুযায়ী পর্যাপ্ত রাজস্ব আহরনের জন্য তাই জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সংস্কার তথা আধুনিকায়ন অনিবার্য, অত্যাবশ্যিকীয় হয়ে পড়েছে।

২.২ঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বর্তমানে যে রাজস্ব আহরন করে- অদর্শ কর নীতির মানদণ্ডে তার প্রায় আশি (৮০) শতাংশই পরোক্ষ প্রকৃতির কর। ইহা মূল্যস্ফীতিকে উসকে দিচ্ছে। এর মূল অভিঘাত উচ্চ আয়ের মানুষের উপর না গিয়ে দরিদ্র, নিম্ন ও মধ্যম আয়ের জনগোষ্ঠীর উপর পড়ছে। এতে একদিকে রাজস্ব আয়ের কাজিত প্রবৃদ্ধি হচ্ছে না, আবার প্রবৃদ্ধির জন্য আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার মানদণ্ডে বিকৃত কর নীতি ও ব্যবস্থা কৌশলের উপর নির্ভরশীলতা বাড়ছে, অন্যদিকে উচ্চ আয়ের মানুষের আয়ের উপর কর আদায় হচ্ছে না বলে সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে কর নীতি ও কর রাজস্ব আহরনে বর্তমানের পরোক্ষ কর নির্ভরতা হতে পর্যায়ক্রমে বের হয়ে আদর্শ ও উত্তম চর্চা ভিত্তিক প্রত্যক্ষ কর ভিত্তিক রাজস্ব ব্যবস্থা তৈরীর জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সংস্কার প্রয়োজন বলে সংশ্লিষ্ট মহল মনে করেন।

২.৩ঃ বাংলাদেশের কর ভিত্তি (Tax Base) তথা কর নেট (Tax Net) খুবই সংকুচিত। অভিযোগ আছে- জিডিপি'র প্রায় অর্ধেকের বেশি কর হতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত। পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাম্প্রতিক হিসাব মতে দেশে স্থায়ী অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান/ইউনিট এর সংখ্যা প্রায় ৬৩ লাখ। উক্ত হিসাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত মূসক অব্যাহতি প্রাপ্ত টার্নওভার কর ও মূসকযোগ্য কর সীমার নীচের প্রতিষ্ঠান সংখ্যা ৮০-৮৫ শতাংশ হবে বলে ধরে নিলেও সে হিসাবে প্রকৃত মূসকে নিবন্ধনযোগ্য সংখ্যা ১০ লাখের মতো হওয়ার কথা। অথচ নিবন্ধিত আছে মাত্র ৬ লাখের মতো। শতভাগ দক্ষতায় নিবন্ধন সম্ভব হলে আরো প্রায় ৪.০০ লাখ অর্থনৈতিক ইউনিটকে মূসকে নিবন্ধিত করতে হবে। অন্যদিকে ২০১৭-২০১৮ সালের বাজেটে তৎকালীন অর্থমন্ত্রীর ঘোষণা মতে আয়ের হিসাবে দেশে প্রায় ৪.০০ কোটি লোক আয়কর নেটে আসারযোগ্য। অথচ নিবন্ধন হিসাবে এসেছে মাত্র এক কোটির সামান্য বেশি। আর রিটার্ন হিসাবে মাত্র ৪৫ লাখের মতো। যার মধ্যে সরকারী ও কর্পোরেট কর্মকর্তা কর্মচারীর সংখ্যাই বেশি। তাছাড়া, দেশে কোম্পানীর সংখ্যা প্রায় ২.৮০ লক্ষ। কিন্তু করনেটে আছে ১ লক্ষেরও কম। মূসক ও আয়কর এর উল্লিখিত অনিবন্ধিতদের ছাড়াও নিবন্ধিতদের সংখ্যা ও মানে কর পরিপালন হার ভারিত গড় হারে আনুমানিক ৫০ শতাংশ হবে। কাজেই নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত উভয় শ্রেণীর মধ্যে করনেটের বাহিরে অবস্থানকারী উল্লিখিত ব্যাপক সংখ্যক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী, করদাতা ও কোম্পানীকে মূসক ও আয়করের নেটে আনতে হবে।

২.৪ঃ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত উত্তম কর নীতির আলোকে বাংলাদেশের বর্তমান কর ব্যবস্থাকে রাজস্ব, বিনিয়োগ, সামাজিক ন্যায্যতা বান্ধব বলা যায় না বলে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহল মনে করেন। কারণ-

(ক) এখানে আমদানি পর্যায়ে আদায়কৃত শুল্ক ও কর এর সংখ্যা, হার ও এর আপাতন খুব বেশী। ইহা অনেক ক্ষেত্রে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) এর MFN ও National Policy পরিপন্থি এবং বিভিন্ন প্যারাটারিফ বা বিকৃত কর এ আক্রান্ত মর্মে অভিযুক্ত। বিদ্যমান এ শুল্ক কর ব্যবস্থা শুধুই রাজস্ব বিবেচনায় তৈরী বলেও বিশেষজ্ঞদের অভিমত। এতে অনেক ক্ষেত্রে বিধিবদ্ধ করহার (statutory tax rate/STR) ও আপাতনের তুলনায় প্রকৃত কর হার (effective tax rate/ETR) ও আপাতন অনেক বেশি। এসব কারণে বাংলাদেশে এখনো মোট রাজস্বের প্রায় ৩২-৩৩ শতাংশ আমদানী পর্যায়ে/স্তর হতেই আদায় হয়- যা তিন খাতের মধ্যে প্রায় সর্বোচ্চ বলা যায়। অথচ উন্নয়নশীল দেশে এ হার ১০-১৫ শতাংশের মধ্যে থাকে। তাছাড়া, এর প্রভাব পড়ছে- আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের ঘোষণা ও ব্যবস্থাপনায়- অর্থাৎ ব্যাপক মিথ্যা ঘোষণা ও অভিযুক্ত বাণিজ্য ভিত্তিক মুদ্রা পাচার (trade based money laundering), অব ও অতি মূল্যায়ন (Under and overinvoicing) রাজস্ব ফাঁকি, অনিয়ম, হয়রানি, স্থানীয় বিনিয়োগ, উৎপাদন, পন্য সরবরাহমূল্য ইত্যাদির উপর।

(খ) বাংলাদেশের মূসক/ভ্যাট ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চা তথা আদর্শ মূসক বিরোধী। ইহা দ্বৈতকর তথা করের পুনঃপৌনিকতা (cascades) সৃষ্টিকারী বহুহার, উচ্চ স্ট্যান্ডার্ড হার, তার সাথে অগ্রিম কর (AT), রাজস্বমুখী সম্পূরক শুল্ক, ব্যাপক সংখ্যক খাতে উৎস মূসক, নানা জটিল শর্তযুক্ত কর সমন্বয়/রেয়াত পদ্ধতি, ব্যয় বহুল, স্বেচ্ছায় পরিপালন বিরোধী হিসাব পদ্ধতি ইত্যাদি বিবিধ সমস্যায় আক্রান্ত। এসব নানা শর্ত ও বাধা বিপত্তির প্রভাবে

অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রকৃত মূসক/ভ্যাট হার (ETR) ১৫% এর চেয়ে অনেক বেশি। কোন কোন ক্ষেত্রে তা ৩০% বা তদুর্ধ্ব। এতে কাজিত রাজস্ব উৎপাদন, বিনিয়োগ ও ভোক্তাস্বার্থ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ আছে। থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, জাপান, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া প্রভৃতি দেশে মূসকের স্ট্যান্ডার্ড হার যেখানে সর্বোচ্চ ১০% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ সেখানে ৮০ শতাংশ পরোক্ষ কর নির্ভর, দারিদ্র সূচকে ঐসব দেশের নীচে অবস্থানকারী বাংলাদেশে উল্লিখিত উচ্চ বিধিবদ্ধ/স্ট্যাটুটারী (১৫%) ও প্রকৃত হারের (৩০%) স্ট্যান্ডার্ড মূসক হার মোটেই যথাযথ নয়।

(গ) আয়কর এর ক্ষেত্রেও কর নীতিতে নানা অসঙ্গতি, বিকৃতি বর্তমান বলে অভিযোগ আছে। আয়কর নীতির মূল কথা- আয় বা মুনাফার উপর কর- এ স্বীকৃত নিয়ম/ সত্য হতে সরে এসে বাংলাদেশে আয়কর নীতিও অনেক ক্ষেত্রে আমদানি ও স্থানীয় ভোগকর এর ন্যায় রাজস্বমুখী ধ্যান ধারণায় বিকৃত কর নীতির আদলে প্রনীত বলে সংশ্লিষ্ট অনেকে মনে করেন। ফলে মুনাফা বা আয়ের উপর করারোপের পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রে উত্তম নীতি বিরোধী উপায়ে লেনদেনের (transactions) উপর ন্যূনতম কর হিসাবে উচ্চহারে উৎসকর, লাভ-লোকশান নির্বিশেষে টার্নওভার কর, অসমন্বিত অগ্রিম কর- ইত্যাদি অন্যায্য উপায়ে কর আদায় করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। উত্তম নীতি বিরোধী এসব অপনীতির চর্চা ও প্রভাব দিনে দিনে এতোটাই বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, বর্তমানে আয়কর নামক খাতে আহরিত রাজস্বের প্রায় ৭০-৭৫ শতাংশই এসব থেকে আসে বলে রাজস্ব আয়ে ঋণাত্মক প্রভাব পড়বে- এ ভয়ে কেউ এর সংস্কার বা এ থেকে বেরিয়ে আসার ব্যাপারে কোন সাহসী উদ্যোগ নিতে চায় না।

২.৪৪ বাংলাদেশের কর ব্যবস্থার ব্যাপক কর অব্যাহতি (exemptions), উচ্চ শুল্ক কর হার, বিকৃত কর, উচ্চ মাত্রার প্রকৃত কর আপাতন (ETR), জটিল ও ম্যানুয়েলপদ্ধতি ভিত্তিক ও অসমন্বিত ব্যবস্থাপনায় পরিচালন ইত্যাদি উক্ত কর ব্যবস্থাকে রাজস্ব উৎপাদনশীলতা হতে সরিয়ে রেখে স্বেচ্ছায় ও জোরপূর্বক (coercive) এবং যোগসাজশে (collusive), কারো মতে তে-ভাগা পদ্ধতিতে কর ফাঁকির উর্বর ক্ষেত্রে পরিনত করে রেখেছে। উল্লেখ্য, করযোগ্য খাতে কর ফাঁকির পরিমাণ বর্তমান কর ভিত্তির প্রায় ৪০ শতাংশ বলে অনেকের ধারণা।

২.৫৪ (ক) বাংলাদেশের বিদ্যমান শুল্ক ও কর নীতি ছাড়াও এর নীতি প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন একই সংস্থার (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড) উপর আরোপিত থাকায় উক্ত নীতি যেমনি করে উত্তম নীতি থেকে ক্রমশ সরে যাচ্ছে, অন্যদিকে প্রনীত নীতি ভিত্তিক রাজস্ব ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনও ক্রমাগত অনুৎপাদনশীল, হয়রানিমূলক হয়ে উঠছে বলে অভিযোগ। এ নিরীখে উত্তম নীতি প্রনয়ন ও প্রনীত নীতি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নীতি প্রনয়ন কাজকে বাস্তবায়ন ও প্রশাসন হতে আলাদা করা আবশ্যিক বলে ব্যাপক সংখ্যক অংশীজন মনে করেন।

(খ) বিনিয়োগের অন্যতম একটি শর্ত হচ্ছে স্থিতিশীল শুল্ক ও কর কাঠামো। বাংলাদেশে রাজস্ব নীতি তথা শুল্ক ও কর হার ঘন ঘন পরিবর্তন করা হয় মর্মে দেশী বিদেশী বিনিয়োগকারীরা অভিযোগ করে থাকেন। ইহা কর পরিপালন ও ব্যবসায় বিনিয়োগে ঋণাত্মক প্রভাব ফেলে। কাজেই মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে স্থিতিশীল শুল্ক ও কর কাঠামো প্রতিষ্ঠার জন্য রাজস্ব বোর্ডের সংস্কার দরকার।

২.৬ঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা অপরিপূর্ণ, খুবই কম। এ কারণে ইহা যথাযথ রাজস্ব নীতি প্রণয়ন, প্রণীত নীতির যথাযথ বাস্তবায়ন, স্বেচ্ছায় কর পরিপালনে উদ্বুদ্ধকরণ, কর লংঘনের ক্ষেত্র যথাসময়ে চিহ্নিতকরণপূর্বক যথাযথ প্রয়োগিক ব্যবস্থা (enforcement measures) গ্রহণ ইত্যাদিতে ব্যর্থ হচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক এ অপরিপূর্ণ সক্ষমতার মূল কারণ হচ্ছে-জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর ব্যবস্থাকে এখনো তথ্য প্রযুক্তি দিয়ে কার্যকর ও সমন্বিতভাবে অটোমেটেড করা হয় নাই। কার্যকর ও সমন্বিত অটোমেশন না হওয়ায়তিনিটি কর ব্যবস্থাই এখনো পরস্পর থেকে প্রায় সম্পূর্ণ আলাদা। কারো সাথে কারোর তথ্য আদান-প্রদান নেই বললেই চলে। এমনকি প্রতিটি কর ব্যবস্থার নিজের মধ্যেও তা নেই। ফলে কোন করদাতারই সামগ্রিক করচিত্র (tax profile) সম্পর্কে জানা যায় না। তাছাড়া এতে করদাতা ও কর কর্মকর্তার মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ সম্ভব। ফলে কর ফাঁকি, যোগসাজশ, নির্বিচারে স্বেচ্ছা ক্ষমতা প্রয়োগ, হয়রানি, অনিয়ম ইত্যাদির ব্যাপক অভিযোগ আছে। তাছাড়া, এখানে করসেবার সংখ্যা ও মান সন্তোষজনক নয় বলে স্বেচ্ছায় কর পরিপালনে তা সহায়ক নয়। অধিকন্তু, রাজস্ব নীতি ও প্রণীত নীতির ব্যবস্থাপনায় করদাতার উত্থাপিত অভিযোগ ও সৃষ্ট বিরোধ যথাসময়ে নিষ্পত্তির বর্তমান ব্যবস্থাও যথাযথ নয় বলেও অভিযোগ আছে। বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা (ADR) এর বিধান করা হলেও রাজস্ব কর্মকর্তাদের অনিহার জন্য তাও কার্যকর হচ্ছে না।

৩। অংশীজনদের সাধারণ পর্যবেক্ষণে উঠে আসা ও উপরের অনুচ্ছেদ ২ এ বর্ণিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বর্তমান সমস্যাসমূহের যথার্থতা যাচাই ও সংস্কারের ক্ষেত্র সনাক্তকরণ এবং তার পর্যালোচনাপূর্বকক যথাযথ সুপারিশ/ কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে গৃহীত কার্যক্রম :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কেন্দ্রিক বাংলাদেশের বিদ্যমানরাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা এবং করদাতাদের সাথে রাজস্ব বিভাগের সম্পর্ক, সেবার মান ইত্যাদি বিষয়ে উপরের অনুচ্ছেদ ২ এ উল্লিখিত অংশীজনদের পর্যবেক্ষণ এর যথার্থতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে এতদবিষয়ে বিভিন্ন সময়ে বিশেষজ্ঞ ও অংশীজনদের কর্তৃক প্রকাশিত সেকেন্ডারী ডকুমেন্টস পর্যালোচনা করারও তাঁদের বক্তব্য, মতামত জানার এবং তদভিত্তিতে সংস্কার বা আধুনিকায়নের ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণপূর্বক প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে নিম্নরূপ পদক্ষেপ নেয়া হয় :-

৩.১ প্রথমেই জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব ব্যবস্থা বিষয়ে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি, সংস্থা ও অংশীজনকর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত গবেষণামূলক বই, রচনা তথা বিদ্যমান নিম্নোক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর সেকেন্ডারী ডকুমেন্টসগুলো পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে :-

৩.১.১ সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয়- সাংবাদিক আবু কাওসার এর সম্পাদনায় ২০১৮ সনে প্রকাশিত “রাজস্ব ভাবনা- যেতে হবে বহুদূর” নামক গ্রন্থে প্রকাশিত বিভিন্ন লেখায় বাংলাদেশের কাস্টমস, মূসক/ভ্যাট ও আয়কর এবং পর্যাপ্ত রাজস্ব আদায় ব্যবস্থার দুর্বলতা, সীমাবদ্ধতা, সম্ভাবনা ও করনীয় সম্পর্কে উঠে আসা তথ্য, বক্তব্য ও সুপারিশ। এসব তথ্য, বক্তব্য সুপারিশের অনেকগুলো এখনো প্রাসঙ্গিক। এতে উঠে এসেছে মূল্য সংযোজন কর আইন ১৯৯১ ও আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ ও প্রশাসন এবং ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা। মূল্য সংযোজনকর আইন ২০১২ এর মূল আইন এর বিষয়ও এতে আলোকপাত করা হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব অল্প সংখ্যক অনেকটা সংগঠিত খাতের উপর নির্ভরশীল এবং প্রচেষ্টা নির্ভর খাতে তার অবদান কম- এ বিষয়টিও তাতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাছাড়া, সংকট থেকে উত্তরণের জন্য সংস্কারের গুরুত্বও তুলে ধরা হয়েছে।

- ৩.১.২ প্রতি অর্থ বছরের জাতীয় বাজেট প্রনয়নের প্রাক্কালে শুল্ক ও কর বিষয়ে বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠন, অংশীজন হতে প্রাপ্ত প্রস্তাব একত্র করে এফবিসিসিআই কর্তৃক প্রকাশিত বিগত ৫-৬ বছরের সংকলনও পর্যালোচনা করা হয়েছে। এতেও বর্তমান রাজস্ব নীতি, রাজস্ব ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা, রাজস্ব ও ব্যবসা-বাণিজ্যে তার ঋনাত্মক প্রভাব ও করনীয় সম্পর্কে অনেক ভালো প্রস্তাব ছিল/ আছে- যার অনেকগুলোই এযাবৎ বাস্তবায়ন করা হয় নাই।
- ৩.১.৩ **“Modernizing Bangladesh’s Tax Structure”** by Dr. Sadik Ahmed, Vice Chairman of the Policy Research Institute (PRI) নামক রাজস্ব বিষয়ক লেখাটিও (২০১৭ সনের) পর্যালোচনা করা হয়েছে। এতে বাংলাদেশের রাজস্ব আয়ের স্বল্পতার কারণ হিসাবে আয়করের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত আয়কর এর অতি স্বল্প অবদান, কর্পোরেট আয়কর এর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অবদান (৬৭%), আমদানি পর্যায়ে রাজস্বের উপর নির্ভরশীলতা ইত্যাদিকে অভিহিত করা হয়েছে। এসব বিষয়ে সংস্কারের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।
- ৩.১.৪ Economic Development and Institutions: Bangladesh Institutional Diagnostic শীর্ষক পুস্তকে PRI এর Dr. Sadik Ahmed এর **“Institutional Dimensions of Tax Reforms in Bangladesh”** নামক রাজস্ব নীতি, ব্যবস্থা, তার সমস্যা, সমাধান ও রাজস্ব আয়- ইত্যাদি বিষয়ক লেখাটিও পর্যালোচনা করা হয়েছে। এতেও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বর্তমান তিনটি কর ব্যবস্থার বিভিন্ন ত্রুটি, বিগত সময়ের বিভিন্ন সংস্কার, তার ব্যর্থতার কারণ, কর ব্যবস্থায় রাজনৈতিক অর্থনীতির প্রভাব, সম্ভাব্য সমাধান ও সংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। পরোক্ষ কর এর উপর অতি নির্ভরশীলতা ও প্রত্যক্ষ কর এর স্বল্প অবদানের জন্য এতে সমালোচনা করা হয়েছে। পরিশেষে এর আশু সংস্কারের উপরও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।
- ৩.১.৫ মেট্রোপলিটান চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (MCCI) এর উদ্যোগে ৩ অক্টোবর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সেমিনারে পঠিত- “Towards A Conducive Tax System: The Reform Imperatives and Priorities” শীর্ষক লেখাটির বিবেচ্য বিষয় ও প্রস্তাবাদিও পর্যালোচনা করা হয়েছে। এতে বর্তমান রাজস্ব ব্যবস্থার পর্যালোচনাপূর্বক একটি Conducive Tax System তৈরী করতে হলে যে সব বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া উচিত সেসব বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাতেও উত্তম চর্চার নিরীখে সংস্কারের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।
- ৩.১.৬ বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ৫-৬ ফেব্রুয়ারী ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত রাজস্ব সম্মেলনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃপক্ষ কাজ্জিত পরিমান রাজস্ব আহরনের পথে প্রধান প্রধান যেসব সমস্যা/চ্যালেঞ্জ তুলে ধরেন- তাও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সংস্কারের লক্ষ্যে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এতে মূসক ও কর অব্যাহতির ব্যাপকতাকে প্রধান অন্তরায় হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
- ৩.১.৭ Policy Research Institute (PRI) কর্তৃক ২০২৪ সনের মে মাসে অনুষ্ঠিত সেমিনারে ড. আহসান, এইচ. মনসুর কর্তৃক “Bangladesh’s Domestic Resources Mobilisation: Imperatives and Roadmap” শীর্ষক পঠিত লেখাটিও পর্যালোচনা করা হয়েছে। এতেও বাংলাদেশের রাজস্ব নীতি, প্রশাসন ব্যবস্থা, ইহার

প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা ইত্যাদির উপর বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আশু সংস্কারের উপর সবিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

৩.১.৮ জুন-২০২৪-এ প্রকাশিত বিশ্ব ব্যাংক/World Bank এর প্রকাশনা “**Bangladesh Public Finance Review**”এর চ্যাপ্টার-১ এ অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহে নিম্ন হার প্রসঙ্গে বাংলাদেশের কর কাঠামো, তার সীমাবদ্ধতা ও তা নিরসনের লক্ষ্যে করনীয় সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ইহাও পর্যালোচনা করা হয়েছে। উক্ত প্রকাশনার **Chapter 1** এর **Strengthening Domestic Resource Mobilization** শীর্ষক লেখায় প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন ব্যয় নির্বাহের জন্য রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের Revenue generation, Tax Structure, Revenue Management ও তৎসংক্রান্ত সমস্যাসম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা নিম্নরূপ :

(1) Revenue Mobilization failed to keep pace with economic growth in recent years and consistently fell short of budget targets. Bangladesh’s Revenue as a share of GAP is one of the lowest in the world and significantly below its regional and aspirational peers. Its tax revenue and tax effects are among the lowest in the world.

(2) Bangladesh’s tax revenue is largely dependent on Indirect taxes.

- Vat is one of the major sources of revenue, but a Vat gap analysis shows that there is potential to collect more than three more Vat if there were no policy and compliance gaps.
- Trade related taxes another major source of revenue, are characterized by many para tariffs.
- Income tax and Corporate tax suffer from very low compliance with most of the taxes coming from a few large tax payers and sources.
- Bangladesh lags behind peer countries in terms of income tax productivity.
- Nearly one third of total tax revenue originated from trade related taxes.

- Revenue collections from customs duty is higher than other comparable countries.
- Additional taxes like Regulatory duty (RD) –and Supplementary duty (SD) on imports reduce the transparency of the tariff regime and increase the complexity of trade policy.
- Bangladesh has much higher tariffs than East Asian countries.
- High Tax expenditure and illicit capital flows deprives the government of significant revenue.
- Automation of Vat and Tax system is very slow. Within a fragmented tax administration, the manual and paper based tax collection provide tax officials enormous discretion.
- Moreover, govt is deprived of large amounts of tax revenue every year due to money laundering, tax evasion and illicit capital flows.
- Most of these challenges have persisted for at least the last decade but have not yet been addressed.

(3) To overcome the inefficiencies arising out of the complexities of the Vat Act. 1991, the Vat and Supplementary Duty Act 2012 was enacted. But it faced resistance from different stake-holders, including the business community due to its almost single rated 15 percent standard rate with input credits.

- This law was finally revised and came into effect from July 2019 making the new Act more complex than its original 2012 version.
- Instead of the originally proposed single rate of 15 percent, the new Act had multiple rates.
- The new law inserted a new provision which requires all registered firms to submit input output coefficients in a specified manner to their respective vat offices. This created further complexities.

- The new Act also differs from the original version in terms of its application of the supplementary duty. The original version of the Act lowered the protection on domestic production by reducing the number of products subject to supplementary duty and by applying it equally to domestic and imported goods.
- The new Act applied supplementary duty primarily on importer and thus does not help reduce protection of the domestic market.
- Corporate tax compliance is also poor. According to NBR data, more than 56 percent of firms do not have a TIN and over 55 percent of the TIN holding companies do not pay corporate taxes. Only a handful of telecom operators, tobacco companies and banks account for bulk of the collection.
- Lower tax rates could help reduce tax evasion and encourage businesses to comply. However, the extent to which lowering tax rates would reduce tax evasion in Bangladesh needs rigorous data based assessment.
- Political economy dynamics have been a major barrier to meaningful reform.
- Limited Automation of tax system remains a major bottleneck.
- The problems are aggravated due to high degree of administrative fragmentation.
- Most of Bangladesh's peer countries moved towards greater integration of tax administration, but Bangladesh mostly maintained an administrative structure based on separate direct tax, Vat and Customs departments.
- The three departments of NBR work mostly independently of each other. There is serious lack of integration and data sharing among the three departments.

- Efforts to merge the two cadres, running the three departments, failed in the past.
- A significant trust deficit is a major barrier. A lack of trust in the tax collection authorities, fear of harassment by them discourages individuals and firms from paying proper tax. Amnesty programs for illicit wealth can demoralize compliant taxpayers. Such policies create a moral hazard problem and widen the trust deficit.
- Automation of the Vat system faces several challenges. NBR developed 16 modules of the Integrated Vat Administrative system (IVAS) of which 13 have become operational. It has yet to complete 3 partially completed modules of Audit, Risk Management and Objection and Litigation.
- Compliance measures can be enforced through implementation of the Audit, Risk Management and Litigation modules and integration with the tax and customs systems. Furthermore, integrating the IVAS with Key service providers in public and private sectors to promote data exchange and verification would enhance transparency in Vat and Tax administration.
- Existing policies are insufficient and illicit capital flows through trade mis invoicing remains widespread.
- Most of the money laundering in Bangladesh occurs through trade misinvoicing. Bangladesh ranked 4th globally and 3rd in South Asia in terms of illicit outflows of money through trade misinvoicing.
- Challenges to bring the informal economy under the tax net remain. The share of informal economic activity remains high in Bangladesh.

(৩) উল্লিখিত সমস্যা হতে উত্তরনের জন্য বিশ্ব ব্যাংকের উক্ত প্রকাশনা/প্রতিবেদনে যে সব কার্যক্রম/সুপারিশ করা হয়েছে তা হচ্ছে :

- To reach upper-middle income growth objectives, Bangladesh will need to negotiate trade agreements, which will require a transition away from highly protective tariffs. The National Tariff Policy (2023) provides the basis to reduce tariff and non-tariff barriers, which would reduce the country's anti-export bias and enhance its international competitiveness. However, the transition away from trade-based taxes will require mobilizing new sources of income and consumption tax revenue. Reducing the tariffs and para-tariffs could lower the revenue collection in the short term, but it will promote export diversification and economic growth which in turn will raise revenue collection in the medium to long term.
- Implementing the policy recommendations outlined in this section will require identifying and addressing key political economy constraints. Political economy constraints played an important role in the cancellations, reversals, and delayed implementation of reforms related to domestic resource mobilization, including the delayed preparation and implementation of the new Act on VAT, Income Tax, Customs, and reforms and automation of tax administration. The implementation of broad policy and administrative reforms will require extensive stakeholder consultation and clear communication plans to manage pressure from vested interests, while also strengthening confidence in the effective management and spending of public resources mobilized. Political economy analysis can help shape an effective reform strategy, informed by the successes and challenges of previous reform attempts.
- Separating tax policy and administration, with narrower revenue targets. Tax policy should be separated from tax administration. Under the current structure, the NBR is responsible for policy formulation and administration. Policy functions are split between the three wings of the NBR, limiting opportunities for coordinated policy changes. Tax policy has been driven primarily by

revenue targets, with limited incentive to support structural reforms. Creation of a separate unit for coordinated tax policy within MoF would allow for a more comprehensive reform program to coordinate reductions in trade-based taxes with reforms to mobilize additional income tax, consumption taxes, and non-tax revenue.

- Annual revenue targets should be decomposed between trade taxes, VAT, income tax, and non-tax revenues. The current practice of adopting a single revenue target has created a strong disincentive to lower trade-based taxes, impairing the pace of policy reform. While the Ministry of Commerce and the National Trade and Tariff Commission have recommended lower tariffs to prepare for trade negotiations ahead of LDC graduation, implementation is constrained by the revenue targets that the NBR is required to achieve. Decomposing these targets with a clear path for a transition from trade-based taxes to consumption and income taxes will better incentivize change.

Implementing the National Tariff Policy

- The 2023 National Tariff Policy provides guidance on tariffs, para tariffs, access to bonded warehouses, and other related issues. A proliferation of para-tariffs like the supplementary duty and the regulatory duty, has also promoted protectionism and created an anti-export bias, particularly for non-RMG products. Rapidly growing economies have tended to reduce tariff barriers to promote trade and sustain growth over the long run. To implement this policy, tariffs should be progressively rationalized by moving toward low and uniform tariffs and adopting a single rate for similar goods, irrespective of origin. Para-tariffs could also be reduced in phases with a time bound and performance based approach.

Adopting a modern VAT

- The VAT should be amended to incorporate a single standard rate with limited exemptions. The VAT and Supplementary Duty Act that come into effect from July 2019 included multiple, truncated VAT rates, and extensive VAT exemptions remain in effect. This complex policy design limits the effectiveness of the VAT and distorts economic incentives. As envisioned in the 8th Five- Year Plan, the introduction of a single VAT rate with limited exemptions, would help Bangladesh mobilize substantial additional revenues.

Strengthening direct tax collection

- Direct taxation priorities include operationalizing a modern income tax and improving the property tax system. Building on the recent adoption of new income tax legislation, a program of taxpayer education and enforcement could be considered to promote voluntary compliance. Policy adjustments through additional wealth and capital gains taxes should be explored, with policy modeling. Property taxes are currently collected by the local governments based on rates that have not risen with property prices. Tax rates could be updated and combined with the wealth tax collected by the NBR to make the system more efficient. A modern property taxation system could be established with rates based on the true market value of properties.
- Building a culture of voluntary tax compliance is needed to support revenue mobilization. For many years, amnesty programs have been used to legalize undisclosed wealth by paying a low tax rate and investing in certain sectors, such as the stock market and real estate. Although these programs have provided limited sources of new revenue over the short term, repeated use of amnesty programs has discouraged taxpayer compliance and incentivize tax evasion. Alternatively a program of positive rewards and

recognition of taxpayer compliance could be considered.

Reducing tax expenditures

- Tax expenditures rationalization provides an opportunity for revenues in the near term. A comprehensive tax expenditure review for each major tax type should establish a benchmark tax policy, identify the source of each tax expenditure, and evaluate its rationale. A tax expenditure review should quantify the revenue expenditures, which should be published in annual budget by tax type. The original rationale for each tax incentive should be reviewed to rationalize the tax benefits that are no longer delivering the intended benefits. The number of SROs provided after the budget and tax exemptions provided on an ad-hoc basis need to be substantially reduced to maintain policy consistency. For example a recent NBR estimation of total tax expenditures for direct taxes in FY 21 indicated that these totaled 3.6 percent of GDP.

Building a modern and integrated tax administration

- An effective tax administration will require greater integration and data sharing between the wings of the NBR. An effective tax administration minimizes the costs of operation, promotes compliance of taxpayers, and reduces discretion and discrimination by increasing transparency. Connecting the Business Identification Number (BIN, maintained by the VAT and Customs Wing) and Tax Identification Number (TIN, maintained by the Income Tax wing) would help reduce gaps in tax administration. Furthermore, to detect rampant tax evasion through moneylaundering and transfer pricing, the Central Intelligence Unit (CIU) and other intelligence units of the NBR need to work together with relevant units of BB such as the Bangladesh Financial Intelligence Unit, and the Anti Corruption Commission.

- Achieving efficient and broad-based automation will be crucial. An automated system that is easy to use for taxpayers and able to support integration across tax types is a crucial step toward preventing tax avoidance and corruption. The automated system should be able to identify individuals and business who are (i) registered in the system but are not submitting returns and (ii) who are registered, submitting returns, with compliance gaps. In terms of income tax, activities such as filing of returns, processing of returns, assessment of total income, computation of taxes, and payment of taxes need to be automated and linked to the taxpayers national identity numbers (NID). Similarly, for the VAT, existing modules should be fully implemented, and remaining modules need to be activated as early as possible. Sequenced implementation of electronic VAT receipting should be a priority, starting with large taxpayers. The three wings of NBR could share data and information through a common database.
- Capacity building of NBR officials is needed to ensure robust technical analysis and effective policy formulation. Over the years, NBR has received technical support from development partners, which helped increase the technical capabilities of NBR officials. However, as Bangladesh aspires to climb up the income ladder, it will be important to have a revenue administration able to carry out high quality policy analysis. NBR needs the capacity to analyze the impact of taxation on economic activity, produce reliable revenue forecasts, and conduct tax expenditure analysis. Hiring temporary external tax professionals with proper incentives could help fill the knowledge gap in the short to medium term.

৩.১.৯ কনকর্ডিয়া ইউনিভার্সিটি, মন্ট্রিল, কানাডা এর অর্থনীতির অধ্যাপক সৈয়দ মইনুল আহসান এর গবেষণা পেপার “Toward a Middle Income Tax Structure : A Development Perspective with a Focus on Bangladesh” তেও বাংলাদেশের কর ব্যবস্থার ত্রুটি, রাজস্ব ও বিনিয়োগে তার ঋনাত্মক প্রভাব ও উত্তরণ উপায়

আলোচনা করা হয়েছে। ইহাও পরীক্ষা করা হয়েছে। এ লেখায় তিনি মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ তৈরী করতে হলে রাজস্ব বিভাগে নিম্নোক্ত সংস্কার কার্য বাস্তবায়ন করতে সুপারিশ করেছেন :

- **FY 2035 Goal and Tax Shares:** With the goal of achieving Upper Middle Income (UMI) status in the near future, it is prudent for Bangladesh (BGD) to single mindedly focus on achieving a tax effort of 20% of GDP by FY 35, while engendering a significant shift in the structure of taxation so that by FY35, the share of both direct and indirect taxes become equal at 50% each. The target revenue ratio for Personal Income Tax (PIT) is 25% of all taxes (and thus half of direct taxes), while VAT would emerge as the primary vehicle of indirect taxation, raising 35% of all tax revenue.
- **Presumptive Value Paradigm:** The reforms analysed in the paper call for a large role for presumptive taxation in order to overcome the informational constraints on property values, house and land rents, and even sales of informal sector firms. We offer a methodology of how to set up such a data base at NBR to be updated as feasible, say quinquennially.
- **On Personal Income Tax (PIT)** we recommend a reduction of the number of tax slabs as well as the broadening of the tax base, primarily by clawing back tax expenditures and by widening the concept of income to include all personal capital income and capital gains.
- **On Corporate Income Tax (CIT) Reform and Encouragement of Equity Finance,** We recommend disbanding most tax expenditures in the CIT code and introduce a standard deduction (prorated to the estimated value of new investment undertaken by the firm in the tax year), regardless of the mode of finance, reflecting the cost of capital. This policy ought to discourage reliance on bank borrowing and render the CIT investment neutral.
- **Informal Sector:** In order to bring informal sector entities under the tax net, we propose a three- pronged strategy encompassing (i) easy registration/licencing, (ii) ready access to formal finance, and (iii) light taxation of profits and sales as per eligibility, and

especially for providers of services.

- VAT: OECD research finds that about 71% of potential VAT revenue is lost in Bangladesh annually mostly to tax expenditures. We believe that a good fraction of these losses can be recouped by a judicious blend of policies (i) initiating the entry of the informal sector firms and other small traders/service sector firms under the VAT net, (ii) rationalization of the rate structure, and (iii) a new tax on luxury spending.
- Import Tariff Cuts: We foresee a dramatic decline in the tax revenue from imports (import duties with VAT and supplementary dues added in) from about 28.4% of tax revenue to about 7.5% by FY 35. The tariff cuts would remove the bias in favour of import substitution, pave the way for more export-oriented growth of industry, allow faster economic growth, which along with PIT and VAT reforms can make up the lost revenue over time.

Tax administration, Compliance and Evasion: Reforms Proposal Thereon-

- We now turn to the softer aspects of tax reform, namely that of tax administration. At various stages in the foregoing analysis, we have noted the large potential losses of revenue from most major tax instruments is due to the lapses on account of the code tax expenditures, but a significant portion was due to what has been termed as the compliance gap, resulting from ineffective and corrupt tax administration. A World Bank study analysed FY 19 VAT revenue losses and concluded that while it collected roughly a third of potential tax, the share of the compliance gap was 42 percent while it ranges from 5-10 percent in South Africa and 28-31 percent in Costa Rica. Evidence of this genre leads Hutton to claim that even when LMIEs get the tax policy right, the compliance issues emerge as the villain of the piece (2017, p8). Below we briefly analyse how the compliance challenges can be met and the fallout minimized over the medium term, so that the tax effort target of 20% of GDP can be realized by FY35;

- **Administration:** Institution building is a long term project, but a start has to be made soonest. Building an upgraded professional and dedicated tax administration cadre of officials to be engaged in NBR would be the first step toward developing a functioning modern tax system befitting a middle income economy. Many observers claim that presently NBR lacks the staffing both in quality and in quantity. We offer the following observations and recommendations.
- **Staffing:** Recruitment may be combined with that for the Central Bank staff and thus detached from the general administrative services (the BCS cadres) since the background preparation would have to be more specific (e.g., maths/ stats/computer science, economics/commerce/accounting, and ethics /law).
- **Training and Capacity Building:** Over and above knowledge of the role of tax policy in economic development, public economics focused on tax avoidance and tax evasion, familiarity with the tax laws, Excel/Stata capability/accounting/ stats, and a strong grounding in ethics ought to form the core curriculum. Beyond the probation period, staff should be exposed to regular training on both evolving analytical developments and how technology, including AI can aid in the daily work of tax administration.
- **Control of Corruption:** Strict enforcement of disciplinary measures against corruption by staff ought to be maintained. With pervasive corruption, the average citizen may be less inclined to support higher taxation and to comply with those taxes already in place. This of course relates to corruption both within tax administration and in the overall economy. Internal peer review/audit of staff behavior ought to be a routine matter. The senior management ought to guard against politicization and make all acts of malfeasance a sufficient ground for dismissal. A clear statement to this effect may be made part of the Mission Statement of the tax administrative body (i.e., NBR), which each staff member may be asked to pledge to in writing while being appointed afresh and upon all subsequent promotions.

- **Professionalism:** The kind of reforms that have been advocated above, namely the reliance on presumptive valuation of assets, sales, and some incomes (e.g., rents) would require honesty of a level which tax officials have hitherto not been likened to. How to forge the new morality? Reward, recognition, and reprimand are the known answers.
- **Technology:** The other major task for the NBR would be to invest in technology and promotion of electronic communication in all spheres of its activities. All communication between a taxpayer and an official, must be in writing delivered by post or electronically as feasible. It must expand and eventually universalise the practice of online submission, online payment, and online delivery and receipt of relevant documents. The relevant tax forms ought to be simplified as much as possible for easy compliance. The practice of an individual meeting between a prospective taxpayer and a tax official must be avoided, Ultimately such endeavours would allow newer tax bases to become feasible. Investment in technology would also require adequate safeguards of all data of a prudential and fiduciary nature.

Inducing Voluntary Tax Compliance: To induce voluntary compliance, the following ideas may be tried out in this context:-

- **Public Awareness:** First of course is greater public awareness/education of why taxes are necessary to fund essential public goods and services. Public signboards may be put up by the new project sites (e.g., roads/hospital/clinics/schools/water treatment plants and similar infrastructure etc) citing the usage of tax funds allocated to the project. Identification and redressal of loan defaults and or money laundering be made widely publicized to give an indication of the government's total commitment to the rule of law.
- **Third Party Information Reporting (TPIR):** Third party information reporting (TPIR), widely used by the tax administrations around the world as a tax enforcement device, has so far remained unutilized in the BDG context. states that Such information (name and tax ID of the recipient plus the amount and

date of payment) reporting has been legislated as an obligation on the part of the payer in many countries. This kind of information can be utilized by tax officials to match the returns submitted by the payees in question and triangulated with other tax records available with them on such persons to detect underreporting of incomes and also to identify the non-filers (2019, p18). This is particularly relevant when dealing with the self employed and the owners of small and medium enterprises (SMEs).

- **Monitoring Technology:** The compliance regime may have to randomly monitor the monitors and auditors to detect unprofessional conduct. Data intra operability procedures when fully entrenched in the NBR modalities would make it easier to detect unusual developments in some teams or zones dealing with similar tasks. The team concept cited above is also expected to alleviate the incidence of errant behavior.
- **Tax Evasion and Avoidance:** Tax planning/avoidance erodes the tax base and hence the design of tax instruments ought to be sensitive to such leakages, e.g., by minimizing tax expenditures in all major tax handles and above all, by avoiding high rates of graduated tax schedules. Keeping evasion in check, would require a team of dedicated and well-trained professional staff of high morale.
- **Tax Tribunals and Disputes:** With more vigorous enforcement of the tax code, tax assessments according to the evolving presumptive paradigm, and implementing newer tax handles are likely to lead to many concerns and complaints by the tax-paying citizens. These must be dealt with professionally with care and in a time bound manner. In view of the shortage of skilled staff, contractual appointment to such tribunals can be offered to retired specialists including judges and magistrates. Tribunals may also be tasked with the offering of advisory services on the side to allay public's concerns such that many complaints can be settled in a mutually amicable manner without actually going through formal hearing process and judgement.

- **Conclusion:** The political economy literature suggests that significant improvement in tax effort can only come after the State commits in earnest to improve the relevant institutions than merely undertake tax reforms. A more balanced position, in light of the discussion presented above, would be that tax reforms must be undertaken while at the same time initiating serious measures to repair the weaknesses of tax administration, and more generally the rule of law in all matters of the State. Given that institution building/strengthening is a slow process, a match has to be found, perhaps by trial and error, so that one comes up with a tax system that can actually be implemented to yield the desired revenue share so that we move away from a bad equilibrium to a hybrid state, if not jump altogether to a good equilibrium.

৩.১.১০ Foreign Investors Chamber of Commerce and Industry (FICCI) এর প্রকাশিত “Catalysing Greater FDI For Vision 2041: Priorities For Building Conducive Tax System in Banladesh”- প্রতিবেদনটিতে বাংলাদেশে Foreign Direct Investment (FDI) তেমন না হওয়ার পেছনে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হিসাবে বাংলাদেশের কর ব্যবস্থা অর্থাৎ এর বানিজ্য কর, স্থানীয় ভোগ কর এবং কর্পোরেট ও আয়কর ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ ত্রুটি যেমন উচ্চ হারের বানিজ্যকর, বহু হার বিশিষ্ট মূসক, পদ্ধতিগতভাবে জটিল, ঘন ঘন পরিবর্তনশীল, বৈষম্যমূলক, কর ব্যবস্থা, উচ্চহারের কর্পোরেট কর, উৎস কর-কে দেখিয়েছেন। এতে উক্ত সমস্যার সমাধানও প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত প্রধান সমাধান হচ্ছে : (1) Tax on Income not on payments (2) Repealing Minimum Taxation (3) Gradual Removal of Tax Deductions at Source (TDS) (4) Rationalization of Advance Value Added Tax Rates (AT), (5) Streamlining Tax Incentives (6) Withdrawal of Minimum and Tariff Value (7) Rationalizing Expenditure Limits (8) Single Vat Rate (9) No withholding Vat (10) Withdrawal of Restrictions on Definition of “Input” in the VAT Act, (11) Withholding Tax Rate Lower than Legitimate Corporate Tax Rate (12) Enhanced Automation of the Tax System (13) Tax Rates on a Prospective Basis (14) Increased coordination between Tax Authorities and Relevant Agencies (15) Compliance with WTO Valuation Rules (16) Enhancement of Risk Based Customs Clearance Management (17) Coordinated Physical Examinations. এ সব প্রস্তাবও আমরা পর্যালোচনা করেছি।

- ৩.১.১১ মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (MCCI) এর নভেম্বর ২০২৪ সনে প্রকাশিত “**Improvement in Tax System For greater Private Investment and Job Creation**” শীর্ষক প্রতিবেদনে বাংলাদেশের কর ব্যবস্থার দুর্বলতা ও তার সম্ভাব্য সমাধান তুলে ধরা হয়েছে। আলোচ্য প্রতিবেদন প্রনয়নকালে ইহাও পর্যালোচনা করা হয়েছে।
- ৩.১.১২ KPMG (Global Organization of Independent Professional Services Firms Providing Audit, Tax and Advisory Services) In Bangladesh কর্তৃক ২০২৪-২০২৫ সনের প্রকাশিত “Bangladesh Tax: Your Guide to Bangladesh Tax Structure” নামক প্রকাশনায়ও বাংলাদেশের বর্তমান কর ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। ইহাও পর্যালোচনা করা হয়েছে।
- ৩.১.১৩ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত “ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসি-২০২৩” ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। এতে বাংলাদেশের আমদানী পর্যায়ে প্রযোজ্য শুল্ক ও কর এর ত্রুটি তুলে ধরে তা থেকে উত্তরনের উপায় বলা হয়েছে।
- ৩.১.১৪ বিবেচ্য বিষয়টি পরীক্ষার জন্য আমরা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরসহ অন্যান্য বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনও যাচাই করেছি। এসব উৎস হতে প্রাসঙ্গিক তথ্য নিয়ে প্রতিবেদনে ব্যবহার করেছি।
- ৩.১.১৫ আলোচ্য উদ্দেশ্যে আমরা সপ্তম ও অষ্টম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনাও যাচাই করেছি। তাতে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সংস্কারের বিষয় গুরুত্বের সাথে বলা হয়েছে।
- ৩.১.১৬ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ হতে প্রকাশিত বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরিপ- গ্রন্থও পর্যালোচনা করেছি। এতেও রাজস্ব আয় বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।
- ৩.১.১৭ বর্তমান সরকারের নির্দেশে বিগত সরকারের অর্থনৈতিক অনিয়ম, ব্যর্থতার উপর প্রণীত White Paper on the state of the Bangladesh Economy Dissection of a Development Narrative” শীর্ষক প্রতিবেদনের Chapter vi: The Illusive Goal of Domestic Resource Mobilisation তথা অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিষয়ক তথ্য ও বক্তব্যও পর্যালোচনা করেছি। এতে বর্তমান রাজস্ব চিত্র, সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে।
- ৩.১.১৮ NBR Moderization Plan 2011-2016 ও পরীক্ষা করা হয়েছে। এতেও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সংস্কারের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।
- ৩.১.১৯ বিগত ১০-১২ বছরের বার্ষিক বাজেটে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সংস্কার বিষয়ে প্রদত্ত ঘোষণা ও তার অর্জনও ব্যর্থতাও পর্যালোচনা করা হয়েছে। এতে সংস্কারের বিষয়ে যেসব প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল- তার অধিকাংশই অর্জন করা সম্ভব হয় নাই।

৩.১.২০ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ব্যাপক সংস্কারের লক্ষ্যে ইহার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ফেব্রুয়ারী ২০২৫ খ্রিঃ মাসে প্রণীত “Medium and Long Term Revenue Strategy: FY 2025-2026 to FY 2034-2035 (MLTRS) ” শীর্ষক ডকুমেন্টটিও বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে: MLTRS is the culmination of two distinct documents developed by the Customs and Vat Wing and the Income Tax Wing. These documents were meticulously crafted to address the specific challenges and opportunities within their respective domains. The combined MLTRS has integrated the conclusions and recommendations from these two separate documents, creating a cohesive and comprehensive strategy. This integration ensures a harmonized approach to revenue mobilization. By bringing together these diverse perspectives, the MLTRS creates a robust framework that supports sustainable economic growth and development.

The MLTRS will enhance the implementation of policy and administrative reforms within NBR. The MLTRS incorporates several key actions, including:

- ❖ Ensuring harmonization and taxpayer data sharing across various wings of NBR
- ❖ Developing and implementing an internal audit manual
- ❖ Promoting awareness among all stakeholders of existing legislation
- ❖ Organizing peer-to-peer learning
- ❖ Strengthening NBR staff capacity in tax administration
- ❖ Introducing registration and filling of online VAT returns
- ❖ Improving the online payment system for VAT, income tax, and customs, with an interface to iBAS++
- ❖ Building taxpayer awareness of the new VAT system to promote voluntary compliance.
- ❖ Introducing new arrangements (legal, institutional, procedural and others) for strengthening the withholding of VAT and income tax.

In this strategy paper, the medium terms is defined as the period from FY2025-26 to FY2029-30 and the long term form FY2030-31 to FY 2034-35. The MLTRS, with a major emphasis on digitalization, pursues the following six goals:

- ❖ Goal 1 : End-to-end automation of NBR’s business processes
- ❖ Goal 2 : Increase the tax-to GDP ratio to 10.5% by FY2034-35
- ❖ Goal 3 : Improve voluntary compliance
- ❖ Goal4 : Close the gap between actual and potential tax revenues
- ❖ Goal 5 : Ensure uniformity of practice and enforcement of law
- ❖ Goal 6 : Improve integrity and transparency.

The overall objective of the MLTRS is to create a transparent, efficient, and effective revenue system that supports the country’s fiscal policy and budget framework. To achieve this, the MLTRS has outlined following specific objectives based on the aforementioned goals, representing high-level planned outcomes.

- Enhancing cost effectiveness through automation;
- Improving horizontal and vertical equity;
- Improving taxpayer services;
- Aligning tax policy with macroeconomic realities;
- Making the tax system more resilient to uneven macroeconomic situations;
- Strengthening partnership among stakeholders;
- Enhancing taxpayers’and professionals’education and awareness;
- Developing professional knowledge and technical skills of the tax officials;
- Improving logistics and infrastructure;
- Ensuring certainty of tax regime;
- Improving litigation management;

- Ensuring cost effectiveness through automation;
- Rationalizing tax expenditures;
- Promoting research and development;
- Addressing taxation of digital economy; and issues of international taxation.

উল্লিখিত goals ও objectives এর মাধ্যমে বাংলাদেশের কর ব্যবস্থায় রাজস্ব নীতির যে মৌলিক সমস্যা ও প্রত্যাশা আলোচ্য প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ/অধ্যায়-২ ও অধ্যায়-৩ এর উপানুচ্ছেদ ৩.১.৪, ৩.১.৫, ৩.১.৭ হতে ৩.১.১০ সহ অন্যান্য অংশীজনদের লেখায়/মতামতে তুলে ধরা হয়েছে- সেই সব মৌলিক সমস্যা ও প্রত্যাশার বিষয়ে তেমন জোরালো ও সময়াবদ্ধ প্রতিশ্রুতি আছে বলে মনে হয় না। রাজস্ব নীতির এসব বিষয় ব্যতীত উক্ত goals ও objectives পূরণ করার লক্ষ্যে উক্ত প্রতিবেদন/ডকুমেন্টের চ্যাপ্টার ৫-এ, ৫ থেকে ১০ বছরে বাস্তবায়নযোগ্য যে সব Strategic Plans ও Action Plans (Annex A and Annex B) তুলে ধরা হয়েছে- সে সব প্রস্তাবিত Action Plans এর অনেকগুলোই প্রস্তাব হিসেবে সঠিক মনে হলেও উক্ত প্রতিবেদনে তা বাস্তবায়নের যে নেতৃত্ব কাঠামো প্রস্তাব করা হয়েছে তার কার্যকারিতা নিয়ে সংশয় আছে। তাছাড়া, এর বাস্তবায়ন সীমা ৫-১০ বছরের পরিবর্তে ৩-৪ বছর করা দরকার বলে মনে করি

৩.২.১ উপরোক্ত সেকেন্ডারী ডকুমেন্টস/উৎস ছাড়াও আলোচ্য উদ্দেশ্যে আমরা প্রায় ২১টি ব্যবসায়ী সংগঠন (এফবিসিসিআইসহ) পেশাজীবী সংগঠন, চিন্তক (Think Tanks) যেমন- সিপিডি, পিআরআই প্রভৃতির কাছে তাঁদের বিবেচনায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের যথাযথ সংস্কার প্রস্তাব /সুপারিশ দিতে লিখিতভাবে আবেদন জানিয়েছি। তাঁদের অনেকেই লিখিতভাবে তাঁদের মতামত/সুপারিশ জানিয়েছেন(সংলাগ-০২ দ্রষ্টব্য)। আমরা সে সব মতামত/সুপারিশও পরীক্ষা করেছি।

৩.২.২ আমরা মাননীয় অর্থ উপদেষ্টা, বাণিজ্য উপদেষ্টা, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, টিআইবি (TIB) এর পরিচালক ডঃ ইফতেখারুজ্জামান, ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ যেমনঃ লেদার খাতের জনাব নাসিম মঞ্জুর প্রভৃতির সাথেও এ বিষয়ে আলোচনা করে তাঁদের মতামত নিয়েছি।

৩.২.৩ আমরা বিবেচ্য বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান, সকল সদস্য, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কমিশনার, মহাপরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তার সাথে আলোচনা করেছি/তাদের মতামত শুনিয়েছি। তাছাড়া জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তিনটি আইন ৪ কাস্টমস আইন ২০২৩, আয়কর আইন-২০২৩, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন-২০১২ এর সংস্কারের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত তিনটি কমিটির সাথেও আলোচনা করেছি। তাঁদের উদ্দেশ্য, কৃত পর্যালোচনা ও সুপারিশ সম্পর্কেও অবহিত হয়েছি। এ বিষয়ে তাঁদের প্রত্যেকের লিখিত মতামত নিয়েছি(সংলাগ-০৩ দ্রষ্টব্য)।

৩.২.৪ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিগত সময়ে আইটি বিষয়ক প্রকল্পসহ অন্যান্য বিষয়ে যে সব প্রকল্প নেয়া হয়েছিল/হয়েছে- সেগুলোর প্রকৃতি, উদ্দেশ্য, সাফল্য, ব্যর্থতা, বর্তমান অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ইত্যাদিও পর্যালোচনা করেছি (সংলাগ----- দ্রষ্টব্য)।

৩.২.৫ ২০২৪ সালের জাতীয় মূসক দিবসে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃপক্ষ বর্তমান মূসক ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জ সম্বলিত যে পেপার তৈরী করেছেন-(সংলাগ-০৪ দৃষ্টব্য) তাও পর্যালোচনা করেছি। এতে বর্তমান মূসক ব্যবস্থার যেসব চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করা হয়েছে- তার কার্যকর সমাধানে উক্ত কর্তৃপক্ষ উক্ত পেপারে কিছু না বললেও বর্ণিত চ্যালেঞ্জ হতেই ইহা স্পষ্ট যে, এর সংস্কার অতীব জরুরী। উল্লেখ্য উপরের উপ অনুচ্ছেদ ৩.১.২০ এ উল্লিখিত ডকুমেন্টেও এসব সমস্যার সমাধান বিষয়ে স্পষ্ট করে তেমন কিছু বলা নেই।

৩.২.৬ আমাদের তৈরী প্রশ্নের (Questionnaire) উপর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের শুল্ক ও মূসক বিভাগের সদস্য ও বেশ কয়েকজন কমিশনার থেকে মতামত আনা হয়েছে। সে সব মতামতও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৩.২.৭ উপরোক্ত একই প্রশ্নের উপর প্রাক্তন পরিচালক, এফবিসিসিআইসহ ব্যবসায়ী সংস্থা ঢাকা চেম্বার ও গবেষণা সংস্থা “BUILD” এর মতামতও নিয়েছি।

৩.২.৮ তাছাড়া অনেক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, পেশাজীবী, সাংবাদিক সমিতি (অর্থনৈতিক রিপোর্টার ফোরাম) প্রভৃতিও তাদের মতামত জানিয়েছেন। অধিকন্তু অনেক সচেতন নাগরিক, ভোক্তাদের সাথেও আলোচনা করেছি।

৪। উপরের অনুচ্ছেদ-৩ এ উল্লিখিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সংশ্লিষ্ট উপরোক্ত সেকেন্ডারী ডকুমেন্টস, সংস্কার কমিটির পত্রের ভিত্তিতে বিভিন্ন অংশীজন হতে প্রাপ্ত লিখিত মতামত/ সুপারিশ, প্রনীত প্রশ্নমালার (Questionnaire) ভিত্তিতে প্রাপ্ত মতামত, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃপক্ষ, বিভিন্ন ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ, সুশীল সমাজ প্রতিনিধি, মিডিয়া প্রতিনিধি- প্রভৃতির সাথে অনুষ্ঠিত আলোচনা এবং সর্বোপরি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা ও এর সক্ষমতা উন্নয়নে বিভিন্ন সময়ে গৃহীত আইটি প্রকল্প, আইন, বিধি, পদ্ধতির সংস্কার ইত্যাদি পর্যালোচনায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সংস্কার বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্য, মতামত ও সুপারিশ এর প্রধান প্রধান বিষয় হচ্ছে নিম্নরূপ :

১) বাংলাদেশের অর্থনীতির আয়তন, প্রবৃদ্ধি ও সম্ভাবনার তুলনায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ খুবই কম/অপর্যাপ্ত। এর যথাযথ সংস্কারের মাধ্যমে উক্ত কর জিডিপি হার ২০৩৫ এর মধ্যে ১৫-১৬ শতাংশে পৌঁছানো সম্ভব বলে অনেকেই মনে করেন। এ জন্য দৃঢ় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রতিশ্রুতি ও সমর্থন অত্যাবশ্যিক বলে প্রায় সকলে একমত।

২) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আহরিত রাজস্বের সিংহভাগ (প্রায় ৮০%) পরোক্ষ প্রকৃতির কর। এতে বাণিজ্য কর ও স্থানীয় ভোগ কর এর অবদান খুব বেশি। এমনকি আয়কর এর নামে বিভিন্ন উৎসে উচ্চ হারে ন্যূনতম কর, টার্নওভার কর বা অসমন্বিত অগ্রিম কর ইত্যাদি নামে যে কর আয়ের উপর আদায় না করে লেনদেন এর উপর হতে আদায় করা হয়- তাকেও পরোক্ষ প্রকৃতির কর হিসাবে অনেকে গন্য করেন। কর পরিহার, কর ফাঁকি, স্বেচ্ছায় কম পরিপালন হার, অর্থনৈতিক বৈষম্য- ইত্যাদি এ সব কারণে বেশি বলে অধিকাংশের অভিমত। এ থেকে বেরিয়ে আসাতে অনেকেই পরামর্শ দেন।

- ৩) বাণিজ্য শুল্ক ও কর তথা আমদানি পর্যায়ে শুল্ক ও কর সংখ্যা, উচ্চ হার আন্তর্জাতিক মানে হ্রাস করার জন্য সুপারিশ করা হয়। তাছাড়া, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে বাণিজ্য কর ও প্যারা ট্যারিফের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করে ভোগকর বিশেষত প্রকৃত আয়ের উপর ব্যক্তিগত আয়কর ও কর্পোরেট কর এর অবদান বৃদ্ধির পক্ষে মতামত পাওয়া যায়।
- ৪) স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর এর ক্ষেত্রে বহুহার, উচ্চতর স্ট্যান্ডার্ড হার (১৫%), তার সাথে বৈষম্যমূলক হারে আরোপিত আগামকর, সম্পূরক শুল্ক আদর্শ মূসক ব্যবস্থা তথা আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চা পরিপন্থি ব্যাপক সংখ্যক খাতে উৎস মূসক কর্তনের বিধান, সেবায় বিভিন্ন মূসক হার ইত্যাদি উক্ত ব্যবস্থাকে বিকৃত ও অনুৎপাদনশীল করে রেখেছে বলে আন্তর্জাতিক মানে এর সহজীকরণের পক্ষে অংশীজন হতে অভিমত আসে। স্ট্যান্ডার্ড মূসক হার ১৫ শতাংশ হতে হ্রাস করে ১০ শতাংশে নামিয়ে আনতে ও সম্পূরক শুল্ক সংখ্যা ও হার আমদানি ও স্থানীয় পর্যায়ে আদর্শ মূসক ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে পুনর্বিদ্যায়ন করতেও অনেকে পরামর্শ দেন।
- ৫) বাংলাদেশের ক্রমবৃদ্ধিশীল অর্থনীতির তুলনায় এর কর ব্যবস্থায় কর ভিত্তি (Tax Base) কর নেট খুবই সংকুচিত বলে বিশেষজ্ঞরা অংশীজনরা মনে করেন। কর হার ও অব্যাহতি যৌক্তিকীকরণ ও দক্ষ কর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে উক্ত কর ভিত্তি সম্প্রসারণের পক্ষে তাঁরা মত প্রকাশ করেন।
- ৬) জটিল রাজস্ব নীতির জন্য অনেকে রাজস্ব নীতি প্রনয়ন ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন একই সংস্থা তথা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকাকে দায়ী করেন। এজন্য কাজ দুটি দু সংস্থার উপর ন্যস্ত করার প্রস্তাব অনেকে করেছেন।
- ৭) জটিল রাজস্ব নীতি কাঠামোর কারণে রাজস্ব পদ্ধতি, ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনও জটিল আকার ধারণ করেছে। পুরো ব্যবস্থা নানাহ বিধি নিষেধ ও শর্তে, ফরমে, ঘোষণা প্রদান, ব্যাপক ডকুমেন্ট ও জটিল হিসাব পদ্ধতিতে আটকা। ইহার প্রায় সম্পূর্ণটাই আর্কাইভিক ও ম্যানুয়েল প্রকৃতির। ফলে পরিপালন ব্যয় ও সময়ও বেশি। এ কারণেও পরিপালন হার কম ও পরিহার প্রবনতা বেশি। অংশীজনরা এই জটিল পদ্ধতির ব্যয় ও সময় সাশ্রয়ী এবং পরিপালন বাস্তব সহজীকরণ চায়।
- ৮) বাংলাদেশের রাজস্ব ব্যবস্থায় অটোমেশন বা ডিজিটাইজেশন তেমন হয় নাই বলেও অংশীজনদের মতামত পর্যালোচনায় দেখা যায়। এ খাতে এ যাবৎ যে সামান্য কাজ হয়েছে- তা সমন্বিত পরিকল্পনা, কর্তৃপক্ষের দৃঢ় সমর্থন, নেতৃত্ব, যথাযথ ট্যাকনিক্যাল লোকের পরিচালনায় হয় নাই বলে অভিযোগ আছে। এসব কাজের অধিকাংশই বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্নভাবে, প্রধানত আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের প্রদত্ত অনুদান/ঋণের শর্ত হিসেবে করা হয়েছে। ফলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তিনটি কর ব্যবস্থাই এখানো প্রত্যেকের নিজস্ব সীমায় স্বয়ংক্রিয় কার্য ব্যবস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত নয় বলে তাঁদের মধ্যে সামষ্টিক সমন্বয় (Integration) যেমন নেই- তেমনি প্রত্যেক করদাতা ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত করদায়িতার চিত্র জানার, দেখার ও তদানুযায়ী যথাযথ কর আদায়ের স্বার্থে এতদসংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আর্থিক ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান যেমন ব্যাংক, বীমা, বিআরটিএ, রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ, সিকিউরিটি এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, আরজেএসসি,

আইসিএবি- ইত্যাদির সাথে প্রযুক্তিগতভাবে সংযুক্ত নয়। অধিকাংশ অংশীজন বর্তমান রাজস্ব নীতি যৌক্তিকীকরণপূর্বক পদ্ধতি সহজ করে রাজস্ব ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনকে সামগ্রিক (holistic) ও সমন্বিতভাবে (Integrated) ডিজিটালি রূপান্তর (transform) করার উপর সবিশেষ গুরুত্ব দেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডও এ বিষয়ে তাঁদের Medium and Long Term Revenue Strategy (MLTRS) পেপারে অনুরূপ প্রস্তাব করেছেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিদ্যমান বিক্ষিপ্ত, অসমন্বিত অটোমেশন সিস্টেমের সীমাবদ্ধতা, ব্যর্থতার কারণ, উক্ত অসমন্বিত, অসম্পূর্ণ অটোমেশন/ডিজিটাল সিস্টেমকে সামগ্রিক ও সমন্বিতভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থায় ডিজিটলাইজড বা ডিজিটাল রূপান্তর করতে উক্ত বোর্ডের আইটি অনুবিভাগের কর্মকর্তা ও Bangladesh Association of Software & Information Services (BASIS) এর মতে অত্যাবশ্যকীয় করণীয় বিষয় এবং এ বিষয়ে আলোচ্য সংস্কার পরামর্শক কমিটির পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ পরবর্তী অনুচ্ছেদ-৫ এর উপানুচ্ছেদ ৫.৬ এর ৫.৬.১ হতে ৫.৬.৪ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

- ৯) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মানব সম্পদের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়েও অংশীজনরা মতামত দিয়েছেন। এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডও তাঁদের উল্লিখিত “MLTRS”এ বিস্তারিত বলেছেন। রাজস্ব বিভাগের সাথে করদাতাদের সৃষ্ট অভিযোগ, বিরোধ ও মামলা দ্রুততম সময়ে ন্যায় সঙ্গতভাবে নিষ্পত্তির উপর সকল অংশীজন গুরুত্ব দেন।
- ১০) কর সেবার সংখ্যা ও মান বৃদ্ধি, দক্ষ রাজস্ব ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত রাজস্ব নীতি, ব্যবস্থাপনা, প্রশাসন, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও তিন কর ব্যবস্থার পদ্ধতি সহজীকরণসহ সামগ্রিক ও সমন্বিত ডিজিটলাইজেশন এর পাশাপাশি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অবকাঠামোগত সক্ষমতা বৃদ্ধির উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়। উল্লিখিত উদ্দেশ্যে ব্যাপক বিনিয়োগ আবশ্যিক বলে অনেকে মনে করেন।
- ১১) করদাতাদের সেবার মান বৃদ্ধির উপরও গুরুত্ব দেয়া হয়। এ লক্ষ্যে নানাবিধ পদক্ষেপ নিতে বলা হয়। রাজস্ব বিভাগের কর্মকর্তাদের মধ্যে সেবার ব্রত বৃদ্ধির উপরও গুরুত্ব দেয়া হয়। সর্বোপরি রাজনৈতিক অঙ্গীকার অত্যাবশ্যক বলে অংশীজনরা মনে করেন। শুধু আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে বিশাল এ পরিবর্তন সম্ভব নয় বলেও জানান।
- ১২) মোট কথা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিষয়ক ও উপরের অনুচ্ছেদ ৩ এ বর্ণিত সেকেন্ডারী ডকুমেন্টস এবং অংশীজনদের হতে প্রাপ্ত মতামত পর্যালোচনায় উপরোক্ত বিষয়সহ উপরের অনুচ্ছেদ ২ এ উল্লিখিত বিষয়েরাজস্ব বোর্ড সংস্কারের অনিবার্যতা, অত্যাবশ্যকতাকেই প্রমানিত ও প্রতিষ্ঠিত করে।

৫। সংস্কার বা আধুনিকায়ন বিষয়ে প্রস্তাবিত সুপারিশমালা :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সংস্কার বা আধুনিকায়নে প্রস্তাবিত সুপারিশের মধ্যে কিছু সুপারিশ ইহার সামষ্টিক পরিবেশ, অন্যগুলো ইহার তিনটি কর ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট বিধায় সেভাবে নিম্নে পেশ করা হলোঃ

৫ : (ক) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সংশ্লিষ্ট সামষ্টিক বিষয়ে সুপারিশ :

৫:ক:১ কর হার ও আপাতনে উচ্চ ও বৈষম্যমূলক, বিকৃত, প্যারাটারিফ ও প্রধানত পরোক্ষ প্রকৃতির এবং নির্ভরতার বলে সব মহলে অভিযুক্ত ও প্রমানিত বর্তমান রাজস্ব নীতি কাঠামো তথা বিদ্যমান আমদানি শুল্ক, রেগুলেটরি ডিউটি/ আরডি, সম্পূরক শুল্ক/এসডি, মিনিমাম ও ট্যারিফ ভ্যালু, দ্বৈত কর/করের পুন:পৌনিকতা সৃষ্টিকারী উচ্চ ও বহুহার বিশিষ্ট মূসক/ভ্যাট, উৎস মূসক, আয়কর নামে আয়ের স্থলে লেনদেনের উপর চূড়ান্ত কর হিসাবে পরোক্ষ কর প্রকৃতিতে আদায়কৃত উৎস ও অগ্রিম আয়কর, ব্যাপক অব্যাহতি ইত্যাদির পুন:পর্যালোচনা আবশ্যিক। এ লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার আলোকে, রাজস্ব ও বিনিয়োগ এবং স্বেচ্ছা পরিপালন বাস্তবতায় এর পুনর্বিদ্যায়ন তথা যৌক্তিকীকরণ করতে হবে- যাতে তা এসএমইসহ সকলের জন্য ন্যায় ভিত্তিক, কর ভিত্তি সম্প্রসারণ সহায়ক, ব্যয় সাশ্রয়ী, বিনিয়োগ ও রাজস্ব উৎপাদক হয়। প্রস্তাবিত /বাস্তবায়নাধীন রাজস্ব নীতি প্রনয়ন বিভাগের নেতৃত্বে তা করতে হবে। একই ভাবে নিচের অনুচ্ছেদ ৫(খ), ৫ (গ) ও ৫(ঘ) তে যথাক্রমে আমদানি পর্যায়ের শুল্ক ও কর, স্থানীয় মূসক, অগ্রিম কর ও সম্পূরক শুল্ক এবং আয়কর হার ও তদসংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিতে যেসব পরিবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে- তাও সেভাবে বিবেচনা করার প্রস্তাব করা হচ্ছে।

৫:ক:২ বর্তমান সংকীর্ণ কর ভিত্তি (Narrow Tax Base) কে অবশ্যই সময়াবদ্ধ পরিকল্পনায় প্রত্যাশিত মাত্রায় সম্প্রসারিত করতে হবে। অভিযোগ আছে- জিডিপি'র প্রায় অর্ধেকের বেশি কর হতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত। তাছাড়া, পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাম্প্রতিক হিসাব মতে দেশে স্থায়ী অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান/ইউনিট এর সংখ্যা প্রায় ৬৩ লাখ। অনেকের অভিযোগ- এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃপক্ষ মাত্র প্রায় ৫.৭০ লক্ষ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান/ইউনিটকে মূসকে নিবন্ধিত করতে পেরেছে। পরিসংখ্যান ব্যুরোর উক্ত হিসাবের মধ্যে মূসক অব্যাহতি প্রাপ্ত (যা জিডিপি'র ৫০ শতাংশের মতো), টার্নওভার কর ও মূসকযোগ্য কর সীমার নীচের প্রতিষ্ঠান সংখ্যা ৮০-৮৫ শতাংশ হবে বলে ধারণা করা যায়। সে হিসাবে প্রকৃত মূসকে নিবন্ধনযোগ্য সংখ্যা ১০ লাখের মতো হবে। শতভাগ দক্ষতায় নিবন্ধন সম্ভব হলে আরো প্রায় ৪.০০ লাখ (১০-৫.৭০) অর্থনৈতিক ইউনিটকে মূসকে নিবন্ধিত করতে হবে। অন্যদিকে ২০১৭-২০১৮ সালের বাজেটে তৎকালীন অর্থমন্ত্রীর ঘোষণা মতে আয়ের হিসাবে দেশে প্রায় ৪.০০ কোটি লোক আয়কর নেটে আসারযোগ্য। অথচ নিবন্ধন হিসাবে এসেছে মাত্র এক কোটির সামান্য বেশি। আর রিটার্ন হিসাবে মাত্র ৪৫ লাখের মতো। যার মধ্যে সরকারী ও কর্পোরেট কর্মকর্তা কর্মচারীর সংখ্যাই বেশি। তাছাড়া, দেশে কোম্পানীর সংখ্যা প্রায় ২.৮০ লক্ষ। কিন্তু করনেটে আছে ১ লক্ষেরও কম। করনেটের বাহিরে অবস্থানকারী উল্লিখিত সংখ্যক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী, করদাতা ও কোম্পানীকে মূসক ও আয়করের নেটে আনতে আলোচ্য প্রতিবেদনের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে প্রস্তাবিত বিভিন্ন সুপারিশ বাস্তবায়নের দায়িত্ব সামষ্টিক ও সমন্বিত digital transformation এর ভিত্তিতে সময়াবদ্ধ পরিকল্পনায় ও যোগ্য নেতৃত্বে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকেই নিতে হবে। উক্ত দায়িত্ব পালনে উক্ত সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকে নিম্নোক্ত বিশেষ পদক্ষেপও নিতে হবে-

১) পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাবে অন্তর্ভুক্ত ও মূসকে নিবন্ধনযোগ্য উপরোল্লিখিত সংখ্যক (১০ লাখ) প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার হালনাগাদকৃত ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান, উক্ত স্থানীয় সরকারের তালিকাভুক্ত হোল্ডিং নম্বরধারী ব্যক্তি /প্রতিষ্ঠান, দেশের সকল চেম্বার, ট্রেড বডি/এসোসিয়েশনের তালিকাভুক্ত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি তথ্যের

যথার্থতা উক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে সময়াবদ্ধ পরিকল্পনায় সমন্বিত ডিজিটাল সংযোগ সৃষ্টিপূর্বক উক্ত পদ্ধতিতে আড়াআড়ি যাচাই করতে হবে।

- ২) উল্লিখিত পদ্ধতিতে প্রাথমিকভাবে যাচাইয়াস্তে প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্যের নেতৃত্বে তাঁদের কর্মকর্তা ও উক্ত সংস্থাসমূহের প্রতিনিধি সমন্বয়ে জাতীয় ও স্থানীয় যাচাই ও নিবন্ধন কমিটি গঠনপূর্বক সরেজমিনে যাচাইকরে প্রাপ্ত প্রকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোকে, আইনে অব্যাহতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে, মূসক ও আয়কর নেটে এনে তাঁদের করদায়িতা সংক্রান্ত কার্যক্রম যথারীতি তদারকি করতে হবে।
- ৩) করযোগ্য ও সম্ভাবনাময় ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে করনেটে এনে কর পরিপালনের মাধ্যমে উক্ত নেটে ধরে রাখার উদ্দেশ্যে আলোচ্য প্রতিবেদনে ডিজিটাল প্রযুক্তিসহ প্রস্তাবিত বিভিন্ন সংস্কারের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সকল করদাতা ও অংশীজনকে সংযুক্ত (netted) করে প্রযুক্তিগতভাবে রূপান্তরিত/ digitally transformed রাজস্ব বোর্ড প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। এতে দেশ ও অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি হতে দ্রুত সরে এসে cashless economy এর দিকে অগ্রসর হবে।

৫:ক:৩ যৌক্তিক ও স্থিতিশীল শুল্ক ও কর হার নীতি এবং সহজ পদ্ধতি যথাযথ বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের জন্য আবশ্যিক। পক্ষান্তরে অযৌক্তিক ও অস্থিতিশীল শুল্ক ও কর এ ক্ষেত্রে অন্যতম বাঁধা। কাজেই বিনিয়োগের স্বার্থে নতুন শিল্প বিনিয়োগ ও বিদ্যমান শিল্পের যৌক্তিক প্রতিরক্ষণ, সুলভ মূল্যে অত্যাবশ্যকীয় ভোগ্য পন্যের সরবরাহ, স্থানীয় কৃষি পন্যের ন্যায্য বাজার মূল্য, পরিবেশ সংরক্ষণ, জন ও প্রানী স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, বিদ্যমান হার ও প্রজ্ঞাপনের অসংগতি দূরীকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনিবার্য প্রয়োজন ব্যতীত বিদ্যমান শুল্ক কর হার নীতি ন্যূনতম ৪-৫ বছর অব্যাহত রাখার ও মৌলিক যে কোন পরিবর্তন যথাসম্ভব জাতীয় সংসদের মাধ্যমে করার সুপারিশ করা হচ্ছে। এতে কর ব্যবস্থা সম্পর্কে বিনিয়োগকারীদের মনে আস্থা তৈরী হবে।

৫:ক:৪ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীন তিনটি আইনের (কাষ্টমস, মূসক ও আয়কর) বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসন এখনো পরস্পর হতে আলাদাই বলা যায়। ফলে তাঁদের মধ্যে তথ্য আদান প্রদান নেই বললেই চলে। তাছাড়া, কাষ্টমস এর এ্যাসাইকুডা সিস্টেমের আংশিক ক্ষেত্র ব্যতীত প্রত্যেকটি বিভাগের ব্যবস্থাপনার সিংহ ভাগ এখনো জটিল, ব্যয়বহুল ও অসমন্বিত পদ্ধতিতে ম্যানুয়ালি পরিচালিত। অর্থাৎ তিনটি ব্যবস্থাই এখনো হার্ডকপি ডকুমেন্টস ও জটিল পদ্ধতি ভিত্তিক এবং কর কর্মকর্তা ও করদাতার মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ, অভিযোগ মতে, ক্ষেত্রবিশেষে যোগসাজশে পরিচালিত। কোনটির ক্ষেত্রেই করদাতার করদায়িতা সংক্রান্ত ঘোষণার যথার্থতা যাচাই করা ও তার কর প্রোফাইল সম্পর্কে সঠিক সময়ে (realtime) সঠিকভাবে জানা সম্ভব হচ্ছে না। এ অচল অবস্থা হতে উত্তরনের জন্য আলোচ্য প্রতিবেদনে রাজস্বনীতি, রাজস্ব ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন, বোর্ডের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়ে যেসব প্রস্তাব রাখা হয়েছে তার ভিত্তিতে রাজস্ব বোর্ডের প্রত্যেকটি কর ব্যবস্থা পুনর্গঠন ও প্রত্যেকটির প্রত্যেক কার্য (function)এলাকার স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (SOP) প্রনয়নপূর্বক প্রত্যেকটিকে প্রথমে আলাদাভাবে ও অতঃপর পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার লক্ষ্যে সবগুলোকে সম্মিলিত ও সমন্বিতভাবে নিম্নরূপ প্রযুক্তিগত রূপান্তর (digital transformation) এর মাধ্যমে আধুনিক কর ব্যবস্থায় উন্নীত করতে হবেঃ

- ১) তিনটি কর ব্যবস্থার প্রত্যেকটিকে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের আলোকে করযোগ্য সকল করদাতাকে সংযুক্তিপূর্বক অন্তঃ (intra) তথ্যপ্রবাহ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং করদাতার করদায় নিরূপন উপযোগী করে আলাদাভাবে আধুনিক ব্যবস্থাপনার কাঠামোতে ডিজিটাল/অটোমেটেড করতে হবে। উল্লেখ্য, এ লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মূসক বিভাগ Vat Online System এর মাধ্যমে বেশ কিছু কাজ করলেও উক্ত সিস্টেমের মেধাস্বত্বের বিষয়সহ এখনো অনেক কাজ বাঁকী। মূসক এর আওতাধীন সব খাতের করদাতাদেরকে উক্ত সিস্টেমে এনে তাঁদের করদায়িতার সামগ্রিকতা যাচাই করার মতো সক্ষমতা এতে সৃষ্টি করতে হবে। আয়কর বিভাগও তাঁদের আয়কর ব্যবস্থাপনাকে প্রস্তাবিত মডেলে সাজাবার জন্য সম্প্রতি একটি কর্ম পরিকল্পনা ডকুমেন্ট (সংলাগ-৩) তৈরী করেছেন। উক্ত ডকুমেন্ট মতে এ নিয়েও অনেক কাজ করতে হবে। কাস্টমস এর এ্যাসাইকুডা সিস্টেমকেও আরো স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে হবে। অত্যন্ত ধীর গতিতে ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো (NSW) এর কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এসব বিষয়ের অগ্রগতি ও কার্যকারিতা নিয়ে মতভেদও আছে। উল্লিখিত পরিস্থিতিতে বিদ্যমান নীতি, বিধি ও পদ্ধতি সহজীকরণ করে কার্যক্ষেত্র ভিত্তিক স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং সিস্টেম/SOP তৈরীপূর্বক বর্ণিত তিনটি সিস্টেমের দুর্বলতা/ফাঁক (gap) চিহ্নিত করে স্থানীয় উপযুক্ত বিশেষজ্ঞদের নেতৃত্বে, প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক টেকনিক্যাল সহযোগীতা নিয়ে, জনপ্রত্যাশার নিরীখে সকল করদাতাকে প্রত্যেকটি সিস্টেমে রিয়েলটাইম ভিত্তিতে সম্পৃক্তকরত: প্রত্যেকটি সিস্টেমকে আন্তর্জাতিক মানে অটোমেটেড করতে হবে।
- ২) উল্লিখিত পদ্ধতিতে তিনটি কর ব্যবস্থাকে আলাদাভাবে অটোমেটেড করার পর উক্ত তিনটি ব্যবস্থার সামষ্টিক পরিবেশে প্রত্যেক করদাতার প্রকৃত সামষ্টিক করদায় জানার জন্য প্রত্যেকটি সিস্টেমের নিজস্ব নিরাপত্তা সংরক্ষণপূর্বক উক্ত তিন ব্যবস্থার পরস্পরের মধ্যে ও রাষ্ট্রের বিনিয়োগ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান যেমন- বিডা, বেজা, বেপজা, আর্থিক ও রাজস্ব ব্যয় (fiscal) ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত সকল প্রতিষ্ঠান যেমন- ব্যাংক, পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা, ইদ্রা, উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ, রেগুলেটরী সংস্থা যেমন- রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ, বিআরটিএ, ফ্যাসিলিটিটিং সংস্থা যেমন- বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রভৃতির সাথে আন্তঃ (inter) তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত সামগ্রিক (holistic) ও সমন্বিত পদ্ধতিতে প্রযুক্তিগত রূপান্তর বা digital transformation এর মাধ্যমে একটি সমন্বিত একক ব্যবস্থা (holistically integrated system) ভিত্তিক রাজস্ব বোর্ড তৈরী করতে হবে। প্রস্তাবিত সামগ্রিক ও সমন্বিত একক ডিজিটাল পরিবেশ তৈরীর লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তথ্য প্রযুক্তি অনুবিভাগ, বেসিস (BASIS) যৌথভাবে একটি আইটি কাঠামোর প্রস্তাবও দিয়েছে (সংলাগ-৪)। ইহার প্রযুক্তিগত সঠিকতা, উদ্দেশ্য পূরনে সক্ষমতা, বিনিয়োগ ব্যয় ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি পরীক্ষা করে অংশীজনদের মতামতের ভিত্তিতে সময়াবদ্ধ পরিকল্পনায় ধীর স্থির ভাবে অগ্রসর হওয়াই সমীচীন হবে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনে উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় উত্তম মানের আন্তর্জাতিক টেকনিক্যাল সহযোগীতাও নেয়া যায়। উল্লেখ্য, বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের স্ট্রেনদেনিং ইনস্টিটিউশনস ফর ট্রান্সফারেন্সি অ্যান্ড একাউন্টাবিলিটি (সিটা) ঋন প্রকল্পের আওতায় সম্প্রতি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ডিজিটলাইজেশনে ৮০ মিলিয়ন ডলারের যে প্রকল্প নেয়া হয়েছে উল্লিখিত আঙ্গিকে ও অতীত অভিজ্ঞতার নিরীখে সেই প্রকল্পে যৌক্তিকতা পর্যালোচনা প্রয়োজন।

৩) প্রস্তাবিত প্রযুক্তিগত রূপান্তরে (digital transformation) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আইটি বিভাগকে সংখ্যা, সক্ষমতা ও মানে আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চায় আধুনিকভাবে পুনর্গঠন করার পাশাপাশি বোর্ডের Functional বিভাগের কর্মকর্তাদেরকেও সমভাবে পরস্পরের নিবিড় পরিপূরক হিসেবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সম্পৃক্ত করতে হবে- যাতে উভয় শ্রেণী যৌথভাবে বিশাল আইটি পরিবেশকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে পারে।

৫:ক:৫ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিদ্যমান রাজস্ব নীতিঃ কাস্টমস, মূসক ও আয়কর নীতিকে উপরের পর্যালোচনার আলোকে রাজস্ব ও ব্যবসা বাস্তব করে সাজাতে উক্ত নীতি প্রনয়ন কাজকে রাজস্ব বোর্ড হতে সরিয়ে আলাদা রাজস্ব নীতি প্রনয়ন বিভাগ গঠনের সুপারিশ ইতোমধ্যে সরকারের কাছে করা হয়েছে। এ বিষয়ে সরকার একটি অধ্যাদেশ ১২ মে ২০২৫ খ্রিঃ তারিখে জারী করলেও তা নিয়ে মতভেদ দেখা দেওয়ায় সরকারের নির্দেশে বিষয়টি পুনঃপর্যালোচনা ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে আরেকটি সুপারিশপত্র প্রনয়ন প্রক্রিয়াধীন আছে। উল্লেখ্য, যথোপযুক্ত রাজস্ব নীতি প্রনয়ন ও তার যথাযথ বাস্তবায়ন দেশে অর্থনৈতিক সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বেশি প্রভাব সৃষ্টিকারী বিবেচনায় অংশীজনদের প্রত্যাশা ও আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার আলোকে প্রণীত বলে উক্ত সুপারিশের ভিত্তিতে এর মৌলিক কাঠামোর সাথে আপোষ না করে প্রস্তাবিত মতে রাজস্ব নীতি প্রনয়ন বিভাগ ও প্রণীত নীতি বাস্তবায়নার্থে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে সরকারের বিভাগ মর্যাদায় একটি শক্তিশালী বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে তৈরী করতে হবে বলে আলোচ্য পরামর্শক কমিটি মনে করে। আরো উল্লেখ্য, এর বাস্তবায়নে বড় ধরনের কোন আপোষ করা হলে কাজিত ফল পাওয়া যাবে না। কাজেই এ বিষয়ে সরকারকে দৃঢ় ও অব্যাহত রাজনৈতিক সমর্থন দিতে হবে বলে কমিটি মনে করে।

৫:ক:৬ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রায় অর্ধশত উৎপাদক-বাণিজ্যিক গ্রুপ আছে। এরাই জাতীয় অর্থনীতির রাজস্ব সম্ভাবনাময় খাতের সিংহভাগের নিয়ন্ত্রক। তাঁদের অন্তর্ভুক্ত ও তার বাহিরে বড় ও মাঝারি আকারের সর্বোচ্চ পাঁচশত (৫০০) টি প্রতিষ্ঠানেরই সম্ভাব্য (potential) রাজস্বের ৮০ শতাংশ দেয়ার সামর্থ্য আছে। বর্তমানে তিনটি কর ব্যবস্থায় (আমদানি শুল্ক ও কর + স্থানীয় মূসক + আয়কর) আলাদা ও সমষ্টিগতভাবে তাঁদের প্রত্যেকের প্রকৃত করদায় ও প্রকৃত কর রাজস্ব জমার তথ্য সমন্বিত ব্যবস্থায় জানার সুযোগ নাই। এ লক্ষ্যে এখনো কোন উদ্যোগও নেই। এসব প্রতিষ্ঠানকে সমন্বিত প্রশাসনিক ও ডিজিটাল কাঠামো ও ব্যবস্থাপনায় আনা সম্ভব হলে তাঁদের থেকে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদে কাজিত রাজস্ব আদায় করা সম্ভব। এ লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মূসক/ভ্যাট ও আয়কর প্রশাসনিক ব্যবস্থায় বর্তমানে আলাদাভাবে কার্যকর প্রধানতঃ Tax Type ও ভৌগলিক এলাকা ভিত্তিক প্রশাসনিক কাঠামোর পরিবর্তে মূসক ও আয়করকে সমন্বিত (integrated) করে প্রধানতঃ এলটিইউ (LTU), এমটিইউ (MTU) ভিত্তিক সমন্বিত প্রশাসনিক কাঠামো স্থাপনপূর্বক তাতে উল্লিখিত গ্রুপভুক্ত বা গ্রুপ বহির্ভূত বৃহৎ ও মাঝারী আয়তনের রাজস্ব সম্ভাবনাময় প্রতিষ্ঠানগুলোকে এনে ডিজিটাল ব্যবস্থায় কার্য (Function) ভিত্তিক সমন্বিত একক ব্যবস্থাপনা ইউনিট প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হচ্ছে। প্রস্তাবিত ব্যবস্থাপনা প্রধানতঃ আন্তঃ কর তথ্য প্রবাহ, কার্যভিত্তিক ও ডিজিটাল পরিচালিত হবে বলে এলটিইউ, এমটিইউ এর পরিপালন হার ও রাজস্ব উৎপাদিকা অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি হয়রানি, ফাঁকি, যোগসাজশের অভিযোগ কমে আসবে।

৫:ক:৭ ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরসহ সমগ্র বাংলাদেশের প্রত্যেক বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা শহর ও অর্থনৈতিকভাবে প্রবৃদ্ধিশীল এলাকায় (growth centre) মূসক/ভ্যাট ও আয়কর অফিসকে বর্তমানের আলাদা অখ্যাত স্থান, জরাজীর্ণ ভবন হতে সরিয়ে এনে শহরের গুরুত্বপূর্ণ ও করদাতার পক্ষে সহজে যাতায়াতযোগ্য স্থানে অবস্থিত নিজস্ব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সমন্বিত ডিজিটাল সিস্টেমে সংযুক্ত, যোগাযোগ সুবিধা সম্বলিত আধুনিক ভবনে স্থাপন করতে হবে। এতে রাজস্ব বিভাগের প্রতি করদাতাদের ভয়, শ্রদ্ধা ও স্বেচ্ছায় পরিপালন বৃদ্ধি পাবে।

৫:ক:৮ দেশে মূসকযোগ্য প্রতিষ্ঠান সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ করযোগ্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি হতে পারে বলে অনুমান করা যায়। তাছাড়া দৈনিক আমদানি এবং রপ্তানি বিল অব এন্ট্রি ও বিল অব এক্সপোর্টস সংখ্যা প্রায় ২৫ হাজার। অন্যদিকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তিনটি কর ব্যবস্থাই এখনো পর্যন্ত প্রধানতঃ ম্যানুয়েল ও ডকুমেন্ট ভিত্তিক। রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় ডিজিটলাইজেশন এখনো প্রায় প্রাথমিক পর্যায়ে। বিশাল এ রাজস্ব পরিবেশ পরিচালনার জন্য কর্মরত জনবল মাত্র ৭-৮ হাজার। উক্ত সংখ্যক কর্মকর্তার পক্ষে এ বিশাল প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা কার্যকরভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। এ অবস্থা থেকে পরিত্রানের উত্তম সমাধান হচ্ছে-

- ১) করদায় সংক্রান্ত হিসাব ব্যয় সাশ্রয়ী ও সহজ পদ্ধতিতে সংরক্ষনের স্বাধীনতাসহ করদায় নিরূপন ও কর প্রদানে স্বনির্ধারণী ব্যবস্থার প্রবর্তন।
- ২) কার্য (function) ভিত্তিক রাজস্ব ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ ও
- ৩) গোয়েন্দা তথ্য এবং ঝুঁকি কেন্দ্রিক ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন।

উল্লেখ্য, মূসক ও আয়কর ব্যবস্থায় ইতোমধ্যে স্বনির্ধারণী ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছে। কার্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনাও আংশিক চালু হয়েছে। ইহাকে সকল ক্ষেত্রে প্রসারিত ও কার্যকর করতে হবে।

- ৪) গোয়েন্দা তথ্য ও সকল করদাতার প্রোফাইল তথ্য ভিত্তিক আধুনিক সমন্বিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ প্রতিবেদনে বর্ণিত অন্যান্য পদক্ষেপের সাথে বর্তমানে তিন কর ব্যবস্থায় আলাদাভাবে ও কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত গোয়েন্দা ইউনিটগুলোর পরিবর্তে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে তিন কর ব্যবস্থার সমন্বয়ে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাপনায় একক গোয়েন্দা ইউনিট প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হচ্ছে। এ ইউনিট করদাতাদের সমন্বিত প্রোফাইল তথ্যের ভিত্তিতে ঝুঁকিপূর্ণ লেনদেন বা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নির্বাচনপূর্বক তা অনুসন্ধান বা নিরীক্ষা বা তদন্তের (যে ক্ষেত্রে যা প্রয়োজ্য হয়) জন্য সংশ্লিষ্ট কার্যভিত্তিক ইউনিটের নিকট পাঠাবে। অতঃপর সংশ্লিষ্ট ইউনিট তা অনুসন্ধান বা নিরীক্ষা বা তদন্তপূর্বক পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নিবে। এর অধীনে মাঠ দপ্তরে প্রয়োজনে প্রত্যেক কর ব্যবস্থায়ও ঝুঁকি নিরূপন ইউনিট থাকবে।

৫:ক.৯ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে ইহার মানবসম্পদের যৌক্তিক সংখ্যা, দক্ষতা, মান ও পারফরমেন্স বৃদ্ধি এবং শুদ্ধাচার চর্চার দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। মানব সম্পদের সাংগঠনিক কাঠামো কার্য (Function) ভিত্তিক ও ব্যবস্থাপনা নিম্নোক্ত নীতিমালায় প্রযুক্তিগত ব্যবস্থায় পরিচালিত হতে হবে। বোর্ডের মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা-

- সুষ্ঠু কর্মজীবন পরিকল্পনা (career planning),
- আইন, বিধি, পদ্ধতি, প্রযুক্তি ও কার্যভিত্তিক বাধ্যতামূলক নিবিড় প্রশিক্ষণ,
- বিশেষায়িত জ্ঞান, দক্ষতা ভিত্তিক যোগ্যতা ও বিগত পারফরম্যান্স এর ভিত্তিতে পদায়ন,
- পারফরম্যান্স এর ক্ষেত্রে carrot or stick policy অনুসরণ,
- পরীক্ষিত পদ্ধতিতে পারফরম্যান্স মূল্যায়ন,
- অসদাচরন, অনিয়ম ও হয়রানির ক্ষেত্রে শাস্তি এবং ভালো কাজে পুরস্কার -ইত্যাদি সম্বলিত নীতিমালায় ব্যবস্থিত হতে হবে। এ নীতিমালা কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে। কোন তদবিরে বা প্রভাবে এর ব্যত্যয় করা যাবে না। উল্লিখিত সকল বিষয়ে একটি সমন্বিত নীতিমালা প্রনয়ন ও কার্যকর করার সুপারিশ করা হচ্ছে।
- রাজস্ব বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের-কে রাজস্ব নীতি, আইন, বিধি, পদ্ধতি, অপারেশনাল সিস্টেম, রাজস্ব ব্যবস্থাপনা, করদাতাদের সাথে আচরণ, কর সেবা প্রদান, শুদ্ধাচার চর্চা, আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চা, বিরোধ ও মামলা নিষ্পত্তি ইত্যাদি বিষয়ে আধুনিক উন্নতমানের সমন্বিত প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের শুদ্ধ ও ভ্যাট এবং আয়কর- এ দুটো বিভাগের আলাদা স্থানে আলাদা কাঠামোতে বিদ্যমান দুটো প্রশিক্ষণ একাডেমিকে একই স্থানে একই কর্তৃত্বে আনতে হবে।

৫:ক.১০ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের গবেষণা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগকে রাজস্ব নীতি প্রনয়ন, কর ফাঁকির ক্ষেত্র ও পরিমান (tax gap), নিরূপন, কর পরিপালন ব্যয়, পরিপালন হার, করভিত্তি সম্প্রসারণ, কর প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা উপযোগী করে পুনর্গঠিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে অর্থনীতি, পরিসংখ্যান, হিসাব বিজ্ঞান, ব্যবসায় প্রশাসন বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন কর্মকর্তাদেরকে এ অনুবিভাগে নিয়োগ দিতে হবে। পাশাপাশি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ ও অর্থনীতি গবেষণা কাজে নিয়োজিত চিন্তকের সাথে গবেষণার ক্ষেত্র নির্ধারনপূর্বক গবেষণা করতে হবে। তাছাড়া, বোর্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন যাতে আন্তর্জাতিক মানে সংশ্লিষ্ট বছর শেষ হওয়ার তিন মাসের মধ্যে উন্নত অবয়ব ও মানে প্রকাশিত হয়- তাও নিশ্চিত করতে হবে।

- উল্লেখ্য, রাজস্ব নীতি প্রনয়নে এর সংশ্লিষ্টতা বেশী বলে গবেষণা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগটি শুধু কর্ম/কার্য বন্টনের প্রয়োজনে প্রস্তাবিত/বাস্তবায়নাধীন রাজস্ব নীতি বিভাগের অধীনে রাখার প্রস্তাব করা হলেও প্রস্তাবিত বিশেষায়িত রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগেও এর গুরুত্ব অসীম বিধায় ডিজিটাল ব্যবস্থাপনায় নীতি বিভাগের পাশাপাশি রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগেও ইহা সমভাবে সক্রিয় তথা তথ্য প্রবাহের কার্যকর ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- বোর্ডের বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রধানত: রাজস্ব ব্যবস্থাপনার পারফরম্যান্স তথ্যাদি প্রাধান্য পায় বিধায় রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগ কর্তৃকই প্রণীত ও প্রকাশিত হতে হবে।

৫:ক:১১ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সম্মানিত করদাতাদের প্রতি প্রদত্ত করসেবা ও কর সংক্রান্ত প্রচার খুবই সামান্য। যা আছে তার মানও আশানুরূপ নয়। কর ব্যবস্থায় করদাতাদের স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ ও পরিপালন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বোর্ডের একজন সদস্যের নেতৃত্বে সুনির্দিষ্ট ও সমন্বিত কর্মপরিকল্পনার ভিত্তিতে নিম্নরূপ কর সেবা নিশ্চিত করতে হবে :

- ❖ প্রতিটি কর ব্যবস্থার প্রত্যেকটি কার্য ও পরিপালন ক্ষেত্র বিষয়ে সংক্ষেপে সাধারণের বোধগম্য ভাষায় বুকলেট, লিফলেট, পুস্তিকা, প্রচারপত্র প্রকাশ ও ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ❖ মুসক ও আয়কর বিভাগ কর্তৃক যৌথভাবে সারা বছরব্যাপী করদাতা প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী পালন করতে হবে। এ লক্ষ্যে কর ব্যবস্থার বাহিরে অবস্থানকারী সম্ভাবনাময় করদাতা, নিবন্ধিত কিন্তু কর পরিপালনে অনাগ্রহী, সুপ্ত, ফাঁকিতে অভ্যস্ত করদাতাদের চিহ্নিতকরণপূর্বক তাঁদেরকে এ কর্মসূচীতে আনতে হবে। করদাতা প্রশিক্ষণসূচী বিষয়ভিত্তিক ও বাস্তবসম্মত করে তৈরী করতে হবে।
- ❖ উপরোক্ত প্রকৃতির করদাতাদের কর্মক্ষেত্রে কর কর্মকর্তাগণ পূর্ব ঘোষিত (হঠাৎ নয়) কর্মসূচীর ভিত্তিতে পরিদর্শন করবেন। তাঁদের রেকর্ড পরীক্ষা করে ভুল ভ্রান্তি চিহ্নিত করে তা সংশোধন ও যথাযথ পরিপালনের পরামর্শ দিবেন।
- ❖ সৎ করদাতাদেরকে স্বীকৃতি ও পুরস্কারের মাধ্যমে অনুপ্রানিত করার কর্মসূচী রাখতে হবে।
- ❖ কর বিভাগ ও করদাতাদের মধ্যে বর্তমানের উদাসীন, ক্ষেত্র বিশেষে নেতিবাচক সম্পর্ক ও মনোভাব পাল্টে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করতে হবে।
- ❖ আইন ও বিধিতে করদাতাকে প্রদত্ত অধিকার ও দায়িত্বগুলো নাগরিক সনদ/ চার্টার আকারে প্রকাশ ও প্রচারপূর্বক বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ❖ কর বিভাগ ও করদাতাদের মধ্যে খাত, এসোসিয়েশন ও ট্রেড বডি ভিত্তিক অংশীদারিত্বমূলক যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে।
- ❖ করদাতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব অনলাইনে রিয়েল টাইমে দেয়ার সুব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- ❖ ডিজিটাল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কর সেবা ও কর পরিপালন কাজ করদাতা ও কর কর্মকর্তার চাক্ষুষ বা অন্যবিধ যোগাযোগ ছাড়া নিশ্চিত করতে হবে।

৫: ক: ১২। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তিনটি কর ব্যবস্থার বাস্তবায়ন বিষয়ে উত্থাপিত অভিযোগ, সৃষ্ট বিরোধ বা রুজুকৃত মামলা ও আপীল স্বল্পতম সময়ে কার্যকরভাবে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিরোধ ও মামলা সংক্রান্ত আইনী ও পদ্ধতিগত বিষয় সহজীকরণসহ ডিজিটাল সিস্টেমে অভিযোগ, বিরোধ ও মামলা সংক্রান্ত মডিউল সৃজনপূর্বক তা তিনটি কর ব্যবস্থায় সংযোজন করতে হবে- যাতে অংশীজনদের যে কোন প্রাসঙ্গিক অভিযোগ, বিরোধ কিংবা মামলার সকল তথ্য স্বচ্ছতার সাথে সংরক্ষণ ও স্বল্পতম সময়ে কার্যকরভাবে নিষ্পত্তি করা যায়। উক্ত মডিউলে

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির (ADR) ব্যবস্থাপনাও থাকতে হবে- যাতে এই ব্যবস্থায় স্বল্প সময়ে বেশি সংখ্যক বিরোধের নিষ্পত্তি সম্ভব হয়। এ লক্ষ্যে-

- অনলাইনে অভিযোগ দায়ের ও তাৎক্ষণিক তা যাচাই/তদন্তের মাধ্যমে নিষ্পত্তির কার্যকর ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে।
- বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে-
 - মামলা রুজুর আগেই করদাতার সাথে একত্রে বসে বিরোধীয় বিষয়টির আইনানুগতা আলোচনা-পর্যালোচনা করে আইনী যৌক্তিকতা থাকা সাপেক্ষে মামলা রুজুর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।
 - কারণ দর্শাও আকারে মামলা রুজু বা দাবীনামা জারী করা হলে, তার উপর অভিযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের লিখিত বক্তব্য ও শুনানী নিয়ে তা আইনানুগভাবে পর্যালোচনাপূর্বক স্বল্পতম সময়ে ন্যায্যতায় নিষ্পত্তি করতে হবে। এ পদ্ধতিতে নিষ্পত্তিতে আপত্তি থাকলে কিংবা সময় সাপেক্ষ হলে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (Alternative Dispute Resolution /ADR) পদ্ধতিতে স্বল্পতম সময়ে নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করতে হবে।
 - ADR এ না গিয়ে উপরোক্ত আইনী পদ্ধতিতে নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে রাজস্ব কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশে সংশ্লিষ্ট করদাতা সংক্ষুব্ধ হলে আইনে বর্ণিত সময়সীমায় তর্কিত রাজস্বের সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ জমা রেখে যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করতে পারবেন। আপীল স্বল্পতম সময়ে/নির্ধারিত সময়ে নিষ্পত্তি করতে হবে। এ ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতিতে ADR ব্যবস্থায় নিষ্পত্তি করা যাবে।
 - ADR ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ সংখ্যক বিরোধ স্বল্পতম সময়ে ন্যায্যতার ভিত্তিতে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ADR এর এখতিয়ার বৃদ্ধি করতে হবে। একই সাথে বিরোধীয় পক্ষদ্বয়কে বুঝিয়ে ন্যায্যতায় বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সহায়তাকারীকে সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি কিছু ন্যায় নির্ণয় (Adjudicating) ক্ষমতা /সালিশী ক্ষমতা দেয়া যায়।
 - কাষ্টম ও ভ্যাট এবং আয়কর সংক্রান্ত আপীলাত ট্রাইবুনালকে তদারকির দায়িত্ব অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ/প্রস্তাবিত রাজস্ব নীতি বিভাগের পরিবর্তে আইন মন্ত্রণালয়কে দেয়া যায়।

৫:ক:১৩ আলোচ্য প্রতিবেদনে প্রস্তাবিত সুপারিশমালা সময়াবদ্ধ পরিকল্পনায় সমন্বিতভাবে বাস্তবায়ন পরবর্তীতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মূল্য সংযোজন কর ও আয়কর বিভাগকে একীভূত করে একটি সক্ষম, শক্তিশালী ও মর্যাদা সম্পন্ন বিশেষায়িত রাজস্ব বিভাগ প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে আয়কর ক্যাডার ও শুষ্ক মুসক ক্যাডারকে প্রয়োজনে একীভূত করা যেতে পারে। উল্লেখ্য আলোচ্য প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা হলে রাজস্ব বিভাগের কর ভিত্তি, কর ব্যবস্থা, ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের সক্ষমতা সমন্বিতভাবে ব্যাপক মাত্রায় বৃদ্ধি পাবে- যা রাজস্ব বৃদ্ধিতে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়। রাষ্ট্রের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় এ বিভাগের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পাবে।

৫:ক:১৪ করদাতা, সমাজ ও জনদৃষ্টিতে বাংলাদেশের প্রশাসনিক/আমলাতান্ত্রিক কাঠামোতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও এর কর্মকর্তাদের ইতিবাচক স্ট্যাটাস/অবস্থান ও প্রভাব আরো উচ্চতায় উন্নীত করতে হবে- যাতে রাজস্ব আদায়কালে করদাতাগণ করকর্মকর্তাকে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সম্মান ও ভয় করে থাকে। কর নীতি ও প্রশাসন আলাদাকরণ প্রস্তাবে সে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

৫:ক:১৫ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রস্তাবিত সংস্কার/আধুনিকায়নে ৭-৮ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে হবে। সরকারের নিজস্ব অর্থে তা করা যেতে পারে। সংস্কার কার্যক্রমগুলো নির্ধারিত সময়ে সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তিন/চার বছর মেয়াদের জন্য একজন যোগ্য, দক্ষ, নিবেদিত ও নেতৃত্ব প্রদানের গুণাবলী সম্বলিত ব্যক্তিকে এর নেতা হিসাবে নিয়োগ দিতে হবে। একই সাথে জ্ঞানসম্পন্ন, দক্ষ, অভিজ্ঞ, নিবেদিত ও পরিশ্রমী কর্মকর্তা ও যোগ্য অংশীজনদের সমন্বয়ে change management team গঠন প্রয়োজন হবে।

৫:ক:১৬ কর সংস্কৃতির উন্নয়নে শুধু জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ভূমিকার দিকে তাকিয়ে থাকলেই হবে না। এর পাশাপাশি দেশে অব্যাহতভাবে জবাবদিহিমূলক গণতান্ত্রিক চর্চা, আর্থিক ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় জনকল্যাণ ও গুণগতমান বজায় রাখা এবং সুশাসন ইত্যাদি নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য দেশের রাজনৈতিক, সাংবিধানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে মনোযোগ দিতে হবে।

৫:খ: আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে শুল্ক ও কর এবং কাষ্টমস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সুপারিশঃ

৫:খ:১ পূর্বেকার অগ্রিম ট্রেড ভ্যাট (ATV) এর ধারণায় মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ এর ধারা ৩১ এর আওতায় অগ্রিম মূল্য সংযোজন কর (Advance Tax/AT) নামে প্রথমে ৫ শতাংশ হারে, পরবর্তীতে উৎপাদক আমদানীকারকের ক্ষেত্রে ৩% ও বানিজ্যিক আমদানীকারকের ক্ষেত্রে ৫% হারে, সাম্প্রতিক ঘোষিত ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের বাজেটে তা উৎপাদকের ক্ষেত্রে ২% ও বাণিজ্যিক আমদানীকারকের ক্ষেত্রে কঠিন শর্তে ৭.৫% হারে আমদানি পর্যায়ে এ কর আদায় করা হয়। স্থানীয় পর্যায়ে কর আমদানি পর্যায়ে আদায় উত্তম চর্চা নয় বিধায় ইহা একটি বিকৃত কর। এ কর আমদানি পর্যায়ে বানিজ্য কর আপাতন বৃদ্ধি, অন্যান্য করের সাথে মানি লন্ডারিং, আমদানি পন্যের অবমূল্যায়নে সহযোগীতা করে ও ব্যবসায়ীর পুঁজি অলস করে রাখে। সর্বোপরি ইহা আমদানির পরবর্তী পর্যায়ে সমন্বয় ও ফেরতের নামে জটিলতা ও হয়রানি সৃষ্টি করে। তাছাড়া, বানিজ্যিক আমদানীকারকের ক্ষেত্রে ৭.৫% হারে আরোপিত এ কর এসএমই খাতকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে। উল্লিখিত বিবিধ কারণে অনিবন্ধিত ব্যক্তি/সত্ত্বার ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে উক্ত কর প্রত্যাহারের নীতিগত সিদ্ধান্ত নিতে সুপারিশ করা হচ্ছে। তবে এই কর হতে বর্তমানে বছরে প্রায় ১০-১২ হাজার কোটি টাকার মতো রাজস্ব আদায় হয় বিধায় প্রস্তাবিত প্রত্যাহার জনিত রাজস্ব ক্ষতি পুষিয়ে নিতে উক্ত প্রত্যাহার একবারে না করে প্রতি বছরে ২০% করে হ্রাস করে পাঁচ বছরে সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করা যায়।

৫:খ:২ আয়কর আইন ২০২৩ এর আওতায় আয় অর্জিত হওয়া সাপেক্ষে আদায়তব্য প্রত্যক্ষ করকে আমদানি পর্যায়ে অন্যান্য বানিজ্য শুল্ক ও কর এর সাথে আদায়ের লক্ষ্যে অগ্রিম আয়কর (AIT) নামে আরোপিত কর বাংলাদেশের কর ব্যবস্থায় আরেকটি বিকৃত কর। এ করও মূসকের অগ্রিম কর এর ন্যায় আমদানি পর্যায়ে বানিজ্য কর এর মোট আপাতন বৃদ্ধি করে বিধায় পন্যমূল্য ঘোষণায় বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা ঘোষণা প্রদান ও বানিজ্য ভিত্তিক মানি

লভারিংকে উৎসাহিত করে। তাছাড়া, বানিজ্যিক আমদানির ক্ষেত্রে ইহাকে ন্যূনতম কর (Minimum) হিসাবে গণ্য করায় তা পন্য মূল্য বৃদ্ধিপূর্বক উৎপাদন ও বানিজ্যের প্রতিযোগিতা ক্ষমতা হ্রাস এবং ভোক্তা স্বার্থকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এসব বিবেচনায় আয়করে নিবন্ধিত নয় এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যতীত উক্ত কর প্রত্যাহারের নীতিগত সিদ্ধান্ত নিতে সুপারিশ করা হচ্ছে। তবে এ কর হতে বর্তমানে বছরে প্রায় ১০-১২ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয় বিধায় প্রস্তাবিত প্রত্যাহারজনিত রাজস্ব ক্ষতি পুষিয়ে (Offset) নিতে মূসকের অগ্রিম কর এর ন্যায় উক্ত প্রত্যাহার একবারে না করে প্রতি বছরে ২০% করে হ্রাস করে পাঁচ বছরে সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করা যায়।

৫:খ:৩ কাস্টমস আইন ২০২৩ এর আওতায় ২৫% কাস্টমস শুল্কযোগ্য প্রায় সকল পন্যের আমদানিতে ৩% হারে আরোপিত রেগুলেটরি ডিউটি আরডি/(RD) আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে একটি প্যারাটারিফ শুল্ক। এ শুল্কসহ ২৫% কাস্টমস শুল্কযোগ্য পন্যের প্রকৃত (effective) কাস্টমস শুল্ক হচ্ছে (২৫+৩) ২৮ শতাংশ। এ শুল্কও অগ্রিম কর ও অগ্রিম আয়কর এর ন্যায় আমদানি পর্যায়ে পন্য মূল্য ঘোষণায় বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা ঘোষণা প্রদান ও বানিজ্য ভিত্তিক মানি লভারিংকে উৎসাহিত করা ছাড়াও পন্য মূল্য বৃদ্ধি ও ভোক্তা স্বার্থকে প্রভাবিত করে। তাছাড়া ২০২৬ সনে উন্নয়নশীল দেশে বাংলাদেশের উত্তরন হলে এ ধরনের প্যারাটারিফ/বিকৃত শুল্ক হতে বের হতে হবে। এসব বিবেচনায় এ শুল্ক আগামী ৩-৪ বছরের মধ্যে পর্যায়ক্রমে হ্রাস করে সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করার সুপারিশ করা হচ্ছে। তবে স্থানীয় শিল্পের যৌক্তিক সংরক্ষণ কিংবা আন্তর্জাতিক বানিজ্যের প্রতিকূল লেনদেন প্রভাব হ্রাস-ইত্যাদি উদ্দেশ্যে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রেগুলেটরি ডিউটি আরডি/RD আরোপ ও আদায় করা যাবে।

৫:খ:৪ বর্তমানে কার্যকর আমদানি শুল্ক হার হচ্ছে : ০, ১, ৩, ৫, ১০, ১৫, ২৫ = মোট ৭(সাত)টি। এর সাথে ২৫% কাস্টমস শুল্কধীন অধিকাংশ পণ্যে ৩/২% আরডি/RD, অনেক পণ্যে বিভিন্ন হারের (১০ থেকে ৫০০%) এসডি/SD, ০-১৫% এর মধ্যে বিভিন্ন হারে মূসক/ভ্যাট, নিবন্ধিত উৎপাদকের উপর ৩/২% ও বাণিজ্যিক আমদানীকারকের উপর ৫/৭.৫% হারের অগ্রিম মূসক, প্রধানত: ১-৫% হারে অগ্রিম আয়কর আছে। এসব শুল্ক ও করের বিধিবদ্ধ (Statutory) মোট কর আপাতন (TTI) অধিকাংশ ক্ষেত্রে ৩১%, ৫৮%, ৮৯% এবং ১৫০%, সর্বোচ্চ ৮০০%। যারা আমদানিতে মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে বিভিন্ন কৌশলে পার পেয়ে যায়- তাঁদের বিধিবদ্ধ হার যা-ই থাকুক, প্রকৃত আপাতন (effective incidence /TTI/ETR) অনেক কমে যায়। আর যারা পার হতে পারে না- তাঁদের বিধিবদ্ধ আপাতন অনেক ক্ষেত্রে শ্রেণী বিন্যাসের নামে, উচ্চতর রেকর্ড মূল্য, মিনিমাম ভ্যালু, ট্যারিফ ভ্যালু ইত্যাদির যাতাকলে পড়ে অনেক বেশি হয়। উভয় পরিস্থিতিই সংশ্লিষ্ট পন্যচালানের সাপ্লাই চেইনের পরবর্তী ধাপে বৈষম্য তৈরী করে। আবার অনেকগুলো শিল্প খাতকে অযৌক্তিক মাত্রায় ট্যারিফ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে অগ্র ও পশ্চাদ সংযোগমুখী অনেক স্থানীয় শিল্প অপর্യാপ্ত প্রতিরক্ষনে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এসব শিল্পকে বিদেশী অসম প্রতিযোগিতা হতে রক্ষার্থে যৌক্তিক প্রতিরক্ষণ প্রধানতঃ কাস্টমস শুল্ক ও রেগুলেটরি ডিউটি আরডি/RD এর মাধ্যমে দিতে হয়। এসবের পাশাপাশি সাফটা চুক্তি সংক্রান্ত রেয়াতী প্রজ্ঞাপনসহ অন্যান্য Preferential ট্যারিফ চুক্তিও কার্যকর আছে। তাছাড়া, বিশ্ব বানিজ্য সংস্থার (WTO) চুক্তির কারনসহ উন্নয়নশীল দেশে উত্তরন শর্ত পালন ও রপ্তানির ভিত্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিদ্যমান কাস্টমস শুল্ক হার হ্রাসের চাপ আছে। উল্লিখিত সকল বিষয় বিশেষত উপ অনুচ্ছেদ “৫:খ: ১, ৫:খ: ২ ও ৫:খ: ৩” ও উপঅনুচ্ছেদ “৫:গ.২” তে প্রদত্ত

প্রস্তাবসহ বিদ্যমান সকল অব্যাহতি ও রেয়াতী প্রজ্ঞাপন বিবেচনায় নিয়ে ও বানিজ্য মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসি-২০২৩ এর পঞ্চম অধ্যায় এর সাধারণ নীতিমালার চেতনাকে বিবেচনায় রেখে উল্লিখিত বিদ্যমান ট্যারিফ কাঠামো যৌক্তিকীকরণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রস্তাবিত রাজস্ব নীতি বিভাগের নেতৃত্বে বানিজ্য মন্ত্রণালয়, ট্যারিফ কমিশন, শিল্প মন্ত্রণালয়, এফবিসিসিআই, অন্যান্য ব্যবসায়ী সমিতি ও সংশ্লিষ্ট অংশীজন সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে আগামী ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে আগামী ২-৩ বছর মেয়াদে আমদানী পর্যায়ে বাণিজ্য ও ভোক্তা বান্ধবে বাস্তবায়নযোগ্য একটি যৌক্তিক ট্যারিফ নীতি কাঠামো প্রনয়ন করার প্রস্তাব করা হচ্ছে। জাতীয়ভাবে ব্যাপক আলোচনা করে তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

৫: খ: ৫। বর্তমানে কাস্টমস ব্যবস্থাপনা নিম্নোক্ত বিভিন্ন অনিয়ম, বিকৃতি ও দুর্বলতায় আক্রান্ত। ইহাকে উক্ত অনিয়ম, বিকৃতি ও দুর্বলতা হতে মুক্ত করতে হবে-

- ১) বিদ্যমান শুল্ক মূল্যায়ন বিধিমালা ২০০০ এর আওতায় আমদানিকারকের ঘোষিত লেনদেন মূল্যের যথার্থতা যাচাই বা বিচার/বিবেচনা না করে জোর করে বেশী রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে উচ্চতর রেকর্ড মূল্যে ও আন্তর্জাতিক রীতি পরিপন্থী প্যারাট্যারিফ নামে পরিচিত মিনিমাম ভ্যালু, ট্যারিফ ভ্যালু- ইত্যাদিতে, অনেক ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যমূলক বৈষম্যে আমদানিকৃত পণ্য চালানোর কাস্টমস শুল্কায়ন করা হয়। এতে বিধিবদ্ধ কর আপাতন/STR বাস্তবে ব্যাপক বৈষম্যমূলক কার্যকর কর আপাতনে (effective tax rate/ETR) পরিনত হয়- যা পরবর্তী সাপ্লাই চেইনে অভ্যন্তরীণ মূল্য বা ভ্যাট কাঠামোতে করদাতাদের জন্য হয়রানিমূলক পরিবেশ তৈরী করে। পণ্যমূল্যকেও ইহা প্রভাবিত করে। বৈষম্যমূলক ও ব্যবসা এবং ভোক্তা স্বার্থ বিরোধী এ ব্যবস্থা/প্রাক্টিস বন্ধ করতে হবে। এ লক্ষ্যে আমদানীকৃত পণ্যের ঘোষিত মূল্য উল্লিখিত শুল্ক মূল্যায়ন বিধিমালায় বিধিসমূহের আওতায় পর্যায়ক্রমিক বস্তুনিষ্ঠভাবে পরীক্ষাপূর্বক ও কথিত উচ্চতর রেকর্ড মূল্য তথ্যের ডকুমেন্টারী ভিত্তি ও সময়কাল যথাযথভাবে যাচাই করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পরামর্শ দেয়া যায়। একই সাথে কাস্টমস আইন ২০২৩ এর ধারা ২৭(৫) ও এতদসংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন রহিত করার সুপারিশ করা হচ্ছে।
- ২) উপরের প্রস্তাবটি কার্যকর করার লক্ষ্যে শুল্ক মূল্যায়ন বিধিমালা ২০০০ যথাশীঘ্র সম্ভব পূর্ণমাত্রায় বাস্তবায়ন করতে হবে। এ লক্ষ্যে এ্যাসাইকুডা সিস্টেমে শুল্ক মূল্যায়ন মডিউল তৈরী করে আগামী ৬ মাসের মধ্যে কার্যকর করতে হবে। কাস্টমস ভ্যালুয়েশন সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং দক্ষ কর্মকর্তাদের দ্বারা তা পরিচালনা করতে হবে। ভ্যালুয়েশন মডিউল তৈরীপূর্বক তা দিয়ে শুল্ক মূল্যায়ন বিধিমালা কার্যকর করার লক্ষ্যে আমদানি মূল্য সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য তথ্যের ডাটা বেইজ তৈরী করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে প্রোফর্মা ইনভয়েস /ইনডেন্টে আমদানীয় পণ্য সংক্রান্ত সকল তথ্য ও বিবরণ যাতে সঠিকভাবে থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে। তাছাড়া, আমদানি রপ্তানি ঋণপত্র/এলসি ব্যবস্থাপনার জন্য নিবেদিত বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিজিটাল অনলাইন ব্যবস্থায় প্রোফর্মা ইনভয়েস (PI)/ ইনডেন্ট ভিত্তিক ঋণপত্র /এলসি-তে উক্ত ঋণপত্র/ এলসির সাথে একই সময় প্রোফর্মা ইনভয়েস (PI) /ইনডেন্টও আপলোড করতঃ তা কাস্টমস এর এ্যাসাইকুডা সিস্টেম এর সাথে সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট প্রোফর্মা ইনভয়েস (PI) /ইনডেন্টটি যেন ঋণপত্র/এলসি'র অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ঋণপত্র/এলসি খোলার দিনই ডিজিটাল সিস্টেমে থাকে-তা নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাস্টমস

বিভাগকে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে বসে বিষয়টির দ্রুত ও সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

- ৩) উপরোক্ত উদ্দেশ্যে কাস্টমস শুদ্ধায়নে যোগ্য ও দক্ষ কর্মকর্তা পদায়ন করতে হবে। বোর্ডের সদস্য কাস্টমস ভ্যালুয়েশন এর নেতৃত্বে কমিশনার, কাস্টমস ভ্যালুয়েশন কর্তৃক তাঁদেরকে ও সিএন্ডএফ এজেন্টদেরকে উক্ত মূল্যায়ন বিধিমালায় ধারণা, পদ্ধতি ও প্রয়োগ বিষয়ে সুপারিকল্পিত কর্মসূচীর ভিত্তিতে নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক যথাযথ পরিপালনে দক্ষ করে তৈরী করতে হবে। একই উদ্দেশ্যে আমদানি পন্যের সঠিক নাম, বিবরণ, পরিমাণ, একক, মানসহ অন্যান্য তথ্য প্রোফর্মা ইনভয়েসে (PI) ও ঋণপত্রে প্রদানের জন্য বোর্ডের উল্লিখিত কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে সকল ব্যাংকের বৈদেশিক বানিজ্য শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কাস্টমস সিএন্ডএফ এজেন্টস ও কাস্টমস কর্মকর্তাদের নিবিড় প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

৫:খ:৬ আমদানি রপ্তানি বানিজ্যে কাস্টমস পরিবেশকে বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা ঘোষণা ও জালিয়াতি হতে রক্ষার্থে আধুনিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা মডিউলের কোন বিকল্প নাই। এতদুদ্দেশ্যে বর্তমানে অনুসৃত পদ্ধতি আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে যথাযথ নয়। কাস্টমস পরিবেশে বিরাজমান মিথ্যা ঘোষণা ও জালিয়াতির প্রবণতা রোধেও তা যথাযথভাবে কার্যকর নয়। এ অবস্থার নিরসনে ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইনডো (NSW) প্রকল্পের আওতায় আন্তর্জাতিক মানের আধুনিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা মডিউল তৈরীপূর্বক অনেক আগেই বাস্তবায়ন করার কথা ছিল। কিন্তু এখনো তা করা হয় নাই। যা হোক, ইহা অবিলম্বে তৈরী করে দ্রুত কার্যকর করতে হবে। এতদুদ্দেশ্যে সময় সীমা বেঁধে দিতে হবে। উল্লেখ্য, শুদ্ধ মূল্যায়ন মডিউল ও আধুনিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা মডিউল ছাড়া এ্যাসাইকুডা সিস্টেম একটি ক্যালকুলেটর মাত্র; এখনো একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কাস্টমস ব্যবস্থাপনা সিস্টেমে উন্নীত হতে পারে নাই। আর এর অভাবেই একদিকে মিথ্যা ঘোষণা ও জালিয়াতি অন্যদিকে হয়রানি, বিলম্ব শুদ্ধায়ন ইত্যাদি হচ্ছে। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত Trade Facilitation সংক্রান্ত বিধিবিধানও কার্যকর হচ্ছে না।

৫:খ:৭ আধুনিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা মডিউলের ভিত্তিতে নির্বাচিত আমদানিকৃত ও রপ্তানিকৃত পন্যচালান বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট চালানের কাস্টমস খালাসোত্তর নিরীক্ষা/অডিট কার্যক্রম বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অপারিকল্পিতভাবে না করে কমিশনার, কাস্টমস মূল্যায়ন ও নিরীক্ষা এর নেতৃত্বে যথাযথ কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে হবে। সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্য ছাড়া একই বিল অব এন্ট্রি বা বিল অব এক্সপোর্ট যাতে একাধিকবার অযথা নিরীক্ষা করা না হয়- সে লক্ষ্যে তিনি সাংবিধানিক নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ ও কাস্টম হাউস/ কাস্টমস স্টেশন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে তা নির্ধারণ করবেন। নিরীক্ষায় প্রাপ্ত ফাইন্ডিংস নিয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক ও কাস্টমস কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে পরবর্তী সময়াবদ্ধ পদক্ষেপ নিবেন।

৫:খ:৮ এ্যাসাইকুডা সিস্টেমকে সকল বন্দর কর্তৃপক্ষের সিস্টেমের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে যাতে বন্দরে আগত সকল পন্য চালানের গোপন পাচার (clandestine clearance) রোধপূর্বক কাস্টমস এর কার্যকর নিয়ন্ত্রন নিশ্চিত করা যায়। চালানের অবস্থান, বন্দরে অবস্থান কালসহ প্রাসঙ্গিক সকল তথ্য (ডেমারেজসহ) কাস্টমস কর্তৃপক্ষ যেকোন সময় জানতে পারেন এবং তদভিত্তিতে দু কর্তৃপক্ষের তথ্যের সমন্বয় (reconciliation) করত: প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে আইনানুগ পদক্ষেপ নেয়া যায়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খালাস করা হয় নাই- এমন পন্য চালান যাতে যথাসময়ে নিলাম বা অন্যবিধ নিষ্পত্তি করা যায় সে লক্ষ্যে এ্যাসাইকুডা সিস্টেমে অকশন/নিলাম মডিউল অবিলম্বে সংযোজন করার পরামর্শ দেয়া যায়।

৫:খ:৯ কাস্টমস এর আমদানি জেনারেল ম্যানিফেস্ট (IGM) দাখিল হতে শুরু করে কাস্টমস শুক্কায়ন ও খালাসের লক্ষ্যে বিল অব এন্ট্রি দাখিল, অতঃপর ডকুমেন্টস ও ঘোষণা যাচাই, কায়িক বা রাসায়নিক পরীক্ষা, এইচ এস কোড, ভ্যালু যাচাই, শুক্কায়ন পদ্ধতি নির্ধারণ, সাময়িক শুক্কায়ন কিংবা চূড়ান্ত শুক্কায়ন, নিরূপিত শুক্ক ও কর পরিশোধ, মিথ্যা ঘোষণার ক্ষেত্রে গৃহীতব্য ব্যবস্থা, বেশি শুক্ক ও কর প্রদানের ক্ষেত্রে স্বল্পতম সময়ে হয়রানিমুক্তভাবে ফেরত প্রদান ইত্যাদির উপর স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (SOP) প্রনয়ন যাচাইপূর্বক এ্যাসাইকুডা সিস্টেমে ব্যবস্থিত করতে হবে- যাতে যে কোন পন্য চালান দ্রুত শুক্কায়ন ও খালাস করা যায়। উল্লেখ্য যথাযথ SOP ছাড়া কোন পন্য চালান যথাযথভাবে স্বল্পতম সময়ে হয়রানিমুক্ত পরিবেশে খালাস সম্ভব হবে না। এ লক্ষ্যে কাস্টমস বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান ও অভিজ্ঞ সম্পন্ন কাস্টমস কর্মকর্তার নেতৃত্বে ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের প্রতিনিধি সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তা সম্পন্ন করতঃ এ্যাসাইকুডা সিস্টেমে তা সংযোজন করতে হবে।

৫:খ:১০ আমদানিকৃত ও রপ্তানিতব্য পন্যের ঘোষণা যাচাইয়ের জন্য প্রত্যেক কাস্টমস স্টেশনে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন পর্যাপ্ত সংখ্যক স্ক্যানিং মেশিন, ওয়েব্রিজ ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রাসায়নিক পরীক্ষাগার স্থাপনপূর্বক তা এ্যাসাইকুডা সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। এতে দ্রুত ও সঠিকভাবে ঘোষণা যাচাই ও মিথ্যা ঘোষণা চিহ্নিত হয়ে দ্রুত ও হয়রানিমুক্তভাবে শুক্কায়ন সম্ভব হবে।

৫:খ:১১ উপরের “৫: ক: ৯” উপ অনুচ্ছেদে বর্ণিত মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতিমালার ভিত্তিতে ও উপ অনুচ্ছেদ “৫:খ: ৫” এর উদ্দেশ্যপূরনের লক্ষ্যে কর্মকর্তাদের প্রোফাইল ও দক্ষতা যাচাই করে কাস্টমস শুক্কায়ন কাজে যোগ্য, দক্ষ ও নিবেদিত কর্মকর্তাকে পদায়ন করতে হবে। পদায়নকৃত কর্মকর্তার যোগ্যতা, পারফরম্যান্স ও শুদ্ধাচার সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কমিশনার ৬ মাস পর পর বোর্ডকে অবহিত করবেন। যোগ্য কর্মকর্তা তৈরীর জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করতে হবে।

৫:খ:১২ বিদ্যমান কাস্টমস রপ্তানি বন্ড সিস্টেমস, ডিপ্লোম্যাটিক বন্ডসহ অন্যান্য বন্ড ব্যবস্থার আইন, পদ্ধতি ও অপারেটিং পদ্ধতি যাচাই করে ব্যবসা ও কাস্টমস এর কার্যকর নিয়ন্ত্রন বাস্তব করে অটোমেটেড বন্ড ব্যবস্থাপনা তৈরীপূর্বক তা কাস্টমস এর মূল প্ল্যাটফরম এ্যাসাইকুডা, সিঙ্গেল উইন্ডো ইত্যাদির সাথে সংযুক্ত করতে হবে। এতে বন্ড ব্যবস্থাপনা স্বচ্ছ ও ব্যবসা বাস্তব হবে। চলমান বন্ড অটোমেশন প্রকল্পকে সেভাবে কার্যকর করতে হবে।

৫:খ:১৩ রপ্তানিতব্য পন্যের নাম, সংখ্যা, মান, পরিমানে বৈচিত্র্য আনার লক্ষ্যে পোশাক শিল্পের জন্য প্রদত্ত বন্ডেড ওয়্যারহাউস ফ্যাসিলিটি সম্ভাবনাময় নন- পোশাক খাত/উপখাতেও দেয়ার জন্য সুপারিশ করা হচ্ছে। রপ্তানি পন্য উৎপাদনে ও রপ্তানিতে ইতোমধ্যে সফলতা দেখিয়েছে কিংবা সম্ভাবনা আছে- কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতার জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল নিজেরা আমদানি করতে পারে না- ক্ষুদ্র ও মাঝারী এবং বৃহৎ খাতের এমন প্রতিষ্ঠানকে বন্ডেড ওয়্যার হাউজের সুবিধা দেয়ার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় বা সেন্ট্রাল বন্ডেড ওয়্যার হাউজ প্রতিষ্ঠার অনুমতি দিতে প্রস্তাব করা হচ্ছে। প্রস্তাবিত digitally transformed জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কার্টামো ও পরিবেশে তা সম্ভব ও ঝুঁকিমুক্ত হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বানিজ্য মন্ত্রণালয় ও ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ যৌথভাবে এ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন করবেন।

৫:খ:১৪ ট্যারিফ ও নন ট্যারিফ এলাকায় অবস্থিত তৈরী পোশাক শিল্প খাতসহ বন্ডেড ওয়্যার হাউজিং সুবিধা ভোগকারী অন্যান্য শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প খাতের উৎপাদিত পণ্যের বৈচিত্র ও মান বৃদ্ধির মাধ্যমে রপ্তানি বাজারের সম্ভাবনা বৃদ্ধি, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার অতিরিক্ত প্রাপ্ত রপ্তানি আদেশ লীড টাইম (Lead Time) এর মধ্যে সফলভাবে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে বন্ড ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, বন্ড সংক্রান্ত বিধি বিধান পরিপালনকারী ও লংঘনকারীকে সহজে চিহ্নিতকরণ, অপচয় রোধ, স্বচ্ছতার সাথে স্বেচ্ছায় পরিপালন অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, বর্তমান বন্ডেড ওয়্যার হাউজিং ব্যবস্থার জটিল ও সময় এবং ব্যয় সাপেক্ষ পদ্ধতি সহজীকরণ, বন্ড ব্যবস্থার সামগ্রিক পরিচালনা পদ্ধতির যাচাই করে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (SOP) প্রণয়নপূর্বক চলমান বন্ড অটোমেশনকে অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বেপজা কর্তৃপক্ষ, বিজেএমই, বিকেএমই, কার্টুন রপ্তানিকারক সমিতির প্রতিনিধি সম্বলিত কমিটি আগামি ৬ মাসের মধ্যে উল্লিখিত বিষয়গুলোর বর্তমান অবস্থা পরীক্ষা ও পর্যালোচনাপূর্বক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করবেন।

৫:খ:১৫ রপ্তানিমুখী তৈরী পোশাক শিল্প খাতের উৎপাদন কার্যক্রমের মধ্যে বর্তমানে একটি উল্লেখযোগ্য প্রক্রিয়া হচ্ছে- ওয়াশিং, ডাইং, প্রিন্টিং। যে সব প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বন্ডেড ওয়্যারিং, ডাইং, প্রিন্টিং প্লান্ট নেই কিংবা থাকলেও পর্যাপ্ত নয়, অন্যের মালিকানাধীন ও বন্ড লাইসেন্স প্রাপ্ত অনুরূপ প্ল্যান্টেও ক্যাপাসিটি সীমাবদ্ধতার জন্য যেতে পারেন না বিধায় নন বন্ডেড অর্থাৎ মূসক নিবন্ধিত ও স্থানীয় মূসকযোগ্য প্ল্যান্টে উক্ত ওয়াশিং, ডাইং, প্রিন্টিং এর কাজ করতে হয়, তাঁদের ক্ষেত্রে উক্ত নন বন্ড, মূসক নিবন্ধিত, মূসকযোগ্য প্রতিষ্ঠান হতে উক্ত কাজ মূল রপ্তানি ঋনপত্রের ভিত্তিতে ব্যাক টু ব্যাক ঋনপত্রের মাধ্যমে সম্পন্ন করার সময় প্রয়োজ্য মূসক হতে উক্ত কাজকে অব্যাহতি দেয়া প্রয়োজন। উল্লেখ্য, রপ্তানি শুদ্ধ ও করমুক্ত এবং ডেডোর মাধ্যমে শুদ্ধ ও কর প্রত্যাপন জটিল, সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ বিধায় আলোচ্য প্রস্তাব অতি জরুরী বিবেচ্য।

৫: গ। মূল্য সংযোজন কর (মূসক) ও সম্পূরক শুদ্ধ বিষয়ক সুপারিশ-

৫:গ:১ উপরের অনুচ্ছেদ “৫: ক: ১”-তে উল্লিখিত আলোচনা মোতাবেক বাংলাদেশের বর্তমান মূসক/ভ্যাট ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক আদর্শ তথা উত্তম চর্চা ভিত্তিক মূসক ব্যবস্থা পরিপন্থী। এতে বিবিধ অপ/বিকৃত ব্যবস্থা যেমন-বহুহার, উচ্চ স্ট্যান্ডার্ড হার, ব্যাপক অব্যাহতি, কর রেয়াতযোগ্য উপকরণের সীমিত ক্ষেত্র, রেয়াতযোগ্য মূসক চালানোর স্বল্প ব্যবহার, বৈষম্যমূলক আগাম কর, সম্পূরক শুদ্ধ, উৎস মূসকের ব্যাপকতা, আমদানিকৃত উপকরণে ঘোষিত মূল্য স্থলে আন্তর্জাতিক রীতি-নীতি পরিপন্থী উচ্চতর রেকর্ড মূল্য, মিনিমাম ও ট্যারিফ ভ্যালুর অপপ্রয়োগ ইত্যাদি আইন, বিধি, পদ্ধতি ও প্রাক্টিস হিসাবে উক্ত সিস্টেমে বর্তমানে কার্যকর আছে। ফলে কর রেয়াত, কর আপাতন ও করের পুনঃপৌনিকতায় বর্তমান ভ্যাট ব্যবস্থা রাজস্ব পরিপালন, রাজস্ব ও ব্যবসা বিনিয়োগে ঋনাত্মক ভূমিকায় প্রধানত অবতীর্ণ। এ অবস্থায় ব্যাপকভাবে করের পুনঃপৌনিকতা/cascades এবং বৈষম্য সৃষ্টিকারী বর্তমান মূসক ব্যবস্থাকে ব্যাপক ঋনাত্মক প্রভাব হতে বের করে ব্যবসা বিনিয়োগ, পরিপালন ও রাজস্ব বান্ধব ব্যবস্থায় উত্তরনের লক্ষ্যে উক্ত বহু হারের পরিবর্তে ১০ শতাংশকে স্ট্যান্ডার্ড হার ধরে নিম্নোক্ত ছয় (৬) টি হারে মূসক নির্ধারণের প্রস্তাব করা হচ্ছে-

	প্রকৃতি	বর্তমান হার	প্রস্তাবিত হার
১.১	অব্যাহতি	ব্যাপক অব্যাহতি	সংকুচিত অব্যাহতি (বি.দ্র. পরীক্ষা ও পর্যালোচনার ভিত্তিতে তা নির্ধারণ করতে হবে)
১.২	ব্যবসায় পর্যায়ে ঊষধ	৩%	৫% (উৎপাদন পর্যায়ে প্রদেয়)
১.৩	মূসক আইনের ধারা ১৫(৩) এর প্রথম শর্তাংশ: তৃতীয় তফসিলে উল্লিখিত সংকুচিত মূসক হার ও সুনির্দিষ্ট করের অধীন পন্যসমূহ, অক্টেন ও পেট্রোলসহ (ডিজেল, কেরোসিন, ফার্নেস অয়েল, এলপি গ্যাস ব্যতীত)	২.৪%, ৫%, ৭.৫% ও ১০% ও সুনির্দিষ্ট কর	স্ট্যান্ডার্ড হার ১০%
১.৪	ডিজেল, কেরোসিন, এলপি গ্যাস, ফার্নেস অয়েল, নিউজ প্রিন্ট, সুতা, কাপড়।	২.৪%, সুনির্দিষ্ট কর	৫%
১.৫	ব্যবসায় /ট্রেড মূসক	৭.৫০%	স্ট্যান্ডার্ড হার ১০%
১.৬	ভূমি উন্নয়ন সংস্থা	২%	৫%
১.৭	ভবন বিক্রয় বা হস্তান্তর (ক) ১-১৬০০ বর্গফুট	২%	১৬০০ বর্গফুট পর্যন্ত ৫%
	(খ) ১৬০১ হতে তদুর্ধ্ব	৪.৫%	স্ট্যান্ডার্ড হার ১০%
১.৮	আইনের ধারা ১২৬(১) এর ক্ষমতাবলে জারীকৃত মূসক সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এসআরও নং ১৩৭-আইন/২০২৪/ ২৪৩- মূসক তারিখ ১৭ মে, ২০২৪ খ্রিঃ এর টেবিল-১ (আমদানি পর্যায়ে) এর পন্যঃ উড পাল্প, waste paper and scrap paper, diamonds, gold, সকল প্রকার স্পঞ্জ আয়রন, রিরোলেবল ও মেল্টাবল স্ক্রাপ, পাউডার অব পিগ আয়রন, Iron and Non-alloy Ingots or other primary forms শিপ ফর স্ক্রাপ।	০%	স্ট্যান্ডার্ড হার ১০%
১.৯	আমদানি পর্যায়, আমদানি ও উৎপাদন পর্যায় ও উৎপাদন পর্যায়ে অব্যাহতি প্রদত্ত পন্যের ব্যবসায় /ট্রেড পর্যায়ে আরোপিত/প্রযোজ্য মূসক -১৫% + অন্যান্য হার	১৫% + অন্যান্য হার	অব্যাহতি ০%

১.১০	অন্যান্য পণ্য :		
	ক। এমএসএরড/বার	১৫%	১৫%
	খ। ট্যোবাকো পণ্য	১৫%	২০%
	গ। মোবাইল	১৫%	১৫%
	ঘ। গাড়ী (বাস ট্রাক ব্যতীত)	১৫%	(ক) ১০০০ সিসি হতে ১৫০০ সিসি পর্যন্ত ১৫% (গ) অন্যান্য ২০%
	বাস, ট্রাক, বিশেষ যান	১০%	১০%
	ঙ। হেডিং ৬২.০১-৬২.০৪ এর পণ্য	১৫%	১৫%
	চ। ধর্মীয়, সামাজিকভাবে অনভিপ্রেত, বিলাস, ধর্মীয় চেতনা, নীতি, পরিবেশ, প্রানী ও উদ্ভিদ স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা বিরোধী পণ্য	১৫%	(ক) ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে অনভিপ্রেত পণ্য ২০% (খ) এসি-১৫% (গ) হেডিং ৮৫.০৮ হতে ৮৫.২৪, ৮৯.০৩ চ্যাপ্টার ৯৪, ৯৫, ৯৬ এর পণ্য + অন্যান্য অনুরূপ পণ্য ১৫%
	ছ। বর্তমানে ১৫% হারের মূসকযোগ্য অন্যান্য সকল পণ্য ও সকল সেবা।	১৫%	১০%
	টার্নওভার কর	৪%	৩%

৫:গ:২ আদর্শ ব্যবস্থায় মূল্য সংযোজন কর (মূসক) প্রায় সকল পণ্য ও সেবার উপর প্রধানতঃ একক হারে (Single Rate) আরোপিত থাকে বিধায় উক্ত একক হারের পশ্চাদমুখীতা (regressivity) প্রশমনের লক্ষ্যে উক্ত হারের সাথে প্রধানতঃ সামাজিক ও ধর্মীয়ভাবে অনভিপ্রেত ও বিলাস জাতীয় পণ্য, জন ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, প্রানী ও জনস্বাস্থ্য, এবং পরিবেশ পরিপন্থী ইত্যাদি প্রকৃতির পণ্যে সম্পূরক শুল্ক বা অতিরিক্ত শুল্ক (যে নামেই হোক) আরোপন আন্তর্জাতিকভাবে সমর্থিত। কিন্তু বাংলাদেশের মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ (২০১২ সালের মূল আইন নয়; বর্তমান আইন) এর দ্বিতীয় তফসিল- এর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকৃতির অসংখ্য পণ্যে আমদানি পর্যায়ে তেরোটি (১৩) ও স্থানীয় সরবরাহ পর্যায়ে ৮ (আট)টি বিভিন্ন হারে আরোপিত সম্পূরক শুল্ক এর অনেকগুলোই উল্লিখিত রীতি নীতি পরিপন্থী। এর অধিকাংশই বেশি পরিমাণে রাজস্ব আহরন ও স্থানীয় শিল্পের অর্থোক্তিক প্রতিরক্ষণ দাবী হতে উচ্চ হারে আরোপিত। এতে আমদানি বানিজ্য শুল্ক ও করের মোট কর আপাতন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি ছাড়াও আমদানি পণ্যের ঘোষণায় বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা ঘোষণা ও ট্রেড ভিত্তিক মানি লন্ডারিং উৎসাহিত হচ্ছে। গাড়ীসহ কতিপয় বিলাস পণ্যের শুল্ক ব্যতীত উল্লিখিত ১৩ হারের ব্যাপক সংখ্যক পণ্যে আরোপিত সম্পূরক শুল্ক খাত হতে তেমন উল্লেখযোগ্য রাজস্বও আসে না। ব্যাপক সংখ্যক পণ্যে উচ্চ হারে আরোপিত এ শুল্ক বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) মানদণ্ডে প্যারাটারিফ (Paratariff) নামে পরিচিত। ২০২৬ সনে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উত্তরন করার পর এ ধরনের প্যারাটারিফ থেকে বের হয়ে আসতে হবে। তাছাড়া, স্থানীয় পর্যায়ে কতিপয় খাতে বিদ্যমান ৮ হারের এসডি আমদানীয়

এসডি এর সাথে বৈষম্যমূলক হওয়ায় তা একদিকে WTO এর MFN ও National Policy এর পরিপন্থী, অন্যদিকে বিভিন্ন প্রতিযোগী খাতের মধ্যে বৈষম্য, করফাঁকি ও বিবিধ অনিয়মের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এসব কারণে আমদানী পর্যায়ে উল্লিখিত কতিপয় খাত ব্যতীত অন্যান্য খাতে আরোপিত ১৫,২০,৩০,৪৫,৬০ শতাংশে আরোপিত সম্পূরক শুল্ক হার ও স্থানীয় সরবরাহ খাতের সম্পূরক শুল্ক হার সময়াবদ্ধ পরিকল্পনায় অংশীজনদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে প্রস্তাবিত রাজস্বনীতি প্রনয়ন বিভাগ কর্তৃক যৌক্তিকীকরণ করার প্রস্তাব করা হচ্ছে।

৫:গ:৩ মূল্য সংযোজন কর আইনের ধারা ৩১ এর আওতায় স্থানীয় পর্যায়ে মূসক আমদানি পর্যায়ে অগ্রিম কর নামে (Advance Tax) আদায় প্রত্যাহারের (উপ অনুচ্ছেদ “৫: খ: ১”-এ প্রস্তাবিত) প্রস্তাব করা হচ্ছে।

৫:গ:৪ ক্ষুদ্র করদাতারা রাজস্বের চেয়ে কর্মসংস্থানের জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মুসকযোগ্য টার্নওভার সীমা বর্তমানের বার্ষিক ৫০ লক্ষ টাকা হতে ১.৫০ কোটি টাকায় ও বার্ষিক ৩০ লক্ষ টাকা হতে ১.৫০ কোটির নিম্নের টার্নওভারে ৩% হারে টার্নওভার কর ধার্য করার সুপারিশ করা হচ্ছে।

৫:গ:৫ মূল্যসংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ এর ধারা ৩২ (ক) এর বিধান উক্ত আইনের মূল চেতনা ও কাঠামোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বরং অনেক ক্ষেত্রে সাংঘর্ষিক বিধায় করযোগ্য সেবার পরিধি নির্ধারণ সংক্রান্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এসআরও নং ১/৬-আইন/২০১৯/৪৩ মূসক তারিখ ১৩ জুন ২০১৯ নির্মান সংস্থার খাতে সীমিতকরণপূর্বক বাতিল করার সুপারিশ করা হচ্ছে।

৫:গ:৬ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ এর ধারা ৩২(৫) এর ক্ষমতাবলে উপকরণ উৎপাদ সহগ ও মূল্য ঘোষণা দাখিল করার বর্তমান বিধানের পরিবর্তে মূল্য ঘোষণা ব্যতীত শুধু একবার উপকরণ উৎপাদ সহগ দাখিল করার বিধান রাখার সুপারিশ করা হচ্ছে।

৫:গ:৭ মূল্য সংযোজন কর আইনের ধারা ২ এর “১৮ এ” এ সংগায়িত উপকরণের মধ্যে অফিস ইকুইপমেন্ট, আসবাবপত্র, অফিস সাপ্লাই, স্টেশনারী দ্রব্যাদি, সরাসরি উৎপাদন কাজে ব্যবহার্য এয়ার কন্ডিশনার, ফ্যান, জেনারেটর, পন্যবাহী যানবাহনকে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হচ্ছে।

৫:গ:৮ কতিপয় পন্যের মূসক ব্যবস্থায় কাঠামোগত সমস্যা থাকায় তা অধিক রাজস্ব আহরনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। উদাহরণ স্বরূপ, সিগারেটের ওপর আরোপিত কর ৪ স্তর বিশিষ্ট এবং মূল্য নির্ধারণ (Ad valorem) পদ্ধতিতে কর আরোপ করা হয়। রাজস্ব আহরন বৃদ্ধি ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে সিগারেট করের ৪ টি কর স্তর পর্যায়ক্রমে একটি স্তরে নিয়ে আসা এবং মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতির পরিবর্তে সুনির্দিষ্ট কর (specific tax) পদ্ধতি প্রবর্তন করার সুপারিশ করা হচ্ছে।

৫:গ:৯ দক্ষ ব্যবস্থাপনা, ব্যয় হ্রাস, স্বচ্ছ পরিপালন ইত্যাদি উদ্দেশ্যে আধুনিক মূসক ব্যবস্থায় একই মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের আলাদা আলাদা মূসক নিবন্ধনের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় নিবন্ধন ব্যবস্থা জনপ্রিয় হচ্ছে। বাংলাদেশে এ উদ্দেশ্যে মূসক আইনের ধারা ৫ এর আওতায় কেন্দ্রীয়

নিবন্ধনের আওতাকে আরো প্রসারিত করার লক্ষ্যে উক্ত ধারার বর্তমান বিধান “অভিন্ন বা সমজাতীয় পন্য বা সেবা” রহিত করার সুপারিশ করা হচ্ছে।

৫: গ: ১০ মূল্য সংযোজন কর পরোক্ষ কর বিধায় স্বচ্ছ ও সহজ পদ্ধতিতে উপকরণ কর রেয়াত বা সমন্বয়ের লক্ষ্যে আদর্শ মূসক ব্যবস্থায় পন্য/সেবা সরবরাহ পর্যায়েই মূসক চালান ইস্যুপূর্বক মূসক আদায় করা হয়। উৎস মূসক উক্ত ধারণা ও আদর্শের পরিপন্থী। বাংলাদেশে উক্ত ধারণা ও আদর্শের পরিপন্থী পদ্ধতিতে অনেক পন্যের সরবরাহের ক্ষেত্রে সরবরাহকারীর পরিবর্তে সরকারী ও কর্পোরেট ক্রেতা কর্তৃক উৎসে মূসক আদায়ের বিধান করা হয়েছে। ইহা একদিকে বৈষম্যমূলক, আদর্শ মূসক নীতি পরিপন্থী, অন্যদিকে কর রেয়াত/সমন্বয় ব্যবস্থাকে আরো জটিল করেছে। এ প্রেক্ষিতে ও মূসক ব্যবস্থার সমন্বিত ও সামগ্রিক ডিজিটলাইজেশন এর সাথে সাথে আইনের ধারা ৪৯ এর ক্ষমতাবলে প্রবর্তিত উৎস মূসক কর্তন সংক্রান্ত বিধান সংকুচিত করে শুধু অনিবন্ধিত সরবরাহকারীর সরবরাহ ও নির্মাণ সংস্থা ও যোগানদার খাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে সুপারিশ করা হচ্ছে।

৫:গ:১১ স্বেচ্ছায় কর পরিপালনের স্বার্থে কর পরিপালন সময় ও ব্যয় সাশ্রয়ের জন্য মূসক হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতি, রেকর্ডস, ফরম ইত্যাদি সহজীকরণ করার সুপারিশ করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে করদাতার ব্যবসায়িক হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতিতে তার মূসক সংক্রান্ত করদায়িতার চিত্র স্পষ্ট হলে উক্ত ব্যবসায়িক হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতিকে মূসক সংক্রান্ত হিসাব পদ্ধতি হিসাবে বিবেচনা করতে সুপারিশ করা হচ্ছে। এতে ব্যবসা পরিচালনা ব্যয় (cost of doing business) হ্রাস পাবে। উল্লেখ্য, বর্তমান হিসাব রক্ষণ পদ্ধতিতে নিবন্ধিত করদাতাকে তার নিজস্ব ব্যবসায়িক হিসাবের পাশাপাশি মূসক হিসাবনির্ধারিত পদ্ধতিতে আলাদাভাবে সংরক্ষণ করতে হয়। এতে সময় ও ব্যয় দুটোরই অপচয় হয়। এছাড়াও, শতভাগ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে রিটার্ন দাখিল ছয় মাস (৬) ভিত্তিক করার প্রস্তাব করা হচ্ছে।

৫:গ:১২ বিরোধ নিষ্পত্তির স্বার্থে আপীলের বিধান, জমা ও পদ্ধতিকে সহজ এবং বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার এখতিয়ার বৃদ্ধিপূর্বক সহজে বাস্তবায়নযোগ্য করার সুপারিশ করা হচ্ছে।

৫:গ:১৩ বর্তমান মূসক হার অনেক ও তার প্রয়োগ পদ্ধতি জটিল বলে বর্তমান মাসিক দাখিলপত্র ফরম অনেক বড় ও জটিল। উপরের ৫: গ: ১ এর প্রস্তাব অনুযায়ী মূসক হার ধার্য করা হলে সেভাবে মাসিক দাখিলপত্র আরো সহজীকরণ করার প্রস্তাব করা হচ্ছে।

৫:গ:১৪ ন্যায্য বাজার মূল্য ধারণা মূসক ব্যবস্থার মূল নীতির সাথে সাংঘর্ষিক বিধায় তা প্রত্যাহারের সুপারিশ করা হচ্ছে।

৫:গ:১৫ উপ অনুচ্ছেদ “৫: গ: ১” এ ব্যবসায় /ট্রেড মূসক হার বিষয়ে প্রদত্ত প্রস্তাব ও উপরোক্ত অন্যান্য সুপারিশের ভিত্তিতে আধুনিক ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা তৈরী করা হলে, উক্ত প্রস্তাবিত মূসক হারে (১০%) অন্যান্য স্বাভাবিক কর দাতার মতোই ব্যবসায়ীদেরকে আদর্শ মূসক ব্যবস্থায় আনার উদ্যোগ নিতে হবে। এতে এ খাতে ব্যাপকভাবে কর চালান /ইনভয়েজ চালু হবে বলে রাজস্ব ফাঁকি ও দ্বৈত করের সম্ভাবনা কমে যাবে। তবে ক্ষুদ্র /ছোটদের ক্ষেত্রে Electronic Fiscal Device (EFD) শর্ত সাপেক্ষে ব্যবহারের অনুমতি দেয়া যায়।

৫: ঘ। আয়কর ও কর্পোরেট কর পর্যালোচনা ও সংস্কারের সুপারিশ

৫: ঘ:১ আয়কর রাজস্ব আহরণের গতিপ্রকৃতিঃ

সাম্প্রতিক সময়ে আয়কর রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ ছিল নিম্নরূপঃ

সারণী-১.১

(কোটি টাকায়)

অর্থ বৎসর	সংগৃহীত আয়কর রাজস্ব	প্রবৃদ্ধির হার (%)
২০১৯-২০	৭৫,৩৪২	--
২০২০-২১	৮৭,৩৩৮	১৫.০২
২০২১-২২	৯১,৯৬৮	৫.৩০
২০২২-২৩	১০৭,১২৬	১৬.৪২
২০২৩-২৪	১২১,৯৭৪	১৪.১৯

[সূত্রঃ মাসিক ফিসক্যাল রিপোর্টঃ অর্থ বিভাগ]

২০২১-২২ অর্থ বছরে কোভিড জনিত কারণে প্রবৃদ্ধির হার স্বাভাবিক ছিলনা। অন্যথায় গড় প্রবৃদ্ধির হার ১৫.২৩%।

জিডিপি'র সাথে এই আয়ের তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপঃ

সারণী-১.২

(কোটি টাকায়)

অর্থ বৎসর	জিডিপি	আয়কর রাজস্ব	আয়কর রাজস্ব : জিডিপি
২০১৯-২০	৩১,৭০,৪৬৯	৭৫,৩৪২	২.৩৮%
২০২০-২১	৩৫,৩০,১৮৫	৮৭,৩৩৮	২.৪৭%
২০২১-২২	৩৯,৭১,৭১৬	৯১,৯৬৮	২.৩২%
২০২২-২৩	৪৪,৯০,৮৪২	১০৭,১২৬	২.৩৯%
২০২৩-২৪	৫০,৪৮,০২৭	১২১,৯৭৪	২.৪১%

[সূত্রঃ বার্ষিক অর্থনৈতিক রিভিউঃ অর্থ বিভাগ]

আয়কর রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের তথ্য ছিল নিম্নরূপঃ

সারণী-১.৩

(কোটি টাকায়)

অর্থ বৎসর	মূল লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত সংগ্রহ	প্রকৃত সংগ্রহঃ মূল লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত সংগ্রহ : সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা
২০১৯-২০	১১৩,৯১২	১০২,৯৮৪	৭৫,৩৪২	৬৬.১৪	৭৩.২২
২০২০-২১	১০৩,৯৪৪	৯৫,৯৫০	৮৭,৩৩৮	৮৪.০২	৯১.০২
২০২১-২২	১০৪,৯৫২	১০৫,৯২৪	৯১,৫৬৮	৮৭.৬৩	৮৬.৮২
২০২২-২৩	১২১,০২০	১২১,০৯৪	১০৭,১২৬	৮৮.৫২	৮৮.৪৭
২০২৩-২৪	১৪৩,২৬০	১৪৫,৮৬৫	১২১,৯৭৪	৮৫.১৪	৮৩.৬২

[সূত্রঃ মাসিক ফিসক্যাল রিপোর্টঃ অর্থ বিভাগ]

প্রতি বছরই আহরণের গতি বিবেচনা করে মূল লক্ষ্যমাত্রা কমিয়ে সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কোন বছরই সম্ভব হয়নি। তবে অর্জনের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কর্পোরেট আয়কর ও ব্যক্তি আয়কর -এর রাজস্ব আহরণের চিত্র ছিল নিম্নরূপঃ
সারণী-১.৪

(কোটি টাকায়)

অর্থ বৎসর	মোট আয়কর রাজস্ব	কর্পোরেট আয়কর	শতকরা হার (%)	ব্যক্তি আয়কর	শতকরা হার (%)
২০২০-২১	৮৬,৬৯৪	৬০,৪৫৬	৬৯.৭৩	২৬,২৩৮	৩০.২৭
২০২১-২২	৯৬,৯৮২	৫৮,১৫৫	৪৯.৯৬	৩৮,৮২৮	৪০.০১
২০২২-২৩	১০৮,২০৪	৬৮,১০৭	৬২.৯৫	৪০,০৯৭	৩৭.০৬

[সূত্রঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন]

এই তথ্যে দেখা যায় অধিকাংশ আয়কর রাজস্ব কর্পোরেট আয়কর থেকে আহরিত হচ্ছে।

৫: ঘ: ২। আয়করের আওতার বিস্তৃতিঃ

ব্যক্তি করদাতাদের সংখ্যা সম্পর্কিত নিম্নরূপ তথ্য পাওয়া যায়ঃ

সারণী-২.১

বৎসরান্তে	জনসংখ্যা (কোটি)	ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতার সংখ্যা (TIN ধারী)	নিবন্ধিত ব্যক্তি করদাতা : জনসংখ্যা
৩০/০৬/২০২১	১৬.৯১	৬১,৬৬,০২৫	৩.৬৫%
৩০/০৬/২০২২	১৭.১৩	৭৫,৯২,০২৬	৪.৪৩%
৩০/০৬/২০২৩	১৭.০৮	৮৮,২৭,৬১২	৫.১৭%
৩০/০৬/২০২৪	১৭.১৬	১,০১,৫৮,৯১৪	৫.৯২%

[সূত্রঃ অর্থনৈতিক সমীক্ষাঃ অর্থ বিভাগ এবং বার্ষিক প্রতিবেদনঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড]

করদাতার সংখ্যার বিস্তৃতি যথেষ্ট না হলেও এই হার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আবার কর্পোরেট করদাতাদের বিস্তৃতির নিম্নরূপ তথ্য পাওয়া যায়ঃ

সারণী-২.২

বৎসরান্তে	RJSC -এর হিসেবে মোট নিবন্ধিত কোম্পানীর সংখ্যা	আয়কর নিবন্ধিত কোম্পানী (TIN ধারী)	বিস্তারের হার (%)
৩০/০৬/২০২১	২০০,২২৯	১৫৪,৪১৮	৭৭.১২
৩০/০৬/২০২২	২০৮,০৩৬	১৬৮,৬৯৪	৮১.০৯
৩০/০৬/২০২৩	২১৬,০২৩	১৭৫,৮৬৩	৮১.৪১
৩০/০৬/২০২৪	২২৩,৬৩৫	১৮২,৯২২	৮১.৩৫

[সূত্রঃ RJSC website এবং বার্ষিক প্রতিবেদনঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড]

কোম্পানীসমূহের নিবন্ধনের হার আশানুরূপ। কিছু কোম্পানী সাংগঠনিক জটিলতায় ব্যবসার সংযোজনের তথা বাজারে পরিবর্তন জনিত কারণে ব্যবসা শুরু করতে পারছে না। অন্যদিকে দিউলিয়াত্ব ও অন্যান্য কারণে কিছু কোম্পানী অবসায়ন না হলেও কর্মকান্ড নেই। এসব কারণে কিছু কোম্পানী আয়কর নিবন্ধনের আওতার বাইরে রয়ে গেছে।

৫: ঘ: ৩। আয়কর রিটার্ন দাখিলঃ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বার্ষিক প্রতিবেদনে ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতাদের আয়কর রিটার্ন দাখিলের নিম্নরূপ তথ্য পাওয়া যায়ঃ

সারণী-৩.১

অর্থ বৎসর	TIN ধারীর সংখ্যা	রিটার্ন দাখিলের সংখ্যা	শতকরা (%) হার
২০২০-২১	৪৪,১৭,৬২৬	৩১,৯৬,১৩১	৭২.৩৫
২০২১-২২	৭৫,১৯,২৫১	৩২,৮১,৬৭৫	৪৩.৬৪
২০২২-২৩	৮৮,২৭,৬১২	৬৫,১৮,০১৯	৭৩.৮৪

অন্যদিকে কোম্পানী শ্রেণীর করদাতাদের দাখিলকৃত আয়কর রিটার্নের পরিসংখ্যান নিম্নরূপঃ

সারণী-৩.২

অর্থ বৎসর	TIN ধারীর সংখ্যা	রিটার্ন দাখিলের সংখ্যা	শতকরা (%) হার
২০২০-২১	১১৪,০২৫	৩৫,০৩৫	৩০.৭৩
২০২১-২২	১৫৭,৮৪৬	৩৯,৪৪৩	২৪.৯৯
২০২২-২৩	১৭৫,৮৬৩	৬৩,৩১৬	৩৬.০০

কোভিড জনিত কারণে ২০২১-২২ অর্থ বছরে দাখিলকৃত রিটার্নের সংখ্যায় অধঃগতি দেখা যায়। তবে এরপর এই হার বাড়বে। কোম্পানীসমূহের নিরীক্ষিত হিসাবে ডি.ভি.এস পদ্ধতি চালু হওয়ায়

কোম্পানী করদাতারা আয়কর রিটার্ন দাখিলে দ্বিধা-দ্বন্দের মধ্যে থাকায় অবস্থার আশানুরূপ উন্নতি হয়নি।

আয়কর রিটার্ন দাখিলের ব্যর্থতার জন্য আইনানুগ কার্যক্রম বিক্ষিপ্তভাবে নেয়া হয়। তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে এই হার বাড়বে বলে আশা করা যায়।

৫: ঘ: ৪। আয়করের হারঃ

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৮(১) অনুসারে কোন ব্যক্তির মোট আয়ের ভিত্তিতে আয়কর ধার্য, আরোপ বা সংগ্রহ করা যাবে। ধারা-১৮(২) অনুসারে সংসদ কর্তৃক আনীত আইনের অধীন কোন করবর্ষ ভিত্তিক নির্ধারিত হারে আয়কর ধার্য বা আরোপ করা যাবে। বিদ্যমান আয়করের হার অর্থ আইন, ২০২৪ এর বিধান অনুসারে ২০২৪-২৫ ও ২০২৫-২৬ কর বৎসরের জন্য আরোপিত আছে।

৫: ঘ: ৪:১ ব্যক্তি শ্রেণীর আয়করের হারঃ

৪.১.১ অনিবাসী বা নিবাসী বাংলাদেশী স্বাভাবিক ব্যক্তি, হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ও অংশিদারী ফার্ম এর আয়করের হার নিম্নরূপঃ

করবর্ষ ২০২৪-২৫		করবর্ষ ২০২৫-২৬	
প্রথম ৩,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত	শূন্য	প্রথম ৩,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত	শূন্য
পরবর্তী ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত	৫%	পরবর্তী ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত	৫%
পরবর্তী ৪,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত	১০%	পরবর্তী ৪,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত	১০%
পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত	১৫%	পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত	১৫%
পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত	২০%	পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত	২০%
অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর	২৫%	পরবর্তী ২০,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত	২৫%
		অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর	৩০%

তবে মহিলা করদাতা ও ৬৫ বৎসর বা তদুর্ধ্ব বয়সের করদাতাদের বেলায় করমুক্ত সীমা ৪,০০,০০০/- টাকা। তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি করদাতা ও গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতাদের বেলায় করমুক্ত সীমা যথাক্রমে ৪,৭৫,০০০/- টাকা ও ৫,০০,০০০/- টাকা।

এছাড়াও যাদের আয় করমুক্ত সীমার বেশী তাদের ক্ষেত্রে এলাকাভিত্তিক ৩,০০০/-, ৪,০০০/- টাকা ও ৫,০০০/- টাকা ন্যূনতম কর আরোপিত আছে। এ কর অযৌক্তিক বিধায় প্রত্যাহারযোগ্য।

বাংলাদেশের নাগরিক নহে এবং বাংলাদেশের অনিবাসী এসব স্বাভাবিক ব্যক্তির ক্ষেত্রে কোন করমুক্ত সীমা নেই। তাদের আয়করের হার ৩০%।

সরকারী অর্থ ব্যবস্থাপনায় আয়কর আরোপের ভিত্তি হচ্ছে “ability to pay approach”। যার ধারাবাহিকতায় progressive taxation এর নীতি অনুসৃত হয়। আনুভূমিক (horizontal) ও উল্লম্ব (vertical) সাম্যতা বাজায়ের লক্ষ্যে একই শ্রেণীর আয়ের ব্যক্তিদের একটি হারে ও ভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিদের ভিন্ন হারে কর আরোপ করা হয়। তবে একটি cluster এর আওতায় আয়ের রেঞ্জ

সম্পর্কে কোন সমীক্ষা পরিচালিত হয় নি। কয়টি স্তরে বিভক্ত করা হবে এবং কোন স্তরের আয়ের জন্য আয়কর হার কি হবে এটি মূলতঃ অতীত অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায় করা হচ্ছে। করমুক্ত সীমার বিষয়টি দারিদ্র সীমা, মুদ্রাস্ফিতি ইত্যাদি বিবেচনায় সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া দরকার।

আবার আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৩(৫) অনুযায়ী অনূন্য ৩ কোটি টাকা গ্রস প্রাপ্তি এরূপ স্বাভাবিক ব্যক্তি বা অংশিদারী ফার্মের আয়ের উপর ব্যবসার প্রকৃতি অনুসারে ০.১৫%, ০.২৫%, ০.৬০%, ২% ও ৩% হারে ন্যূনতম কর আরোপিত আছে। এই বিধানটি আয়করের মৌলিক নীতি ও ধারা ১৮ এর মৌলিক ভিত্তির সাথে সাংঘর্ষিক। বিধানটি বিলোপ করা যুক্তিযুক্ত। প্রয়োজনবোধে পরিবেশ বা সামাজিকভাবে অনভিপ্রেত ব্যবসার উপর নির্ধারিত হারে সারচার্জ আরোপ করা যেতে পারে।

৫: ঘ: ৪: ২ নীট সম্পদ জনিত সারচার্জঃ

১৯৬৩ সালে Wealth Tax Act, 1963 প্রবর্তন করা হয়। যা মূলতঃ সম্পদের উপর আরোপিত ছিল। ১৯৯৯ সালে এই আইন বিলুপ্ত করা হয় এবং তৎপরিবর্তে ১৯৯৯ সাল থেকে নীট সম্পদ একটি নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করলে আয়করের সাথে সারচার্জ আরোপের বিধান করা হয়।

বর্তমানে ৪ কোটি টাকার অধিক নীট সম্পদের অধিকারী স্বাভাবিক ব্যক্তিদের উপর এই সারচার্জ আরোপিত আছে। এই সারচার্জ প্রদেয় নীট আয়করের উপর আরোপিত হয়। যার হার ১০%, ২০% ৩০% ও ৩৫% (নীট সম্পদের মূল্যস্তর অনুসারে)। এই সারচার্জ আয়কর আরোপের প্রক্রিয়ায় আরোপিত হয় বলে এতে প্রশাসনিক জটিলতা কম। ২০২০-২১, ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ অর্থ বছরে এই খাত থেকে প্রাপ্ত সারচার্জ ছিল যথাক্রমে ৫৯৯ কোটি, ৬২৬ কোটি ও ৫০১ কোটি টাকা। ভিন্ন সম্পদ কর আরোপিত পরিবর্তে এই পদ্ধতি অধিক কার্যকর ও প্রশাসনিকভাবে সহজে বাস্তবায়নযোগ্য বিধায় এটা অব্যাহত রাখা যুক্তিযুক্ত।

৫: ঘ: ৫। কর্পোরেট আয়করের হারঃ

৪.২.১ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে একটি বা দু'টি কর্পোরেট আয়করের হার আছে। তদুপরী কেবলমাত্র কোম্পানী করদাতাদের বেলায় এই হারে আয়কর আরোপিত হয়।

বাংলাদেশে কোম্পানী ছাড়াও ব্যক্তিসংঘ, ট্রাস্ট, তহবিল ও অন্যান্য সত্ত্বাদের কোম্পানী আয়কর হারের আওতায় আনা হয়েছে। ২০২৪-২৫ ও ২০২৫-২৬ কর বৎসরের জন্য কর্পোরেট আয়করের হার নিম্নরূপঃ

১.৪ কোম্পানীর জন্য ২০২৪-২০২৫ এবং ২০২৫-২০২৬ করবর্ষের করহার।

কোম্পানীর বর্ণনা	প্রযোজ্য করহার	শর্ত পরিপালনে করহার
পাবলিক ট্রেডেড কোম্পানী যাদের পরিশোধিত মূলধনের ১০% এর অধিক শেয়ার IPO (Initial Public Offering) এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত হয়েছে।	২২.৫%	২০%
পাবলিক ট্রেডেড কোম্পানী যাদের পরিশোধিত মূলধন ১০% বা ১০% এর কম শেয়ার IPO (Initial Public Offering) এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত হয়েছে।	২৫%	২২.৫%
আয়কর আইন, ২০২৩ এ সংজ্ঞায়িত কোম্পানীসমূহের মধ্যে যারা পাবলিকলি ট্রেডেড নয়	২৭.৫%	২৫%
এক ব্যক্তি কোম্পানী	২২.৫%	২০%
পাবলিকলি ট্রেডেড ব্যাংক, বীমা ও ফাইন্যান্স কোম্পানী (মার্চেন্ট ব্যাংক ব্যতীত)	৩৭.৫%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
পাবলিক ট্রেডেড নয় এরূপ ব্যাংক, বীমা ও ফাইন্যান্স কোম্পানী (মার্চেন্ট ব্যাংক ব্যতীত)	৪০%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
মার্চেন্ট ব্যাংক	৩৭.৫%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
সেগারেট, বিড়ি, যর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারী কোম্পানী	৪৫%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
পাবলিকলি ট্রেডেড মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানী যদি তার পরিশোধিত মূলধনের ন্যূনতম ১০% শেয়ার, যার মধ্যে Pre-Initial Public Offering Placement ৫% এর অধিক থাকতে পারবে না।	৪০%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এমন মোবাইল ফোন কোম্পানী	৪৫%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
শর্ত ৪ বিবেচ্য আয়বর্ষে সকল প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং প্রত্যেক একক লেনদেনে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট ৩৬ (ছত্রিশ) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে সকল প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।		

ব্যাংকিং চ্যানেলে লেনদেনের প্রণোদনা জনিত ৫৫(৬) ও ৫৫(৮) ধারায় পৃথক বিধান আছে। পুনরায় কর্পোরেট আয়কর হারের জন্য এর ভিত্তিতে পৃথক আয়কর হার আরোপের যৌক্তিকতা নেই।

আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চায় এতগুলি কর্পোরেট কর হার যুক্তিসঙ্গত নয়। একটি বা দু'টি কর হার রাখা আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে যুক্তিসঙ্গত। প্রয়োজনবোধে অনভিপ্রেত বা নিরুৎসাহ প্রদানযোগ্য প্রকৃতির আয়ের বেলায় সারচার্জ আরোপ করা যেতে পারে।

৫: ঘ: ৬। আয়কর আরোপের হারের মেয়াদকাল ৪

অধিকাংশ বছরেই অর্থ আইনের মাধ্যমে এক বছরের জন্য আয়করের হার আরোপ করা হয়। যদিও বর্তমান হারটি দুই বছরের জন্য আরোপ করা হয়েছে। বিনিয়োগকারীগণ আয়করের হার পরিবর্তনো সম্ভাবনা থাকলে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। চাকুরী হতে আয়ের উৎসে কর কর্তানের

নেটওয়ার্ক বৃহৎ। সেক্ষেত্রে আয়করের হার পরিবর্তনের ফলশ্রুতিতে উৎসে আয়কর কর্তনের পরিমাণ নিয়ে বিভ্রান্তি হয়। আয়করের হার পাঁচ বৎসরের জন্য ঘোষণা করা যেতে পারে। সম্ভাব্য মুদ্রাস্ফিতি বিবেচনা করে করমুক্ত সীমা বৎসর ওয়ারী ভিন্ন হওয়া যুক্তিযুক্ত।

৫: ঘ: ৭। উৎসে সংগৃহীত আয়কর এর সংস্কারঃ

উৎসে আয়কর সংক্রান্ত বিধিবিধান -এ চিহ্নিত সমস্যাসমূহ নিম্নরূপ-

৫: ঘ: ৭: ১ উৎসে সংগৃহীতব্য আয়করের ক্ষেত্র অতি বিস্তৃত;

৫: ঘ: ৭: ২ উৎসে সংগৃহীতব্য আয়করের হার arbitrary যা কোনরূপ সমীক্ষা বা study ছাড়াই করা হয়েছে। এই হারও অতিরিক্ত।

৫: ঘ: ৭: ৩। আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৩ ও ১৪১ দ্বারা কর প্রত্যর্পনের দ্বার রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং প্রকারান্তরে আয়করকে পরোক্ষ করে রূপান্তর করা হয়েছে। এত করে আয়করের মৌলিক নীতি সাম্য (equity) এবং ক্রমানুসারে বর্ধিত কর (progressive taxation) বিসর্জন দেয়া হয়েছে।

➤ cost of doing business বেশি হচ্ছে। যাতে করে ব্যবসায় প্রতিযোগিতার সক্ষমতা কমে যাচ্ছে।

বিভিন্ন সময় অংশীজন এই বিষয়গুলি নিরসনের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে উত্থাপন করেছেন। এ বিষয়টি রাজস্ব স্পর্শকাতর বিবেচনায় রাজস্ব বোর্ড তা নিরসনের কোন ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়নি।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে নিম্নরূপ তথ্য পাওয়া যায়ঃ

অর্থ বৎসর	মোট আয়কর রাজস্ব	সারণী-৫.১ (কোটি টাকায়)	
		উৎসে সংগৃহীত আয়কর	উৎসে আয়করঃ মোট আয়কর রাজস্ব
২০১৮-১৯	৬৯,০৭৫	৪২,০৯১	৬০.১৪
১০১৯-২০	৭০,৭৩৮	৪১,৮০৫	৫৯.১০
২০২০-২১	৮৫,৮৯৭	৫২,৩৮৬	৬০.২৯
২০২১-২২	৯৫,৫০৭	৬০,৬০৩	৬২.৮০
২০২২-২৩	১,০৬,৯৫০	৭২,৬০৫	৬৭.৮৯

সূত্রঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন।

উপরোক্ত সারণী থেকে দেখা যায় আয়কর রাজস্বের উৎসে করের নির্ভরতা বাড়ছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বার্ষিক প্রতিবেদনে নিম্নরূপ তথ্য পাওয়া যায়ঃ

সারণী-১০

উৎসে সংগৃহীত আয়করের খাত	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
মোট খাতের সংখ্যা	৫৫	৫৭	৫৭	৬২	৬৮
১ কোটি টাকার কম রাজস্ব আহরিত হয় এরূপ খাতের সংখ্যা	১	১	০	০	০
কোন রাজস্ব সংগৃহীত হয়নি এরূপ খাতের সংখ্যা	১	৩	৪	০	২

সূত্রঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন।

তথ্যে আরও দেখা যায় প্রধান ৩টি খাত হচ্ছে ঠিকাদার/সরাবরাহকারী, আমদানীকারক এবং ব্যাংক আমানতের সুদ। তথ্যে দেখা যায় মোট ৫৫-৬৮ টি খাতের মধ্যে এই তিনটি খাত থেকে সংগৃহীত আয়কর রাজস্ব প্রায় ৫০%। অন্যান্য খাতকে ধাপে ধাপে উৎসে আয়কর সংগ্রহ এর আওতা বহির্ভূত করা হলে আয়কর রাজস্বে নেতিবাচক তেমন প্রভাব পড়বে না। উল্লেখ্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এত বেশি সংখ্যক খাতকে উৎসে আয়করের আওতায় আনা হয় নি। সিংগাপুর, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামে বিদ্যমান উৎসে আয়করের খাতের সংখ্যা যথাক্রমে ৮, ৯ ও ৯ টি। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এতো বিস্তৃত উৎসে আয়করের আওতা নাই। মূলতঃ কয়েকটি খাত থেকে সিংহভাগ উৎসে আয়কর সংগৃহীত হয়। কম রাজস্ব সংগৃহীত হচ্ছে এরূপ কাজেই ছোট ছোট খাতগুলো থেকে এই বিধান প্রত্যাহার করা হলে তা রাজস্ব আহরণকে বিঘ্নিত করবে না। যেহেতু এই খাতের আয়কর কর্তনকারীদের তথ্য আয়কর কর্তৃপক্ষের কাছে আছে বিধায় স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় উৎসে আয়কর কর্তন ছাড়াই ঐ আয়কর রাজস্ব চিহ্নিত ও আহরণ করা সম্ভব।

➤ উৎসে আয়করের হার যৌক্তিকীকরণঃ

অন্যদিকে বাণিজ্যিক আমদানীসহ কয়েকটি খাতে উৎসে আয়কর সংগ্রহের হার যৌক্তিক নয়। এমতাবস্থায় কয়েকটি প্রধান খাতের রেকর্ড সমীক্ষা করে বিক্রয়/প্রাপ্তি ও নীট মুনাফার গড় হার নির্ণয় করে যৌক্তিক উৎসে আয়কর সংগ্রহের হার নির্ণয় করা যেতে পারে।

➤ উৎসে আয়করের বেলায় রিটার্ন দাখিলের প্রমাণপত্র উপস্থাপনঃ

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ১৪২ ধারায় (ধারা ২৬৪ অনুসারে) রিটার্ন দাখিলের প্রাপ্তিস্বীকারপত্র দাখিল না করা হলে ৫০% বেশী উৎসে আয়কর সংগ্রহের বিধান আছে। অন্যদিকে অর্থ ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে পরিশোধ করা না হলে আরো ৫০% বেশী হারে উৎসে আয়কর সংগ্রহের বিধান আছে। উৎসে আয়কর সংগ্রহের বিধান বিস্তৃত থাকায় উৎসে আয়কর সংগ্রহকারীদের পক্ষে এসব তথ্য/প্রমাণ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ দুরূহ। তাছাড়াও উৎসে আয়কর সংগ্রহের বিধান পরিপালিত না হলে ১৪৩, ১৪৭, ১৪৮ এবং ১৫১ ধারায় কার্যক্রম গ্রহণের বিধান রয়েছে। অন্যদিকে ১৪২ ধারার বিধান এর কারণে ১১৭ ধারা ১৭৭ ধারা অনুযায়ী উৎসে আয়করের বিধান পরিপালনে করদাতাদের অনীহা রয়েছে। অথচ ১৪২ ধারার বিধানের বিপরীতে ১১৭ ধারার বিধান পরিপালন আয়কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে বেশী গুরুত্ব বহন করে।

➤ উৎসে আয়কর ও ন্যূনতম আয়করঃ

আয়কর আইনের ১৬৩ ধারায় ২৩টি খাতে উৎসে সংগৃহীত আয়করকে ন্যূনতম আয়করের আওতায় আনা হয়েছে। এই বিধান অনুসারে কোন করদাতার আয়ের উপর আরোপযোগ্য কর অপেক্ষা উৎসে সংগৃহীত আয়কর বেশী হলে, উৎসে সংগৃহীত আয়কর ঐ আয়ের ক্ষেত্রে ন্যূনতম আয়কর হিসাবে গণ্য হবে এবং অতিরিক্ত সংগৃহীত উৎসে আয়কর ফেরতযোগ্য বা অন্য আয়ের সাথে সমন্বয়যোগ্য হবে না। এই বিধান আয়করের মৌলিক নীতিমালার পরিপন্থী। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আয়ের সাথে সরাসরি সম্পর্কহীন কর আরোপের বিধান নেই। এই হিসাবের ফলে বিদেশী বিনিয়োগে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এমতাবস্থায় এই বিধানটি ধাপে ধাপে প্রত্যাহার করা প্রয়োজন। প্রথমে ছোট উৎসে আয়করের ক্ষেত্রে একে এর আওতা বহির্ভূত করে তার ফলাফল যাচাই করে ক্রমাগত অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই বিধান প্রত্যাহার করা যেতে পারে।

➤ উৎসে করের রিটার্ন সংস্কারঃ

আয়কর আইন, ২০২৩ এ উৎসে আয়কর রিটার্নের বিধান আছে। উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধি ১৫ এ এই রিটার্নের ছক দেয়া আছে। এই রিটার্নে অনেক তথ্য প্রদান করতে হয়। রিটার্ন প্রতি মাসে দাখিলের বিধান আছে। অন লাইনে এই রিটার্ন দাখিল করা যায়। তবে এই রিটার্ন পরিপালনের হার নৈরাশ্যজনক। এই রিটার্ন অন লাইনে দাখিল এর স্থলে তা থেকে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে অর্থ প্রদানকারী ও অর্থ গ্রহণকারীর আয় নিরূপণের জন্য নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ১৪২ ধারায় লেনদেন ব্যাংকিং চ্যানেলের না করা হলে ৫০% অধিক হারে উৎসে সংগ্রহের বিধান আছে। অর্থ গ্রহণকারী ব্যক্তির আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রমান উপস্থাপন না হলে আরও ৫০% হারে উৎসে কর কর্তনের বিধান আছে। এইগুলি অনলাইন ব্যবস্থায় সংযুক্ত হওয়ায় তা পরিপালন প্রবনতা কম থাকছে। অথচ উৎসে কর রিটার্নে এই বিষয়টি নাই।

অতিরিক্ত হারে উৎসে কর্তনের বিষয়টি উৎসে কর কর্তনের রিটার্নে বা অনলাইনের যুক্ত না করা হলে এর পরিপালন উল্লেখযোগ্য হারে বাড়বে।

উল্লেখ্য আয়কর আইন, ২০২৩ এর ১৪৭ ধারায় উৎসে আয়কর রিটার্ন সরেজমিনে যাচাই ও অডিটের বিধান আছে।

এমতাবস্থায় উৎসে করের কর্তনে বা অন লাইনের রিটার্নে অতিরিক্ত হারে কর কর্তন এর বিধান বিলুপ্ত করা যেতে পারে। প্রয়োজনবোধে ১৪৭ ধারায় কার্যক্রমে বিষয়টি যাচাই করা যেতে পারে।

➤ ন্যূনতম আয়করঃ

আয়কর আরোপের মূল ভিত্তি বিদ্যমান আইনের ধারা ১৮। এই ধারা অনুসারে করদাতার কোন বৎসরের মোট আয়ের উপর নির্ধারিত হারে আয়কর আরোপযোগ্য হবে। ধারা ২(৭৮) অনুসারে “মোট আয়” হচ্ছে সকল উৎসের আয়ের সমষ্টি। উৎস সংগৃহীত আয়কর এই মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়করের সাথে সমন্বয়যোগ্য। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই উৎসে আয়করের অসাধু প্রয়োগ ও সুযোগ নিয়ে রিফান্ড উদ্ভূত হচ্ছিল বিধায় ১৯৯৮ সালে ৮২সি ধারা সন্নিবেশের মাধ্যমে প্রথমে ৫টি ক্ষেত্রে উৎসে সংগৃহীত আয়করকে চূড়ান্ত করদায় হিসাবে গণ্যের বিধান করা হয়। অর্থ আইন,

২০১৬ তে এই ধারাটি নতুন করে সাজানো হয় এবং “ন্যূনতম কর” নামকরণ করা হয়। পরিবর্তিত বিধান অনুসারে কোম্পানী করদাতাদের উৎসে সংগৃহীত আয়করের সাথে লাভ লোকসান নির্বিশেষে মোট প্রাপ্তির নির্ধারিত শতাংশ (১%/০.৭৫%/০.৬০%) ন্যূনতম আয়কর আরোপযোগ্য করা হয়। ৩০শে জুন ২০২৩ এ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ বিলুপ্ত করা পর্যন্ত এই ধারাটির পরিব্যক্তি সম্প্রসারণ করে বছবার ধারাটি সংশোধন করা হয়। শুরুতে এই ধারাটির শিরোনাম ছিল “Tax on Income of Certain Persons” ছিল। যা ২০১৬ তে “Minimum Tax” নামে পরিবর্তন করা হয়।

আয়কর আইন, ২০২৩ প্রচলন কার্যকর হয় ১লা জুলাই, ২০২৩ থেকে। নতুন আইন এর ১৬৩ ধারায় ন্যূনতম আয়করের বিধান পূর্বতন আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৮২সি ধারাকে মূলতঃ অপরিবর্তিত রাখা হয়। শুরুতে ৫টি উৎসে আয়করকে এর আওতায় রাখলেও পরবর্তীতে ক্রমাগতই এর আওতা বাড়ানো হয়। বর্তমানে ৪০টি উৎসে আয়করের খাতকে এর আওতায় আনা হয়েছে। তাছাড়া কোম্পানী ও নির্ধারিত ফার্ম ও ব্যক্তিদের বেলায় হিসাবকৃত লাভ লোকসান নির্বিশেষে স্থূল প্রাপ্তির উপর শতাংশ হারে ন্যূনতম আয়কর আরোপ করা হয়।

উৎসে আয়কর মূলতঃ একটি অগ্রীম আয়কর যা লেনদেন স্তরে সংগৃহীত হয় এবং বছর শেষে মোট আয়ের উপর নির্ধারিত হারে আরোপযোগ্য আয়করের সাথে সমন্বয় করা হয়। উৎসে সংগৃহীত আয়করের পরিমাণ বেশী হলে অতিরিক্ত অংক করদাতাকে ফেরত দেয়া হয়। এটি আন্তর্জাতিকভাবে প্রচলিত সাধারণ নীতি। কিন্তু এর ব্যত্যয় ঘটিয়ে ১৬৩ ধারায় এই করকে ফেরত অযোগ্য করা হয়েছে।

কিছু অসাধু করদাতাদের অসাধু প্রয়াসে কিছু অনিয়ন্ত্রিত রিফান্ড (ফেরত) প্রতিরোধ করার জন্য এই বিধান করা হয়। যা শুরুতে ৫টি ধারায় উৎসে আয়করে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। অন্য উৎসে আয়করের খাতগুলোতে এই সংবেদনশীলতা ছিল না।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর আওতা বিস্তৃত না করা হলে রাজস্ব আহরণ সংকুচিত হবার যে আশঙ্কা করে তা অমূলক মনে হয়। কারণ ৪০টি ধারায় উৎসে আয়করের ধারার মধ্যে মূলতঃ ৩টি (ঠিকাদার/সরবরাহকারী, আমদানী, ব্যাংক আমানতের সুদ) খাতেই অধিকাংশ উৎসে আয়কর সংগৃহীত হয়। কয়েকটি উৎসে আয়করের সংগৃহীত রাজস্ব উল্লেখযোগ্য নয়।

এই বিধান বিনিয়োগের জন্য সহায়ক নয়। তদুপরি Financial Reporting Act ও Document Verification System প্রচলিত হওয়ায় হিসাব নিরীক্ষার কাজের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে। ভূয়া ও একাধিক হিসাব বিবরণী অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় হিসাবকৃত মুনাফা বা আয়ের ভিত্তিতে আয়কর আরোপ এর আন্তর্জাতিক মানদণ্ড থেকে ব্যত্যয় বিধায় যুক্তিসঙ্গত নয়। এমতাবস্থায় নিম্নরূপ পরিবর্তন আনয়ন করার সুপারিশ করা হচ্ছে-

১) প্রথম ধাপে ১৬৩(৫) ধারার দফা (ক) থেকে স্থূল প্রাপ্তির নির্ধারিত হারে কর আরোপ সংক্রান্ত ১৬৩(৫) ধারার আওতা থেকে নিম্নবর্ণিত করদাতাদের বহির্ভূত করা; যেমনঃ-

- (ক) শিল্প উৎপাদনের নিয়োজিত সকল শ্রেণীর করদাতা;
- (খ) ব্যক্তি সংঘ ও স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা;
- (গ) পণ্য রপ্তানি থেকে উদ্ভূত আয়।

২) ধারা ১৬৩(২) তে ৪০টি ধারায় উৎসে সংগৃহীত আয়কর ন্যূনতম কর হিসাবে গণ্য হয়। প্রথম ধাপে তুলনামূলক কম রাজস্ব সংগৃহীত হয় এরূপ নিম্নলিখিত ধারাকে এর আওতা বহির্ভূত করা যেতে পারে-

- (ক) অংশ গ্রহণ তহবিলে প্রদত্ত অর্থ (ধারা ৮৮);
- (খ) ব্যাংক আমানতের সুদ (ধারা ১০২);
- (গ) লভ্যাংশ (ধারা ১১৭);
- (ঘ) সম্পত্তির ইজারা (ধারা ১২৮);
- (ঙ) নিবাসীর জাহাজ ব্যবসা (ধারা ১৩২);
- (চ) সিকিউরিটি হস্তান্তর (ধারা ১৩৫); এবং
- (ছ) ষ্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ার হোল্ডারদের শেয়ার হস্তান্তর (ধারা ১৩৬)।

(৩) ক্রমিক (২) এ বর্ণিত পরিবর্তনের প্রভাব অবলোকন করতঃ এই ধারা ধাপে ধাপে বিলুপ্ত করা।

➤ আয়কর অব্যাহতিঃ

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ২(২৬) ধারা অনুসারে আয়কর অব্যাহতি অর্থ-

- ৭.১ আয়কে সম্পূর্ণ কর থেকে অব্যাহতি;
- ৭.২ আয় এর উপর হ্রাসকৃত হারে আয়কর আরোপ;
- ৭.৩ কতিপয় বিনিয়োগ বা ব্যায়ের জন্য আয়কর রেয়াত প্রদান।

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ৭৬ ধারায় এসব আয়কর সুবিধার জন্য প্রজ্ঞাপন জারির ক্ষমতা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে ন্যস্ত করা হয়েছে। প্রজ্ঞাপন জারির সংখ্যা ও প্রজ্ঞাপন জারির বিস্তারিত তথ্য নাই। তবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২০২২-২৩ এর বার্ষিক প্রতিবেদনে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এসব আয়কর সুবিধাভোগীর সংখ্যা ১৪৮ জন ও রাজস্ব সংশ্লিষ্টতা ১৬৮ কোটি টাকা উল্লেখ করা হয়েছে।

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ষষ্ঠ তফশীলের অংশ-৪ এর কর অবকাশ এর বিধান আছে। বিভিন্ন শিল্প ও অবকাঠামোকে প্রণোদনার উদ্দেশ্যে কর অবকাশ সুবিধার বিধান করা আছে এবং এর আওতায় নির্ধারিত শিল্প নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হ্রাসকৃত হারে বা কিছু সময়ের জন্য শূন্য হারে কর দিয়ে থাকে। বর্তমানে ৩৫ ধরনের শিল্পকে এ সুবিধা দেয়া আছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখা যায় ঐ বৎসরে ৫৬টি শিল্প প্রতিষ্ঠান এর সুবিধা ভোগ করেছে এবং এক্ষেত্রে রাজস্ব সংশ্লিষ্টতা ৩৩.১৬ কোটি টাকা।

এছাড়াও ষষ্ঠ তফশীল, অংশ-১ এ ৩৬টি বিভিন্ন আয়কে কর আরোপযোগ্য মোট আয়ের আওতা বহির্ভূত রাখা হয়েছে। এই সুবিধাভোগীদের কোন পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না।

এছাড়া ষষ্ঠ তফশীল এর অংশ -৩ এ ১৫ ধরনের ব্যয় ও বিনিয়োগের জন্য আয়কর রেয়াত দেয়া আছে। আয়কর আইন, ২০২৩ এর ৭৮ ধারায় এসব খাতে বিনিয়োগের বেলায় ব্যক্তি শ্রেণীর নিবাসী করদাতাদের ১৫% পর্যন্ত আয়কর ছাড়ের বিধান আছে। এই সুবিধাভোগীদের কোন পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না।

কর অবকাশ সংক্রান্ত বিধি বিধান মূলতঃ সরকারের শিল্পনীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে প্রণীত হয়। আয়কর সংক্রান্ত বিধান সংস্কার করা হয়েছে। শিল্পখাতসমূহকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তদুপরী কর অবকাশকালীন সময়েও ধাপে ধাপে ক্রমহ্রাসমান সুবিধা বিদ্যমান। আমাদের প্রতিবেশী দেশসমূহের বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য এই সুবিধা রাখা হয়েছে। এমতাবস্থায় কর অবকাশের বিদ্যমান বিধান অব্যাহত রাখা যুক্তিযুক্ত হবে।

প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কর সুবিধা সংক্রান্ত আয়কর আইন, ২০২৩ এর ৭৬ ধারায় পূর্বতন আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৪৪(৪) ধারার মধ্যে নিম্নরূপ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়ঃ

সারণী-৬.১

সুবিধার বৈশিষ্ট্য	আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৪৪(৪)	আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৭৬
প্রজ্ঞাপন জারির ক্ষমতা	সরকারের	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের
প্রজ্ঞাপনে প্রদত্ত কর সুবিধা	কর অব্যাহতি, কর হ্রাস বা অন্যান্য পরিবর্তন	কর অব্যাহতি
কাদের কর সুবিধা দেয়া যায়	কোন শ্রেণীর করদাতা বা কোন শ্রেণীর আয়	কোনো ব্যক্তিকে বা কোনো শ্রেণির ব্যক্তিকে

বর্তমান আয়কর আইনে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে কর সুবিধা দেয়া যায় যা সংবিধান বিরোধী। নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে কোন সুবিধা দেয়ার বিধান আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের পরিপন্থী। এমতাবস্থায় কোন 'নির্দিষ্ট করদাতাকে' কর সুবিধা প্রদানের বিষয়টি বাতিল করে বিধানটি সংশোধন করা যেতে পারে। এ ছাড়াও কোন কোন ক্ষেত্রে অব্যাহতি মেয়াদ সুনির্দিষ্ট না করে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। অব্যাহতির মেয়াদ সুনির্দিষ্টকরণের জন্য এই বিধান সংশ্লিষ্ট ধারা ৭৬ সংশোধন করা যেতে পারে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২০২১-২২ অর্থ বৎসরের জন্য পরিচালিত একটি সমীক্ষায় কর অব্যাহতি জনিত মোট প্রত্যক্ষ করের রাজস্ব ব্যয় ১,১৫,০৫৬ কোটি টাকা প্রাক্কলন করা হয়। যা মোট জাতীয় আয় (জিডিপি) এর ২.২৯%। যার মধ্যে কর্পোরেট আয়কর ৭১,৩৯৪ কোটি টাকা ও ব্যক্তিগত আয়কর ৪৩,৬৬২ কোটি টাকা।

কর্পোরেট আয়করের রাজস্ব ব্যয় এর প্রধান খাতগুলোর মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ ও সামাজিক কল্যাণ খাতে ১১,১৩৪ কোটি টাকা। বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাতে ৭,৬১১ কোটি টাকা, পোষাক, কাপড় ও আনুষঙ্গিক শিল্পে ৪,৬৪৬ কোটি টাকা, তথ্য প্রযুক্তি সফটওয়্যার ব্যবসায় ১,০০৮ কোটি টাকা এবং হাঁস-মুরগীর খামার ও মৎস্য চাষ খাতে ১৬৮ কোটি টাকা। এছাড়া অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং হাই-টেক পার্ক শিল্পে এই রাজস্ব ব্যয় ৪,০২২ কোটি টাকা প্রাক্কলন করা হয়।

ব্যক্তি আয়কর রাজস্ব ব্যয়ে প্রধান খাতগুলোর হিসাব রেমিটেন্স বাবদ বিশেষ করছাড় ১১,৭০৯ কোটি টাকা, শেয়ারহোল্ডার জনিত মূলধনী মুনাফায় ৮৭৭ কোটি টাকা এবং পোল্ডি ও মৎস্য চাষ খাতে ২,৪১৪ কোটি টাকা প্রাক্কলন করা হয়।

- ষষ্ঠ তফশীল অংশ-১ এর অনুচ্ছেদ (১৩) তে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম এর সার্ভিস চার্জকে কর অব্যাহতি দেয়া আছে। সামাজিক খাতের মধ্যে অনুচ্ছেদ (১১) তে এনজিও ব্যুরো নিবন্ধিত ট্রাস্ট এর গৃহসম্পত্তির আয় কর অব্যাহতিযোগ্য। অনুচ্ছেদ (১২) তে ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানের দানকে আয়কর অব্যাহতি দেয়া আছে। এসব আয়কর অব্যাহতির পরিধি সীমিত। তবে, অধিকাংশ অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তির আয়কর নেটের আওতা বহির্ভূত থেকে গেছেন। তাদের বেলায় আয়কর রিটার্ন দাখিলের আওতায় আয়কর আইন থাকলেও তা বাস্তবায়ন অনেক ক্ষেত্রে করা যায়নি। এদের আয় সাধারণ বিধানাবলির আওতায় আনা গেলে এই খাতে আয়কর ব্যয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হ্রাস পেতে পারে।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ০৪/০৩/২০২৪ তারিখের এস.আর.ও নং ৪৪-আইন/আয়কর-২৫/২০২৪ দ্বারা রপ্তানি খাতের জন্য নিম্নরূপ আয়কর অব্যাহতি প্রদান করে-

স্বাভাবিক ব্যক্তি, ফার্ম কর্তৃক অর্জিত রপ্তানি আয়ের-	মোট আয়করের ৫০%
অন্যান্যদের ক্ষেত্রে রপ্তানি আয়ের-	কর হার আয়ের ১২%
পরিবেশ বান্ধব শিল্পের রপ্তানি আয়ের-	কর হার আয়ের ১০%

দেশের বিদ্যমান বৈদেশিক বাণিজ্যের ভারসাম্য তথা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এর পরিস্থিতি বিবেচনায় রপ্তানি খাতের প্রণোদনা আরও কিছুদিন অব্যাহত রাখা যুক্তিযুক্ত। তবে এক্ষেত্রে রপ্তানি আয়ের উপর আরোপযোগ্য বিশেষ আয়কর হারের পরিবর্তে সকল রপ্তানি খাতকে ৫০% ছাড় দেওয়া অধিক যৌক্তিক।

- আয়কর আইন, ২০২৩ এর ষষ্ঠ তফশীল, অংশ-১ এর অনুচ্ছেদ-২১ এ ৩০ শে জুন, ২০২৭ পর্যন্ত ১৯ ধরনের তথ্য প্রযুক্তি সেবার আয়কে সম্পূর্ণ আয়কর অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এই খাতের আয়ের ক্ষেত্রে কিছু স্বচ্ছতার ঘাটতি আছে। যে সেবাসমূহের কথা বলা হয়েছে সেগুলো থেকেই প্রকৃত আয় হচ্ছে কিনা তা অস্পষ্ট। ২০০৮ সাল থেকে এই খাতকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এত দীর্ঘ সময়ে অব্যাহতি দেয়া যুক্তিযুক্ত নয়। বর্তমান অব্যাহতি (৩০ জুন, ২০২৭) সময় অতিবাহিত হলে এই খাতকে কর অবকাশ শিল্পের ন্যায় হ্রাসকৃত হারে করের আওতায় আনা যেতে পারে।
- ০১/০৬/২০২২ তারিখের এস.আর.ও নং ১৫৭-আইন/আয়কর/২০২২ দ্বারা মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগীর খামার থেকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় করমুক্ত আছে। এর বেশি আয়ের বেলায় ৫% থেকে ১৫% হারে আয়কর আরোপনের বিধান আছে। এই কর অব্যাহতি দুর্নীতির আয় গোপন প্রয়াস হিসাবে অপব্যবহারের অভিযোগ পাওয়া যায়। আবার গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশের জন্য এই আয় কিছুদিন অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। এই আয় প্রথম ০৩ (তিন) বছর আয়কর অব্যাহতির বিধান রেখে পরবর্তীতে হ্রাসকৃত হারে আয়কর আরোপের বিধান করে এই অধ্যায়টি সংস্কার করা যেতে পারে।

➤ বেসরকারী খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে পলিসির আওতায় ১৯৯৯ সাল থেকে প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে আয়কর অব্যাহতি প্রদান শুরু হয়। ০১/০৭/২০১৩ তারিখের ২১৩-আইন/আয়কর/২০১৩ দ্বারা কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের আয়কে ১৫ বছরের জন্য আয়কর অব্যাহতি দেয়া হয়। তবে ৩০/০৬/২০২৩ এর মধ্যে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করেছে তারা এই সুবিধা পাবে।

অন্যদিকে ০১/০৭/২০১৩ তারিখের এস.আর.ও নং ২১২-আইন/আয়কর/২০১৩ দ্বারা অ-কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী কোম্পানীর আয় প্রথম পাঁচ বছর ১০০% ও পরবর্তীতে ৫০% ও ২৫% আয়কর অব্যাহতি দেয়া আছে। তবে ১লা জুলাই, ২০২৩ পর্যন্ত বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর প্রতিষ্ঠান এই সুবিধা পাবে।

কিছু বেসরকারী খাতে এর অপব্যবহারের অভিযোগ আছে। কিন্তু বর্তমানে নতুন করে বাণিজ্যিক উৎপাদন হয়েছে তারা এই সুবিধা পাবে না বিধায় এই বিধানের পরিবর্তনের প্রয়োজন নাই।

➤ রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৮০ এর ধারাবাহিকতায় ১৯৮১ সালে রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকায় স্থাপিত শিল্পকে আয়কর অব্যাহতি দেওয়া শুরু হয়। হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ এর ধারাবাহিকতায় ০৮/১০/২০১৫ তারিখের এস.আর.ও নং ৩০১-আইন/আয়কর/২০১৫ দ্বারা হাই-টেক পার্কে স্থাপিত শিল্পকে ১০ বছরের কর অব্যাহতি দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ২৭/০৬/২০২৪ তারিখের এস.আর.ও নং ২৪৫-আইন/আয়কর-৩৯/২০২৪ দ্বারা এর সংস্কার করা হয় এবং ৭ বৎসরের জন্য ১০০%, পরবর্তী ৩ বছরের জন্য ৭০% আয়কর অব্যাহতির বিধান করা হয়। অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ এর ধারাবাহিকতায় ০৮/০৭/২০১৫ তারিখের এস.আর.ও নং ২২৬-আইন/আয়কর/২০১৫ দ্বারা অর্থনৈতিক অঞ্চলে স্থাপিত শিল্পের আয়কের প্রথম তিন বছরের জন্য ১০০% এবং পরবর্তী সময়কার জন্য ৮০% থেকে ২০% পর্যন্ত আয়কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়। ২৭/০৬/২০২৪ তারিখের এস.আর.ও নং ২৪৪-আইন/আয়কর-৩৮/২০২৪ দ্বারা এই সুবিধা অব্যাহত রাখা হয়। বিশেষ অঞ্চলসমূহের এই আয়কর অব্যাহতি ক্রমাগত প্রত্যাহার যুক্তিযুক্ত।

➤ তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারঃ

আয়কর অনুবিভাগে দীর্ঘদিন যাবৎ সকল কর্মকান্ড মূলতঃ খাতাতে তথ্য ও কর্মকর্তার লিখিত আদেশ পরিপালন ভিত্তিক ছিল। এমনকি করদাতাদের নিবন্ধনও এই পদ্ধতিতে করা হতো। ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত নিবন্ধন নম্বর কর সার্কেল ভিত্তিক ছিল। ১৯৯৩ সালে সার্বজনীন নিবন্ধন নম্বর প্রচলিত হয়। বর্তমান ১২ অঙ্কের আয়কর নিবন্ধন নম্বর ২০১৩ সালে প্রবর্তিত হয়। ব্যক্তি করদাতাদের বেলায় জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) ও কোম্পানী করদাতাদের বেলায় জয়েন্ট স্টক কোম্পানী নিবন্ধনের ভিত্তিতে করদাতা সনাক্তকরণ নম্বর দেয়া হয়। এরূপ নম্বর প্রাপ্তির বিষয়ে আবেদন ও প্রক্রিয়াকরণ অনলাইনে সম্পন্ন হয়।

আয়কর রিটার্ন দাখিল এর ক্ষেত্রে সরাসরি কর অফিসে দাখিল ও অনলাইনে দাখিল উভয় পদ্ধতি চালু আছে। আয়কর রিটার্ন দাখিলের তথ্যচিত্র নিম্নে দেয়া হলো-

সারণী-৮.১

অর্থ বৎসর	মোট দাখিলকৃত আয়কর রিটার্নের সংখ্যা	বৃদ্ধির হার (%)	অনলাইনে দাখিলের সংখ্যা	বৃদ্ধির হার (%)
২০২০-২১	২৪,৩০,৬৯৫	--		
২০২১-২২	২৫,৯০,৬৮৮	০৬.৫৮	৬১,৬৯১	
২০২২-২৩	৩৫,২৯,২৬৩	৩৬.২৩	২,৪৪,৪৮১	৩৯৬.৩০
২০২৩-২৪	৪৩,০১,৭২৩	২১.৮৯	৫,২৬,৪৮৭	২১৫.৩৫

তথ্য চিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায় ২০২১-২২ সালে ২.৩৮% আয়কর রিটার্ন অনলাইনে দাখিল করা হয়। যা ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ সালে যথাক্রমে ৬.৯৩% ও ১২.২৪%। অর্থাৎ অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রবনতা বাড়ছে। তবে এখনও কোম্পানী করদাতাদের আয়কর রিটার্ন অনলাইনে দাখিলের বিষয়টি অনিশ্চিত থেকে গেছে। যা দ্রুত নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

ধারণা করা যায় এর পরেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আয়কর রিটার্ন অনলাইনে বা paper এর মাধ্যমে manually জমা হবে। আয়কর রিটার্ন এর তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করা হলে পরবর্তী কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আসবে ও pick & choose এর অবসান হবে।

তথ্য প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার করতে হলে paper base রিটার্নসমূহ প্রথমে data entry এর মাধ্যমে ডিজিটাল রূপান্তর করা দরকার। পরবর্তী কার্যক্রম এই রূপান্তর করার পর করা বঞ্জনীয়।

আয়কর রিটার্ন দাখিলের পর প্রথম কার্যক্রম হলো গাণিতিক ত্রুটিসমূহ যাচাই করা। অতঃপর ঝুঁকি বিশ্লেষণের মাধ্যমে রিটার্ন নিরীক্ষার জন্য নির্বাচন করা। প্রথম ক্ষেত্রে গাণিতিক পরিগণনার জন্য আয়কর আইনের ভিত্তিতে algorithm তৈরী প্রয়োজন হবে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ঝুঁকিসমূহের আলোকে একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম ও ঝুঁকির প্যারামিটারসমূহ আয়কর রিটার্নে যাতে থাকে এবং যা অনলাইনে পাওয়ার পর database থেকে সংগ্রহ করা যায় তার ব্যবস্থা থাকা দরকার। এজন্য প্রয়োজনবোধে আয়কর রিটার্নের চক ও কর পরিগণনা সরলীকরণের জন্য আয়কর আইনের পরিবর্তন আনা যেতে পারে। নিরীক্ষা এরূপ তথ্য প্রযুক্তির আলোক না হলে স্বচ্ছতার ঘাটতি থেকে যায়।

সার্বিকভাবে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের জন্য বিভিন্নভাবে এর ব্যবহার না করে সামগ্রিক কর্মকাণ্ড তথ্য প্রযুক্তির আওতায় আনতে হবে। এজন্য standard operating procedure আগে ঠিক করতে হবে। যথাযথ business process engineering করতে হবে। তারপর তথ্য প্রযুক্তিতে হাত দিতে হবে।

➤ অডিট ব্যবস্থাপনাঃ

আয়কর আইনের ৩০ ধারায় নিম্নলিখিত ৭টি আয়ের খাত চিহ্নিত করা হয়েছে-

- ৯.১ চাকরি হইতে আয়;
- ৯.২ ভাড়া হইতে আয়;
- ৯.৩ কৃষি হইতে আয়;

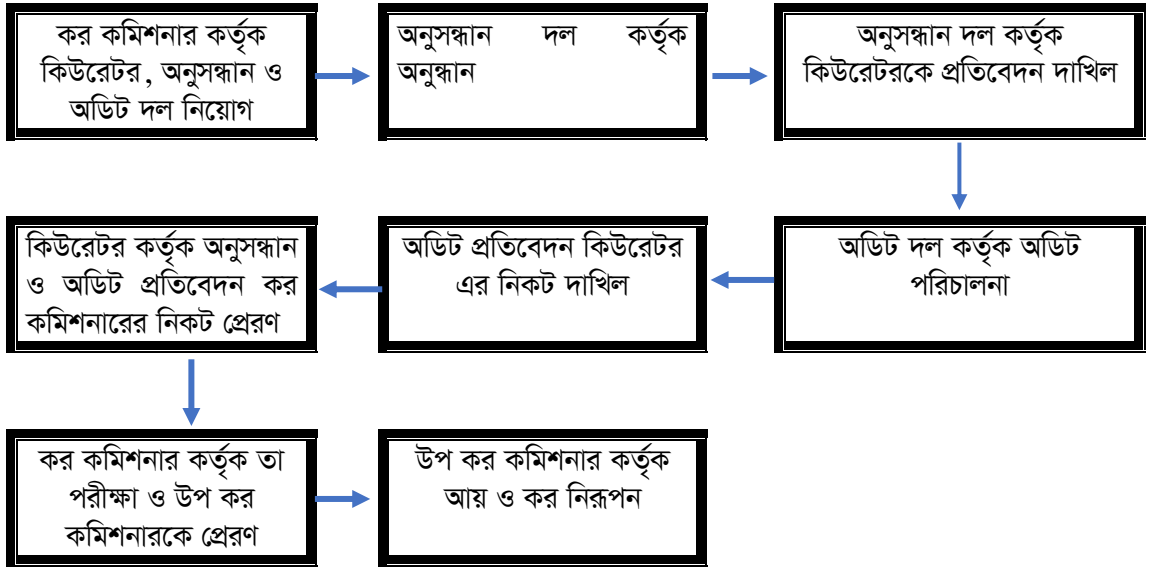
- ৯.৪ ব্যবসা হইতে আয়;
- ৯.৫ মূলধনী আয়;
- ৯.৬ আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়;
- ৯.৭ অন্যান্য উৎসে হইতে আয়।

আয়কর আইন, ২০২৩ এর অংশ ৭ আয়কর নির্ধারণ ও অডিট সংক্রান্ত। এর মধ্যে ধারা ১৮১ আয়কর রিটার্ন প্রসেস সম্পর্কিত। যা মূলতঃ ডেস্ক অডিট, যেখানে দাখিলকৃত আয়কর রিটার্নের গাণিতিক সঠিকতা যাচাই করা হয়। চাকুরী হইতে আয় এর ক্ষেত্রে এবং আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় এর ক্ষেত্রে এই রিটার্ন প্রসেস ব্যতীত অন্যান্য অডিট অপ্ৰয়োজনীয়। পরবর্তীতে কোন আয় গোপন পাওয়া গেলে অডিট ব্যতীত ২১২ ধারা অনুসারে আয় পুনঃনির্ধারণ করা যায়।

উল্লেখ্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২০২২-২৩ এর বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় ঐ বছর দাখিলকৃত আয়কর রিটার্নের সংখ্যা ৩৩,৯২,৭৫১টি। যার মধ্যে চাকুরী হইতে আয় ভিত্তিক আয়কর রিটার্নের সংখ্যা ১৪ লক্ষ বলে ধারণা করা যায়। অভিজ্ঞতায় দেখা যায় চাকুরী আয় এর বেলায় অডিট এর মাধ্যমে নিরূপিত আয়কর দাবী সৃষ্টি ও সংগ্রহ মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। এমতাবস্থায় চাকুরী হইতে আয়ের ক্ষেত্রে অডিট ব্যবস্থাপনা রিটার্ন প্রসেস এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যুক্তিযুক্ত।

অডিট সংক্রান্ত বিধানের সংস্কারঃ

বর্তমানে সকল করদাতাদের জন্য ১৮২ ধারা অনুযায়ী অডিট সম্পন্ন করার বিধান আছে। অডিট নির্বাচনোত্তর প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপঃ



এই পদ্ধতি সমাপ্ত হতে প্রায় এক বছর পর্যন্ত সময় লাগতে পারে।

ছোট, মধ্যম, বড় সবার জন্য একই পদ্ধতি অনুসরণ যুক্তিযুক্ত নয়। ছোট করদাতাদের বা কেবল বেতন আয় আছে এরূপ করদাতাদের অডিটের বাইরে রাখা যেতে পারে। মধ্যম করদাতাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজন ব্যতীত অনুসন্ধান পরিহার করা যেতে পারে। বড় করদাতাদের ক্ষেত্রে যৌথ

(আয়কর/মূসক) টীমের অনুসন্ধান বা অডিট (প্রয়োজনে দীর্ঘ সময়ব্যাপী) করা যেতে পারে। বহুজাতিক কোম্পানীর বেলায় ট্রান্সফার প্রাইসিং সংক্রান্ত অডিট প্রয়োজন হতে পারে। প্রয়োজন অনুসারে কর কমিশনারের ব্যবস্থাপনায় অডিট কার্যক্রম বা অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার বিধান করা যেতে পারে। ক্ষেত্র বিশেষে বিশেষ প্রকৃতির ব্যবসা, পেশা বা আয়ের জন্য বোর্ড নীতিমালা প্রণয়ন করতে পারে।

➤ ছোট খুচরা বিক্রেতা ও পেশাজীবীদের জন্য ধারণাগত আয়ঃ

ছোট করদাতাগণ আয়করের বিধি বিধান সম্পূর্ণ পরিপালন করতে সমর্থ হয়না। যদিও তাদের সংখ্যা ব্যাপক কিন্তু তাদের কাছ থেকে রাজস্ব সংগ্রহ বেশী নয়। বিধি বিধান পালন করতে না পারার জন্য তাদের আনুষ্ঠানিক ব্যয় বেশী বহন করতে হয়। তাদের জন্য পরিচালনা বাস্তবায়নের জন্য আয়কর বিভাগের সক্ষমতা বাড়ানো ব্যয়সঙ্কুল। ছোট করদাতাদের আয়কর আইনের বিধি-বিধান সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকে না। যার কারণে তারা আয়কর ব্যবস্থা এড়িয়ে চলতে চান।

নির্ধারিত সীমা পর্যন্ত বিক্রয় বা প্রাপ্তি আছে এরূপ করদাতাদের বিক্রয়/প্রাপ্তির ভিত্তিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ আয় বা কর নির্ধারণ করলে একদিকে পরিচালন ব্যয় কমবে অন্যদিকে মোট রাজস্ব বেড়ে যাবে।

ভারতে খুচরা বিক্রেতা ও পেশাজীবীদের জন্য ভারতীয় আয়কর আইন, ১৯৬১ এর ধারা 44AD, 44ADA, 44AE ও 44AF প্রচলিত আছে। এক্ষেত্রে তাদের হিসাবের খাতাপত্র যাচাই করা হয় না।

বাংলাদেশে অনুরূপ ধারণাগত আয় এর বিধান প্রচলন করা হলে তা ইতিবাচক ফল দিবে।

➤ “স্থূল মুনাফা” ভিত্তিক ব্যবসার আয় নিরূপনের সংস্কারঃ

ব্যবসার আয় এর ক্ষেত্রে ব্যবসার প্রকৃতিভিত্তিক “স্থূল মুনাফা” এর নির্ধারিত হার প্রচলিত আছে। এটি আইন না থাকলেও এই হার অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপিল বা ট্রাইব্যুনালে বহাল রাখা হয়।

স্থূল মুনাফার হার কোন ব্যবসায় সবার জন্য এক হওয়া আবাস্তব। ব্যবসায়ীর দক্ষতা, প্রযুক্তির পরিবর্তন, অর্থনীতির রূপরেখা পরিবর্তনের কারণে তা পরিবর্তিত হতে পারে। তদুপরি দ্রব্যমূল্য সব সময় একরকম থাকে না। এর সাথে মূল্য সংযোজন কর সম্পৃক্ত থাকায় করদাতাগণ বিক্রয় গোপন করেন।

বিভিন্ন সময়ে ব্যবসায়ী সংগঠনসমূহ এর সংস্কার দাবী করে আসছেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এ বিষয়ে কিছু নির্দেশনা জারি করলেও তা মাঠ পর্যায়ে যথাযথভাবে অনুসরণ করা যায় নি। সেখানে কিছু অসম্পর্কতাও ছিল।

এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সুস্পষ্ট একটি সয়ংসম্পূর্ণ পরিপত্র জারি করতে পারে। স্থূল মুনাফার হারের পরিবর্তে cost of goods sold এর ভিত্তিতে বিভিন্ন খাতে এর যথার্থতা যৌক্তিকতা ও যাচাইযোগ্যতার আলোকে ব্যবসার আয় নিরূপন করা যেতে পারে।

➤ আয়কর আরোপ সংক্রান্ত হিসাবঃ

আয়কর আইন, ২০২৩ এর অংশ-৪ এর প্রথম অধ্যায় অনুযায়ী নিম্নলিখিত আয়ের উপর আয়কর ধার্য করা যায়ঃ-

- ১২.১ মোট আয় এর উপর নির্ধারিত হারে (ধারা ১৮);
- ১২.২ অবৈধভাবে বিদেশী নাগরিককে নিয়োগ দেয়া হলে প্রদেয় করের ৫০% বা ৫ লক্ষ টাকা (ধারা ১৯);
- ১২.৩ আমদানী, রপ্তানি বা বিনিয়োগ সংক্রান্ত অসত্য তথ্য প্রদানের জন্য (ধারা ২০);
- ১২.৪ অপ্রদর্শিত বিদেশস্থ সম্পত্তির জন্য (ধারা ২১);
- ১২.৫ সংরক্ষিত আয়, সঞ্চিতি, উদ্ধৃত ইত্যাদির উপর কর (ধারা ২২)
- ১২.৬ স্টক লভ্যাংশের উপর কর (ধারা ২৩);
- ১২.৭ বিশেষ কর প্রদানের মাধ্যমে বিনিয়োগ (ধারা ২৪);
- ১২.৮ কর পরিগণনার বিধান (ধারা ২৫)।

এছাড়াও ১৬৩ ধারায় মোট বিক্রয় বা প্রাপ্তি উপর ০.৬০% (বা ক্ষেত্র বিশেষে ৩%, ২% বা ০.২৫%) ন্যূনতম আয়কর হার আরোপযোগ্য। এই সব ৪০টি ধারায় (ধারা ৮৮-৯২, ৯৪-৯৫, ১০০-১০২, ১০৫, ১০৬, ১০৮, ১১০-১১৮, ১২০-১২৯ ও ১৩২-১৩৯) উৎসে আহরিত আয়কর ন্যূনতম আয়কর হিসাবে গণ্য হয়। দুটি ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট আয়কর (সড়কপথের যানবাহন ও নৌ-যান এর রেজিস্ট্রেশন পর্যায়ে) অন্যান্য ক্ষেত্রে ০.০৫% থেকে ৩০% পর্যন্ত ১৬টি হার বিদ্যমান থাকায় উৎসে আহরিত আয়করের জন্য algorithm এর নকশা তৈরী জটিল ও দূরূহ হয়ে পড়েছে।

আয়কর আরোপের ক্ষেত্রে ধারা ১৬২ অনুযায়ী সরল সুদ (বার্ষিক ১০% হারে) ও ১৭৪ ধারা অনুযায়ী বিলম্ব সুদ (মাসিক ২% হারে) আরোপযোগ্য।

ব্যক্তি শ্রেণী করদাতার করমুক্ত সীমা ব্যতীত ৫টি আয়করের হার আছে (৫%, ১০%, ১৫%, ২০% বা ২৫%)। তদুপরী তাদের বেলায় স্থানভেদে ন্যূনতম আয়কর আরোপযোগ্য। এ ছাড়াও যাদের নীট সম্পদ নির্ধারিত সীমার উর্ধ্বে তাদের বেলায় (১০%, ২০% ৩০% বা ৩৫%) হারে সারচার্জ আরোপযোগ্য।

আবার মূলধনী মুনাফা ও লটারী ইত্যাদির বেলায় আয়কর কর হার যথাক্রমে ১৫% ও ২৫% আরোপযোগ্য।

সমবায় সমিতির বেলায় ২০% ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেলায় ১৫% আয়কর হার আরোপযোগ্য।

কোম্পানী করদাতাদের কর্পোরেট আয়কর হার ব্যবসার প্রকৃতি ভেদে ২২.৫%, ২৫%, ২৭.৫%, ৩৭.৫%, ৪০% বা ৪৫%।

এছাড়া লেনদেন ব্যাংকিং চ্যানেলে করা হলে কর্পোরেট আয়করের হার ২৫%। অন্যদিকে সকল লেনদেন ব্যাংকিং চ্যানেলে করা না হলে মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়করের হার ২৭.৫%

এছাড়াও আয়কর রিটার্ন দাখিলের ব্যর্থতা, উৎসে আয়কর সংগ্রহের রিটার্ন দাখিলের ব্যর্থতা, আয় গোপন সহ আরও কিছু ক্ষেত্রে জরিমানার বিধান আছে।

আয়কর নির্ধারণের পর পুনঃনির্ধারণ (ধারা ২১২), আপিল ইত্যাদিতে হ্রাস করে যাতে মোট আয় এবং আরোপযোগ্য কর পুনঃ পরিগণনা প্রয়োজন হয়।

আয়কর পরিশোধের খাতসমূহ নিম্নরূপ-

- (১) ১৫৪ ধারা অনুযায়ী অগ্রিম আয়কর;
- (২) ১৭৩ ধারা অনুযায়ী আয়কর রিটার্নের সাথে প্রদেয় আয়কর;
- (৩) অংশ ৭ অনুযায়ী উৎসে আয়কর এবং
- (৪) সৃষ্ট দাবীর বিপরীতে পরিশোধিত আয়কর।

এই সব উৎস থেকে পরিশোধিত আয়কর করদাতা ভিত্তিক লেজারে লিপিবদ্ধ থাকা দরকার। আরোপিত আয়কর ও পরিশোধিত আয়কর এর হিসাব সমন্বয়, স্বচ্ছতা ও সঠিকতা এইসব জটিল আইনগত প্রক্রিয়ার কারণে প্রশ্নবিদ্ধ। সার্বিক বিবেচনায় আয়কর আরোপ ও হারের পদ্ধতি সরলীকরণ প্রয়োজন। ১৬৩ ধারার ন্যূনতম আয়কর এর আওতা ধাপে ধাপে সংকুচিত করা প্রয়োজন।

➤ অপ্রদর্শিত আয় ঘোষণার সুযোগঃ

অবৈধ উৎস থেকে অর্জিত আয় বা বৈধ উৎস থেকে অর্জিত কিন্তু কর আরোপিত হয়নি এমন উভয় আয় কর আরোপনের বাইরে আছে। অর্থ বিভাগ পরিচালিত একটি সমীক্ষায় ভূতল অর্থনীতি (underground economy) ও আয়কর জিডিপি'র ১৯৯০-৯১, ১৯৯৪-৯৫ ও ১৯৯৯-২০০০ সময়ে যথাক্রমে ২৮.৪%, ৩২.৪% ও ৩৫.৬% প্রাক্কলন করা হয়। ২০০৬ ও ২০০৮ এ তা যথাক্রমে ৩৬.৬% ও ৩৪.৪% প্রাক্কলন করা হয়।

এই অর্থকে মূল শ্রোতে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে কর মুক্তি (tax amnesty) দেয় হয়। ২০১৭ পর্যন্ত এরূপ সুযোগ নিয়ে আয় ঘোষণার অংক ১৮,৩৭২.১৩ কোটি টাকা। এ থেকে দেখা যায় অপ্রদর্শিত আয় মূল শ্রোতে আসার পরিমাণ যথেষ্ট নয়।

অন্যদিকে তা সৎ করদাতাদের একটি ঋণাত্মক বার্তা দেয়। বিদ্যমান আয়কর আইন, ২০২ এর প্রথম তফশীল অংশ ৩ এ অপ্রদর্শিত সম্পদ বৈধ করার সুযোগ দেয়া আছে। এ বিধান নৈতিকতার মানদণ্ডে সঠিক নয়।

এ কালচার থেকে বেড়িয়ে আসা যুক্তি সঙ্গত। টাকা/সম্পদ বৈধ করা সংক্রান্ত আয়কর আইন, ২০২৩ এর অংশ ৩ বিলোপ করার সুপারিশ করা হচ্ছে।

➤ আয়কর বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামোঃ

বর্তমান ব্যবস্থাপনায় কেবলমাত্র বহৎ করদাতা ইউনিট ব্যতীত অন্য সকল করদাতাদেও সেবা প্রদান মূলতঃ সার্কেল অফিসে সম্পাদন করা হয়। করদাতাদের রেজিস্ট্রেশন, আয়কর রিটার্ন দাখিল, অডিট, কর নির্ধারণ, কর হিসাবকরণ ও সংরক্ষণ, আদায় কংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ, আপীল আদেশ পর্যালোচনা ও আপীলে কর কর্তৃপক্ষের তথ্য উপস্থাপন সকল কর্মকান্ডই কর সার্কেলে সম্পাদন করা হয়। করদাতাদের সার্টিফিকেট প্রদান, আদেশের নকল প্রদান এসব সেবাও সার্কেল অফিস প্রদান কও থাকে। প্রকৃতিভেদে কোম্পানীজ সার্কেল, বৈতনিক সার্কেল ভৌগলিক এলাকাভিত্তিক সার্কেলে কর্ম পরিচালনা হয়ে আসছে। এছাড়াও বিশেষ পেশা ও ব্যবসার জন্যও কিছু সার্কেল গঠিত আছে। বর্তমানে সারা দেশে বহৎ করদাতা ইউনিট ব্যতীত ৪০ টি কর অঞ্চলের অন্তর্গত প্রায় ১০০০টি কর সার্কেলে কর্মকান্ড পরিচালিত হয়ে আসছে।

একই অফিসে বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করায় কর্মসম্পাদন ভিত্তিক পেশাগত দক্ষতা সঠিকভাবে গড়ে উঠছে না। ২০০০ সালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড “Reforms in Revenue Administration” নামক একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। প্রকল্পের সমীক্ষার আলোকে ‘বহৎ করদাতা ইউনিট’ নামে একটি মডেল কর অঞ্চল গড়ে তোলা হয়। সেখানে চলমান কর সার্কেল এর পরিবর্তে কর্মকান্ডের *** ভিত্তিতে ৪টি শাখা, যথা “Taxpayer’s service wing”, “Audit wing” “Revenue Accounting wing” ও “Enforcement, appeal & collection wing” এ সাজানো হয়।

ধারণা করা হয়েছে যে, এই কাঠামো ভিত্তিক কার্যক্রম সফল হলে তা প্রথমে “Middle Tax Payer’s Unit” বা “Small Tax Payer’s Unit” এই কাঠামোই অফিস কাঠামোতে রূপান্তর করা হবে। European Union পরিচালিত করদাতা জরীপে বহৎ করদাতা ইউনিটের সেবা করদাতাদেও অধিক সন্তোষজনক পাওয়া যায়। মোট আয়কর রাজস্বেও প্রায় ৩০% আয়কর রাজস্ব বহৎ করদাতা ইউনিটে আহরিত হয়। তবে এর পরেও এই মডেল ধাপে ধাপে সম্প্রসারণের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে উদ্যেচস নেয়া হয়নি।

দক্ষভাবে কর্মপরিচালনার লক্ষ্যে কাজের সংস্কার উত্তম পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কওে অফিসের কাঠামো পুনর্বিদ্যায় করা দরকার। তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক কর্ম পরিচালনা করতে হলে বিদ্যমান জনবলের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন হবে। বহৎ করদাতা ইউনিটের মডেল অর্থাৎ financial ভিত্তিক কর অফিস পুনর্গঠন ধাপে ধাপে সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।

➤ তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলাঃ

করদাতাদের আয় সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্য অডিটে ব্যবহৃত না হয়ে আয়কর কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাক্রমেতার ভিত্তিতে করদাতার ব্যবসার বিক্রয়/প্রাপ্তি, স্থূল মুনাফা ইত্যাদি নির্ণয় করা হয়। এত করদাতা ও কর কর্তৃপক্ষের মধ্যে দূরত্ব তৈরী হয়। কর dispute বেড়ে যায়। এ ব্যবস্থা নিরসনের জন্য করদাতার আয় সংক্রান্ত তথ্যের একটি তথ্যভান্ডার গড়ে তোলা যেতে পারে। কোন করদাতার আয়কর রিটার্ন অডিটকালে আয়কর কর্তৃপক্ষ তথ্য ভান্ডারের সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে অগ্রসর হবেন। এতে করে কর dispute হ্রাস পাবে। অন্যদিকে করদাতা যদি জানে যে তার আয় সংক্রান্ত তথ্য আয়কর কর্তৃপক্ষের কাছে আছে তা হলে তিনি অসত্য তথ্য ও আয় গোপন থেকে বিরত থাকবেন।

➤ **আয়কর আইনের পরিবর্তনঃ**

আয়কর আইন, ২০২৩ এর কিছু কিছু বিধান কর ন্যায্যতা ও ব্যবসা বাস্তব নয়। ক্ষেত্র বিশেষে তা cost of doing business এ অযৌক্তিক বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে এবং বিনিয়োগের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। আন্তর্জাতিক মানদণ্ডেও এসব বিধান যথাযথ আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চা এর পরিপন্থী।

এইসব বিধান পরিবর্তন করা হলে তা রাজস্বের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে না।

প্রস্তাবিত আয়কর আইনের পরিবর্তন-

ক্রমিক নং	আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত পরিবর্তন	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি
১।	২(৩১)	শিল্প বা বাণিজ্য সংগঠন, সমবায় সমিতি, শিল্প প্রতিষ্ঠান, সরকারি কর্তৃপক্ষ, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাকে কোম্পানীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	এই সব সত্বকে কোম্পানী সংজ্ঞা বহির্ভূত রাখা	ইতোপূর্বে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২(১৫) বা ভারতের আয়কর অধ্যাদেশ ধারা ২(১৬) -তে এদের কোম্পানীর সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এটি ধারা ২(৬৯) এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এটি ২(৬৯) ধারায় করদাতার শ্রেণী বিন্যাস এবং আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার বিরোধী।
২।	২(৮২)	সদস্য (কর) এর সংজ্ঞা	এই সংজ্ঞা বিলোপ করা যেতে পারে।	আইনের ৪ ধারায় তিনি আয়কর কর্তৃপক্ষ নয় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড পৃথক আইনে চলে। তদুপরি পূর্বের আইনে তা ছিল না।
৩।	১৩(২)(ঘ)	এই ক্লজটির আওতায় ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অবসরপ্রাপ্তদেরকে উপ কর কমিশনার ট্রাইবুনালের সদস্য হতে পারেন।	ক) যিনি কর কমিশনার হিসাবে কর্মরত ছিলেন; খ) যিনি ধারা ৩২৭ অনুযায়ী কর আইনজীবী হিসাবে অন্যান্য ১০ (দশ) বছর পেশাগত দায়িত্ব পালন করেছেন।	ট্রাইবুনালের সদস্য বোর্ডের সদস্য কর কমিশনার বা জেলা জজ পদমর্যাদার এই পদে তাদের নীচের পদে অবসরপ্রাপ্তদের এই পদে রাখা অযৌক্তিক।
৪।	২(৮০)	রপ্তানির সংজ্ঞা- “রপ্তানি” অর্থ বাংলাদেশের অভ্যন্তর হইতে বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমার বাহিরে কোন পণ্য বা সেবার সরবরাহ এবং অভ্যন্তরীণ ব্যাক টু ব্যাক এলসির অধীন রপ্তানিমুখী শিল্পে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কাঁচামাল ও অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ ও রপ্তানি অর্থে অন্তর্ভুক্ত হইবে।	এই সংজ্ঞার পর নিম্নরূপ ব্যাখ্যাংশ সংযুক্ত করা যেতে পারে- ব্যাখ্যাঃ এই দফার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে,- ক) স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কাঁচামাল বা উপকরণ যাহা রপ্তানিমুখী শিল্পের উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় এবং ব্যাক-টু-ব্যাক লেটার অব ক্রেডিট এর মাধ্যমে সরবরাহ করা হয় তাহার সরবরাহ রপ্তানি হিসাবে গণ্য হইবে; খ) আন্তর্জাতিক দরপত্রের বিপরীতে সরবরাহকৃত পণ্য বা সেবা যাহার মূল্য বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধ করা হয় তাহা রপ্তানি হিসাবে গণ্য হইবে।	সকল প্রচ্ছন্ন রপ্তানীকে এর অন্তর্ভুক্ত করা দরকার যা মূসক আইনের ২(৬০)/২(৬২) ধারার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং তা রপ্তানি বহুমুখীকরণে সহায়ক হবে।

ক্রমিক নং	আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত পরিবর্তন	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি
৫।	৩৭	“ভাড়া হইতে আয়” নিরূপনে বার্ষিক ভাড়ার সহিত সমন্বয়যোগ্য অগ্রীম যোগ করার বিধান আছে (১) ক = (খ+গ+ঘ+ঙ)-চ (২) ক = (খ+গ+ঘ)।	ধারা ৩৭ সম্পূর্ণ মোট ভাড়ামূল্যের উপর ভাড়া হইতে আয় পরিগণনা করার বিধান করা যেতে পারে। পূর্বতন আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৪ এর অনুরূপ বিধান করে এ ধারাটি বিন্যাস করা যেতে পারে।	তাহা না হইলে একই অংক দুই বার নেয়া হচ্ছে।
৬।	৫২(২)	গৃহীত ঋণের অর্থ স্থানান্তর করা হলে তা বিয়েজনেযোগ্য হবে না।	এই উপ ধারাটি বিলোপ করা যেতে পারে।	১০৪ ধারায় এক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের বিধান করা হয়েছে। ৫৫(ক) ধারা অনুযায়ী উৎসে কর কর্তন না করা হলে তা বিয়েজনেযোগ্য হবে না এরূপ বিধান আছে। ১০৪ ও ৫২(২) ধারা সহাবস্থান করলে একই আয় দুইবার কারারোপযোগ্য হবে।
৭।	৬৭(৩)	সম্পদ পরিবৃদ্ধি ও খরচের সমষ্টি নিরূপিত আয় দ্বারা আবৃত না হলে অনাবৃত অংশ আয় হিসাবে গণ্য হয়।	অনাবৃত অংকটি করদাতার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না থাকলেই কেবল আয় হিসাবে গণ্য হবে- এরূপ পরিবর্তন করে বিধানটি পুনর্বিদ্যাস করা যেতে পারে।	আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১৯(৩)/১৯(৪) ধারায় করদাতার গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা প্রদানে ব্যর্থ হলে এই আয় গণ্যের বিধান ছিল।
৮।	৬৭(৬)	লিজ বা ভাড়ার মাধ্যমে সেলামী বা প্রিমিয়াম আকারে কোন করদাতা কর্তৃক কোন আয়বর্ষে কোন এককালীন অর্থ প্রাপ্ত বা প্রাপ্য হইলে তাহা করদাতার উক্ত আয়বর্ষে “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” খাতের আয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইবে।	এই উপ-ধারায় নিম্নরূপ শর্তাংশ সংযোজন করা যেতে পারে- তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত আয় লীজের মেয়াদব্যাপী বা সর্বোচ্চ পাঁচ বৎসর এই দুইয়ের মধ্যে যেটি কম সেই মেয়াদের মধ্যে উক্ত আয় সংশ্লিষ্ট করদাতার ইচ্ছানুযায়ী বন্টন করা যেতে পারে।	আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১৯(৯) এ এরূপ শর্তাংশ ছিল। তাই split যুক্তিযুক্ত।
৯।	নবম অধ্যায়	বিভিন্ন স্থানে “ক্ষতি” শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।	“ক্ষতি” এর পরিবর্তে “লোকসান” শব্দ প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে।	ইংরেজীতে ক্ষতির শাব্দিক অর্থ damage এবং লোকসানের শাব্দিক অর্থ loss।

১০।	৭০	ব্যবসার ক্ষতির আর্থিক পরিসম্পদের আয়ের বিপরীতে সমন্বয়যোগ্য নয়।	ব্যবসার ক্ষতির আর্থিক পরিসম্পদের আয়ের বিপরীতে সমন্বয়যোগ্য করা যেতে পারে।	মোট আয়ের ভিত্তিতে সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী করহার আরোপযোগ্য। সকল উৎসের আয়ের সমষ্টি হলো “মোট আয়”। করমুক্ত বা হ্রাসকৃত হারে কর আরোপযোগ্য বা মূলধনী আয় ছাড়া অন্যান্য আয় সমন্বয়যোগ্য না করা অযৌক্তিক।
১১।	৭৫(১)	কোনো করদাতা কর্তৃক প্রদত্ত রিটার্ন, বিবরণ বা জমাকৃত নথি, বা অডিট বা কর নির্ধারণ কার্যক্রম চলাকালে উল্লিখিত দাবি যাচাইযোগ্য না হইলে তাহা অগ্রাহ্য করিবার ক্ষেত্রে এই অধ্যায়ের কোনো কিছুই আয়কর কর্তৃপক্ষে ক্ষমতাকে বারিত করিবে না।	“অডিট” শব্দটির স্থলে “নিরীক্ষাকৃত হিসাব বিবরণী” শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে।	“অডিট” শব্দটি বাক্যের ধারাবাহিকতায় অর্থ বহন করে না।
১২।	৭৬ (১)	(১) বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোনো ব্যক্তিকে বা কোনো শ্রেণীর ব্যক্তিগণকে কর অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।	নিম্নরূপ প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে- “(১) বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোনো শ্রেণীর আয়কে বা কোনো শ্রেণীর ব্যক্তিগণকে নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য কর অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।”	কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে কর অব্যাহতি দেওয়া সংবিধান পরিপন্থী। তদুপরী নির্ধারিত সময়ের জন্য অব্যাহতি বাঞ্ছনীয়।
১৩।	৭৬(৬)	কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোনো উৎসের আয় বা ব্যক্তির আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে ধারা ৫৫ এর অধীন অননুমোদিত কোন ব্যয়, ক্ষেত্রমত, উক্ত উৎসের আয় বা ব্যক্তির আয় বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত আয়ের উপর নিয়মিত হারে কর প্রদেয় হইবে।	কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোন উৎসের আয় বা ব্যক্তির আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে ধারা ৫৬ এর অধীন বিশেষ ব্যবসায় আয় বা ‘ব্যবসায় হইতে আয়ের বিশেষ ক্ষেত্র’ হিসাবে গণ্য কোন আয়, ক্ষেত্রমত উক্ত উৎসের আয় বা ব্যক্তির আয় বলিয়া গণ্য হবে এবং উক্ত আয়ের উপর নিয়মিত হারে আয়কর প্রদেয় হইবে।	ধারা ৫৬ এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করা সম্ভব।

১৪।	৭৯(ক)	“(ক) ফসল উৎপাদন;”	“(ক) কৃষি হইতে আয়;” প্রতিস্থাপন	এর দ্বারা মৎস্য চাষ, হাঁস মুরগীর খামার এর আওতা বহির্ভূত থেকে গেছে। প্রকৃতপক্ষে সমবায় সমিতিসমূহ ফসল উৎপাদন নয় বরং “মৎস্য চাষ, হাঁস মুরগীর খামার, গবাদী পশুর চাষ” ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকে।
১৫।	৮৯ ও উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধি ৩	(ক) উপ বিধি (১) এর দফা (খ) এর উৎসে কর কর্তনের হার ৭% (খ) উপ বিধি ১ এর দফা (গ) এর ক্রমিক নং ১৩ তে উৎসে কর কর্তনের হার ৩%	(ক) ১(খ) তে উৎসে কর কর্তনের হার ৫% নির্ধারণ করা (খ) ১(গ) এর ক্রমিক নং ১৩ তে উৎসে কর কর্তনের হার ৩% থেকে প্রথমে ২%, পরে ১% ও পরবর্তীতে প্রত্যাহার করা	(ক) ভিত্তিমূল্যের ভিত্তিতে এই উৎসে কর কর্তিত হয়। এই হার progressive taxation এর ধারার পরিপন্থী। তদুপরী ছোট ছোট ঠিকাদাররা অতিরিক্ত করদায়ে পড়েন। বর্ধিত উৎসে কর পূর্ত কাজের ব্যয় বৃদ্ধি করে যার ফলে জনগণকে বর্ধিত হারে সেবা নিতে হয়। খ) উৎসে কর আরোপের ফলে শিল্প উৎপাদনের কাঁচামালের ব্যয় বৃদ্ধি পায়। পশ্চাৎশিল্প এর আরোপের ফলে বিপুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যা শিল্পায়নে ঋণাত্মক প্রভাব ফেলে। ধাপে ধাপে প্রত্যাহার করা যেতে পারে।
১৬।	১০২	আরা ১০২ এর উপ ধারা (১) এর সারণীর ক্রমিক নং ১	ক্রমিক নং ১ হইতে “ট্রাস্ট” শব্দটির বিলোপ।	কিছু “ট্রাস্ট” দাতব্য কাজে নিয়োজিত ক্রমিক নং ১ থেকে তা অপসারণ করা হলে ক্রমিক নং ৩ অনুযায়ী ১০% হারে উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে। উল্লেখ্য ব্যংক আমানত থেকে “আবগারি শুদ্ধ” আহরণ করা হয়। ব্যংক সমূহ হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ ফি সহ বিভিন্ন সেবা ফি আহরণ করে থাকে। বেশি হারে উৎসে কর আরোপিত হলে তা সঞ্চয়ের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।
১৭।	১০৯(৩)	“মূল্যায়নযোগ্য আয়” এর পরিবর্তে কর আরোপযোগ্য আয় নাই তাদের বেলায় উপ কর কমিশনার উৎসে আয়কর কর্তন ব্যতীত ভাড়ার আয় প্রদানের আদেশ দিতে পারেন।	“মূল্যায়নযোগ্য আয়” এর পরিবর্তে “কর আরোপযোগ্য আয়” শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে।	মুদ্রণজনিত ত্রুটি সংশোধন
১৮।	১২০	বাণিজ্যিক আমদানীর বেলায় উৎসে কর কর্তনের হার ও শিল্পোৎপাদনের কাঁচামাল ও মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির বেলায় উৎসে কর কর্তন হার	শিল্পের কাঁচামাল ও মূলধনী যন্ত্রপাতির জন্য হ্রাসকৃত হার করা যেতে পারে।	শিল্পের কাঁচামাল ও শিল্প উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় এরূপ মূলধনী যন্ত্রপাতি ও বাণিজ্যিক আমদানির ক্ষেত্রে একই হারে উৎসে আয়কর কর্তন যুক্তিসূক্ত নয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থা সৃষ্টির লক্ষ্যে এই পরিবর্তন প্রয়োজন।

১৯।	১৩২	মূল ধারায় ও শর্তাংশে মোট মালামালের/পরিবহনকৃত মালের উপর ৫%/৩% হারে উৎসে আয়কর সংগ্রহের বিধান আছে।	মূল ধারায় “মোট মালামালের” পরিবর্তে “মালামালের মোট ভাড়ার” শব্দগুলি প্রতিস্থাপন এবং শর্তাংশে “পরিবহনকৃত মালের” শব্দগুলির পর “ভাড়ার” শব্দটি সংযোজন করা যেতে পারে।	অনুবাদ জনিত ক্রটি সংশোধন।
২০।	১৪০	ভিত্তি মূল্যের সংগা।	চুক্তি মূল্যকে ভিত্তি মূল্য থেকে বাদ দেয়া যেতে পারে।	চুক্তি অনেক সময় একাধিক বছরের জন্য হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে চুক্তিমূল্যকে ভিত্তি মূল্য হিসেবে গণ্য করা যুক্তিযুক্ত নয়।
২১।	১৪১	উৎসে কর কর্তনের বিকল্প এস আয় পদ্ধতি	ধারাটি বিলোপ করা যেতে পারে।	আয়করের মূলনীতি ও উত্তম চর্চার পরিপন্থী।
২২।	১৪২	উৎসে কর সংগ্রহের সাধারণ বিধান।	উপ-ধারা (১) এ PSR না উপস্থাপন করা হলে ৫০% অধিক হারে কর কর্তন করার বিধান। উপ-ধারা (২) এ ব্যাংক এর মাধ্যমে ছাড়া অর্থ পরিশোধ করা হলে ৫০% অধিক হারে আয়কর কর্তন করার বিধান।	ধারা ১৬৬(২) এ কতিপয় ক্ষেত্রে আয়কর রিটার্ন দাখিল optional করা হয়েছে। ২৬৬(৪) ধারায় বোর্ড কোন ব্যক্তিকে আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিলের অব্যাহতি দিতে পারে। এদের ক্ষেত্রে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিলের ব্যর্থতার জন্য বর্ধিত হারে উৎসে আয়কর কর্তন যুক্তিযুক্ত নয়।
২৩।	১৫০(২)	উৎসে কর্তৃত বা সংগৃহীত কর যে আয়বর্ষে কর্তন বা সংগ্রহ করা হইয়াছে, সেই আয়বর্ষে উক্ত ব্যক্তির করদায় নির্ধারণের ক্ষেত্রে উহার ক্রেডিট প্রদান করা হইবে।	যে আয় বর্ষে কোন আয়ের জন্য করদায় নির্ধারিত হচ্ছে, সেই আয় বর্ষে উক্ত আয় সংশ্লিষ্ট উৎসে কর্তৃত বা সংগৃহীত করের ক্রেডিট প্রদান করা হবে। তবে শর্ত থাকে যে কোন কারণে কোন আয় এর উপর কর দায় নির্ধারণ এবং পরিশোধ পূর্বেই করা হলে এবং উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহ পরে করা হলে, তা ধারা ১৬৩(২) অনুযায়ী ন্যূনতম করের আওতার বহির্ভূত থাকবে এবং অন্য যে কোন কর দায়ের সাথে সমন্বয়যোগ্য হবে বা সমন্বয়ের সুযোগ না থাকলে প্রত্যার্ণ দাবী করা যাবে। এবং	বর্তমানে অধিকাংশ উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহ ন্যূনতম আয়করের অধীনে থাকার ফলে করদাতাদের একই আয়ের উপর দুইবার কর প্রদানের সম্ভাবনা থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কোন করদাতা কোন আয়বর্ষে ক্রেতার নিকট থেকে অগ্রীম গ্রহণ করলেন, কিন্তু সেই আয় বর্ষে তার revenue recognized হলো না। ক্রেতা অগ্রীম পরিশোধের সময় উৎসে কর কর্তন করে দেয় এবং তা উক্ত করদাতার ন্যূনতম করদায় হিসেবে গণ্য হয়ে যায়। পরবর্তী বছরে যখন ধফাধহপব থেকে revenue recognized হয়, তখন তার হবঃ চুড়ভরঃ এর উপর নিজের ফান্ড থেকে সম্পূর্ণ কর প্রদান করতে হয়। এতে একই আয়ের উপর দুই বছরে দুইবার কর প্রদানের আশংকা থেকে যায়। এ প্রসঙ্গে আয়কর পরিপত্র ২০২৩-২০২৪ এর উদাহরণ ৪৭ এবং ৪৮ দ্রষ্টব্য। আবার, কোন আয় বর্ষে কোন করদাতার revenue recognized হলো এবং receivable থেকে

			ধারা ১৬৩(৩) এ ধারা ১৫০(২) এর বর্ণিত শর্তাধীন ক্ষেত্র ন্যূনতম করের আওতা বহির্ভূত হিসেবে উল্লেখ থাকবে।	গেল। উক্ত আয়বর্ষের জন্য করদাতা নিজের ফান্ড থেকে কর প্রদান করলেন। পরবর্তী বছরে ক্রেতা অর্থ পরিশোধ করলেন এবং উৎসে কর কর্তন করলেন। কিন্তু যেহেতু এটা ন্যূনতম কর, তাই উৎসে কর্তিত কর করদাতার জন্য পুনরায় খরচ হিসেবে গণ্য হবে। সুতরাং এভাবেও একই আয়ের উপর দুইবার কর প্রদানের আশংকা থেকে যায়। সেজন্য ধারা ১৫০(২) এবং ১৬৩(৩) প্রস্তাবিতভাবে সংস্কার প্রয়োজন।
২৪।	১৫৩(২) এর শর্তাংশ	কোন ব্যক্তি একাধিক মোটরযানের মালিক হলে একের অধিক প্রতিটি যানবাহনের জন্য ৫০% অধিক কর পরিশোধ করবে।	“ব্যক্তি” এর পরিবর্তে “স্বাভাবিক ব্যক্তি” প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে।	“স্বাভাবিক ব্যক্তি” ব্যতীত অন্য ব্যক্তিদের দাপ্তরিক কাজের জন্য একাধিক যানবাহনের প্রয়োজন হয়। তাদের বেলায় এই বিধান প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত নয়।
২৫।	১৬৩ ন্যূনতম কর	১) বর্তমানে ৪০ ধারায় উৎসে কর কর্তন ন্যূনতম কর হিসাবে গণ্য হয় (উপ-ধারা ২(খ)); ২) এই ধারার উপ-ধারা (৪) অনুসারে গ্রস প্রাপ্তির ০.৬০%/ ০.২৫%/২% /৩%/০.১% ন্যূনতম কর গণ্য হবে।	১) এই ধারাটি ধাপে ধাপে বিলোপ করা যেতে পারে। প্রথম ৪০ টি ধারার মধ্যে ৮৮, ১০২, ১১৭, ১২৮, ১৩২, ১৩৫ ও ১৩৬ ধারাসমূহকে এ ধারার আওতা বহির্ভূত রাখা যেতে পারে। ২) ব্যক্তি সংঘ ও স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা এবং শিল্পোৎপাদন ও রপ্তানি ব্যবসায় নিয়োজিত করদাতাদের এই ন্যূনতম আয়করের আওতা বহির্ভূত করা যেতে পারে।	আয়করের মূলনীতি ও উত্তম চর্চার পরিপন্থী।
২৬।	১৬৭	উত্তরাধিকার সূত্রে বা দানসূত্রে প্রাপ্ত পরিসম্পদের মূল্য পরিসম্পদ ও দায় বিবরণীতে প্রদর্শনের বর্তমানে বিধান নাই।	১৬৭(৬) এর পর নিম্নরূপ নতুন (৬ক) উপ-ধারা সন্নিবেশ করা যাইতে পারে। যথা- (৬ক) যেইক্ষেত্রে কোন স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা দানসূত্রে বা উত্তরাধিকার সূত্রে কোনো পরিসম্পদ অর্জন করিয়াছেন সেইক্ষেত্রে তিন অর্জনের তারিখের বাজারমূল্য উক্ত পরিসম্পদের মূল্য হিসাবে প্রদর্শন করিবেন।	এত কর পরিসম্পদ জনিত সারচার্জ এর ট্রেডি অপসারিত হইবে।

২৭।	১৭০ ক	রিটার্ন দাখিলের প্রাপ্তি স্বীকারপত্র	বিধান নাই	করদাতা আয়কর রিটার্ন দাখিল করলে উপ কর কমিশনার বা তাহার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত আয়কর কর্তৃপক্ষ স্বাক্ষর করতঃ প্রাপ্তিস্বীকার পত্র প্রদান করিবেন এরূপ নতুন বিধান সংযোজন করা যাইতে পারে।
২৮।	১৭৪	(ক) কর দিবসের পরে রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে কর পরিগণনা; (খ) কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের বেলায় কর দিবসের পরে আয়কর রিটার্ন দাখিল করা হলে কর অব্যাহতি সুবিধা বাতিল হয়।	(ক) বিদ্যমান আইনে প্রবাসী ওয়েজ আর্নারদের কর দিবসের পরে রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে বিশেষ বিধান নাই। (খ) কর দিবসের পরে আয়কর রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমাণা ও স্বীকৃত আয়কর দায়ের উপর জরিমানার বিধান আছে। এমতাবস্থায় ধারা ১৭৪ সংশোধন করে কর অব্যাহতি বাতিল এর অংশটুকু এই ধারা থেকে বাদ দেয়া যেতে পারে।	ক) সূত্রের (খ) এর দফা (অ) এর পর নিম্নরূপ শর্তাংশ সন্নিবেশ করা যেতে পারেঃ তবে শর্ত থাকে যে, ষষ্ঠ তফসিল, অংশ-১, এর অনুচ্ছেদ (১৭) এর ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না; খ) আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় এর সাথে কর অব্যাহতির প্রাপ্যতা যুক্ত করা সঠিক নয়।
২৯।	১৮২	অডিটের কার্যক্রম আইনে বিস্তারিতভাবে আনা হয়েছে।	অডিটের কার্যক্রমসমূহ আইনে না এনে তা বিধিতে আনা যেতে পারে। সকল করদাতাদের অডিট একই পদ্ধতিতে না এনে তা বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র করদাতাদের জন্য এই রাখাও যুক্তিযুক্ত নয়। ১৮০ ধারাটি নিম্নরূপ প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে। ১৮২ ধারা অনুযায়ী অডিট- ১) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড দাখিলকৃত রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন অডিট এর জন্য criteria নির্ধারণ করিবে। ২) criteria অনুযায়ী ডিজিটাল ভিত্তিতে রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন অডিটের জন্য নির্বাচন করিবে।	সকল শ্রেণীর বা সকল আয় শ্রেণীর একই পদ্ধতির অডিট কাজিত নয়। যুক্তিসঙ্গত বা বাস্তব ভিত্তিক নয়, এই বিষয়টি সরলীকরণ করা হলে একদিকে তাহা করদাতা বাস্তব হবে অন্যদিকে হয়রানি হ্রাস পাবে।

			<p>৩) অতঃপর নির্বাচিত রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্নের তালিকা উপ কর কমিশনারের নিকট অডিটের জন্য প্রেরণ করিবে।</p> <p>৪) উপ কর কমিশনার অডিট সম্পন্ন করিয়া ক্ষেত্রমতে ১৮-৩ বা ১৮৪ ধারায় কর নির্ধারণ সম্পন্ন করিবে।</p> <p>৫) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রয়োজনবোধে কোন শ্রেণীর বা কোন আয় শ্রেণীর অডিট সম্পাদনের জন্য পদ্ধতি নির্ধারণের জন্য বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।</p>	
৩০।	প্রথম তফসিল অংশ ৩	বাড়ী/ফ্ল্যাট/এপার্টমেন্ট, সিকিউরিটি, ব্যাংক আমানত বা অন্যান্য অপ্রদর্শিত পরিসম্পদে বিনিয়োগ ১৫% আয়কর প্রদান সাপেক্ষে এমনকি অন্যান্য আইনেও ব্যাখ্যা হতে অব্যাহতি।	প্রথম তফসিল অংশ ৩ বিলোপ করা যেতে পারে।	অপ্রদর্শিত বিনিয়োগ প্রদর্শনের সুযোগ প্রদান, ন্যায় নীতির পরিপন্থী এবং সং করদাতাদের জন্য ঋণাত্মক বার্তা প্রদান করে।
৩১।	অংশ-৭ এর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়	এই দুইটি অধ্যায়ে উৎসে আয়কর সংগ্রহের ৫৪টি ধারা আছে। উৎসে কর্তনের বিভিন্ন হার ০.০৫% থেকে ৩০% আছে। সড়ক যানবাহন ও নৌ-যানের জন্য ক্যাপাসিটির ভিত্তিতে উৎসে কর সংগ্রহের হার আছে।	<p>ক) সমগ্র অধ্যায় পর্য্যালোচনাপূর্বক যুক্তিসঙ্গত হার নির্ধারণ করা যেতে পারে। প্রয়োজনবোধে এ বিষয়ে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করা যেতে পারে।</p> <p>খ) বাৎসরিক ৫ কোটি টাকার কম রাজস্ব সংগৃহীত হয়েছে এইসব উৎসে কর সংগ্রহের ধারা বিলোপ করা যেতে পারে।</p> <p>গ) ১০৫ ধারায় স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল বা গ্রাচুইটি তহবিলের সঞ্চয়পত্রের সুদেও উৎসে কর কর্তন থেকে অব্যাহতি দেয়া যেতে পারে।</p>	উৎসে কর কর্তন যৌক্তিক পর্যায়ে আনা যুক্তিসূক্ত।
৩২।	ষষ্ঠ তফসিল, অংশ-১ এর অনুচ্ছেদ-২০	অনুচ্ছেদ-২০ এর উপ-অনুচ্ছেদ (খ) এর দফা (অ) তে কেবলমাত্র চাষাবাদ আয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	অনুচ্ছেদ-২০ এর উপ-অনুচ্ছেদ (খ) এর দফা (অ) এর পর নিম্নরূপ দফা (অঅ) সন্নিবেশ করা যেতে পারে, যথাঃ- “(অঅ) মৎস্য চাষ ও হাঁস মুরগীর খামার হইতে উদ্ভূত আয়।”	মৎস্য চাষ ও হাঁস মুরগীর খামারকে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রদত্ত সুবিধা প্রত্যাহারের প্রেক্ষিতে এই সংশোধন প্রয়োজন।

৫: ঘ: ৮। আয়কর বিষয়ক প্রেক্ষাপট ও সুপারিশঃ

- ১.১। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে সংগৃহীত আয়কর রাজস্ব ৭৫,৩৪২ কোটি টাকা থেকে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ১,২১,৯৭৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। গড়ে প্রতি বছরের প্রবৃদ্ধি ১৫.২৩%। তবে এই সময়ে আয়কর রাজস্ব ৪ জিডিপি হারে স্থবিরতা লক্ষ্য করা যায় ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে এ হার ছিল ২.৪১%।
- ১.২। বিগত বৎসর গুলিতে আয়করের আওতার বিস্তৃতিতে অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। ৩০/০৬/২০২১ তারিখে নিবন্ধিত স্বাভাবিক ব্যক্তি আয়কর দাতার সংখ্যা ৬১,৬৬,০২৫ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩০/০৬/২০২৪ তারিখে ১,০১,৫৮,৯১৪ তে দাঁড়ায়। কোম্পানী আয় করদাতার সংখ্যা ৩০/০৬/২০২১ তারিখে ১,৫৪,৪১৮ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩০/০৬/২০২৪ তারিখে ১,৮২,৯২২ তে দাঁড়ায়।
- ১.৩। আয়কর রিটার্ন দাখিলের সংখ্যাও বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। ২০২০-২১ অর্থ বছরে দাখিলকৃত ব্যক্তি শ্রেণীর আয়কর রিটার্নের সংখ্যা ৩১,৯৬,১৩১ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ৬৫,১৮,০১৯ এ দাঁড়ায়। অন্যদিকে দাখিলকৃত কোম্পানী আয়কর রিটার্নের সংখ্যা ২০২০-২১ অর্থ বছরে ৩৫,০৩৫ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ৬৩,৩১৬ তে দাঁড়ায়। নিবন্ধিত আয়কর দাতাদের আয়কর রিটার্ন দাখিলের হার বৃদ্ধি পেলেও এখনও বিপুল সংখ্যক করদাতা আয়কর রিটার্ন দাখিল থেকে বিরত আছে।
- ১.৪। ব্যক্তি শ্রেণীর আয় করদাতাদের বিদ্যমান ৬ স্তরের আয়করের হার ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৭ স্তর করা হয়েছে। করমুক্ত আয়ের সীমা ৩,৫০,০০০/- টাকায় অপরিবর্তিত থাকলেও ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের জন্য সর্বোচ্চ আয়করের হার ২৫% থেকে ৩০% এ বাড়ানো হয়েছে। ব্যক্তি শ্রেণীর আয়করের হার ১ বা ২ বছরের পরিবর্তে ৫ বছরের জন্য নির্ধারণ করার সুপারিশ করা হচ্ছে যা কর পরিকল্পনা ও বিনিয়োগের সিদ্ধান্তের জন্য সহায়ক হবে। করমুক্ত আয়ের সীমা মূল্যস্ফীতির হারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে বিন্যস্ত করার সুপারিশ করা হচ্ছে। সেই সাথে ব্যক্তি শ্রেণীর নির্ধারিত করদাতাদের ছুল প্রাপ্তির উপর নির্ধারিত হারের ন্যূনতম আয়কর আরোপ বিলোপের সুপারিশ করা হচ্ছে।
- ১.৫। বর্তমান ব্যবস্থায় ১০টি কর্পোরেট আয়করের হার আছে (পরিশিষ্ট ২ দ্রষ্টব্য), যা আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তদুপরি ব্যাংকিং চ্যানেলে লেনদেন করা হলে বা না করা হলে ভিন্ন আয়করের হার আরোপযোগ্য। কর্পোরেট আয়করের হারের সংখ্যা কমিয়ে আনার সুপারিশ করা হচ্ছে। প্রয়োজনবোধে নিরুৎসাহিত খাতের জন্য সারচার্জ আরোপ করার সুপারিশ করা হচ্ছে।
- ১.৬। সম্পদ করের বিকল্প ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতাদের উপর সারচার্জ আরোপ অব্যাহত রাখার সুপারিশ করা হচ্ছে।
- ১.৭। উৎসে আয়করের ব্যাপ্তি অতি বিস্তৃত। উৎসে আয়করের হার বহুবিধ, ব্যাংকিং চ্যানেলে অর্থ পরিশোধ করা না হলে হার ৫০% বৃদ্ধির বিধান আছে। অন্যদিকে অর্থ গ্রহণকারীর আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিল করা না হলে আরো ৫০%

হারে আয়কর কর্তন হয়। আয়কর কর্তন হারের কোন ভিত্তি পাওয়া যায় না। এতে করে ব্যবসায় ব্যয় বেড়ে যায়। ৬৮টি খাত থেকে উৎসে আয়কর সংগৃহীত হলেও প্রধানতঃ ৩টি খাত থেকে ৫০% আয়কর রাজস্ব সংগৃহীত হয় (আমদানি, ঠিকাদার/সরবরাহকারী ও ব্যাংক আমানতের সুদ)। কয়েকটি খাত থেকে উৎসে আয়কর সংগ্রহের পরিমাণ খুব নগণ্য। এ বিষয়ে সুপারিশ নিম্নরূপঃ

- (ক) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে এ সম্পর্কিত সমীক্ষা পরিচালনা করে যুক্তিসঙ্গত উৎসে আয় করের হার নির্ধারণ করা;
- (খ) ছোট ছোট কম রাজস্ব আহরণকারী খাতকে উৎসে আয়করের আওতা বহির্ভূত করা; এবং
- (গ) প্রাথমিকভাবে নগদ লেনদেন ও আয়কর রিটার্ন দাখিল না করার কারণে বর্ধিত হারে উৎসে আয়কর সংগ্রহের বিধান বিলুপ্ত করা। প্রয়োজনবোধে আডিটকালে বিষয়টি যাচাই করা যেতে পারে।

১.৮। আয়কর আইন, ২০২৩ এর ১৬৩ ধারায় নূন্যতম আয়করের বিধান আছে। এই বিধান অনুসারে লাভ লোকসান নির্বিশেষে ছূল প্রাপ্তির উপর শতাংশ হারে নূন্যতম কর দিতে হয়। আবার ৪০টি উৎসে আয়করের ক্ষেত্রে উৎসে সংগৃহীত আয়কর নূন্যতম আয়কর হিসাবে আরোপিত হয়। এই ধারণা আয়করের মূলনীতির পরিপন্থী। প্রাথমিকভাবে ব্যক্তি সংঘ ও স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা এবং শিল্পোৎপাদন ও রপ্তানি ব্যবসায় নিয়োজিত করদাতাদের এই নূন্যতম আয়করের আওতামুক্ত করে এর প্রভাব পর্যালোচনা করা যেতে পারে। একই সাথে ৪০টি ধারার মধ্যে ০৭টি ধারাকে (ধারা ৮৮, ১০২, ১১৭, ১২৮, ১৩২, ১৩৫, ও ১৩৯) রেখে বাকী ৩৩ টি ধারাকে আওতার বাইরে আনা যায়। পরবর্তীতে ধাপে ধাপে এই বিধানটি বিলুপ্ত করার সুপারিশ করা হচ্ছে।

১.৯। আয়কর অব্যাহতির ফলে রাজস্বের ভিত্তি সংকুচিত হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সমীক্ষায় দেখা যায় ২০২১-২২ অর্থ বছরে প্রত্যক্ষ করের রাজস্ব অব্যাহতি জনিত হারানো রাজস্বের প্রাক্কলন ১,১৫,০৫৬ কোটি টাকা। বিদ্যমান আয়কর আইনের ধারা ৭৬ এর আওতায় একজন সুনির্দিষ্ট করদাতাকে আয়কর অব্যাহতি দেয়া যায়। এ বিধানের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্বৈচ্ছাধীন ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে। বিদ্যমান আয়কর আইনের ষষ্ঠ তফশীল ও বিভিন্ন সরকারী প্রজ্ঞাপনে অব্যাহতি দেয়া আছে। মৎস্য চাষসহ কিছু কিছু কর অব্যাহতির অপব্যবহারের অভিযোগ পাওয়া যায়। সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ভিত্তিক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে, জাতীয় প্রয়োজনে, সীমিত আকারে আয়কর অব্যাহতির বিধান করে অব্যাহতির ব্যবস্থাপনা ও নীতিমালা পুনর্বিদ্যায়ন করে ধারার বিধানটি সংশোধন করার সুপারিশ করা হচ্ছে। বিশেষ করে মৎস্য চাষ ও হাঁস-মুরগীর খামারকে প্রদত্ত আয়কর অব্যাহতি সংক্রান্ত এস.আর.ও নং ১৫৭-আইন/আয়কর/২০২২, তারিখঃ ০১/০৬/২০২২ বাতিল করার সুপারিশ করা হচ্ছে।

- ১.১০। প্রথম তফসিল অংশ ৩ এ কতিপয় বিনিয়োগকে (যেমনঃ বাড়ী/ফ্ল্যাট/এপার্টমেন্ট, সিকিউরিটি, ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ অথবা অন্য কোন পরিসম্পদ) নির্ধারিত হারে আয়কর প্রদান সাপেক্ষে আয়কর আইন এমনকি অন্য আইনে প্রশ্ন উত্থাপন হতে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। যা বৈষম্যমূলক এবং নৈতিকভাবে সমর্থযোগ্য নয়। অপ্রদর্শিত বিনিয়োগ (**undisclosed investment**) প্রদর্শনের সুযোগ প্রদান সংক্রান্ত আয়কর আইন, ২০২৩ এর প্রথম তফসিল অংশ ৩ বিলোপ করার সুপারিশ করা হচ্ছে।
- ১.১১। ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতাদের অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিলের সংখ্যা বাড়ছে। তবে আরও কিছু সময় Paper আয়কর রিটার্ন অব্যাহত রাখা প্রয়োজন হতে পারে। সেক্ষেত্রে করদাতাদের আয়কর রিটার্ন ডিজিটাল রূপান্তরের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কোম্পানী শ্রেণীর করদাতাদের আয়কর রিটার্ন অনলাইনে দাখিল সংক্রান্ত প্রযুক্তিগত বিষয়টি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। কর্পোরেট আয়কর দাতাদের অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রযুক্তিগত দিক দ্রুত সম্পন্ন করার সুপারিশ করা হচ্ছে।
- ১.১২। আয়কর রিটার্নের বিদ্যমান জটিল অডিট পদ্ধতি সকল করদাতার জন্য একই করা হয়েছে, যা যুক্তিযুক্ত নয়। ছোট, মাঝারি ও বড় করদাতাদের জন্য বা আয়কর শ্রেণীর প্রয়োজন অনুযায়ী অডিট এর ব্যাপ্তি flexible রেখে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ১৮২ ধারার বর্তমান বিধান সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে অডিট ব্যবস্থাপনা টেলে সাজানোর সুপারিশ করা হচ্ছে। অডিটে স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যে একটি ডিজিটাল তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলারও সুপারিশ করা হচ্ছে।
- ১.১৩। ছোট করদাতাদের পরিপালন বাড়ানো এবং কর বিস্তারে সহায়তার জন্য ধারণাগত কর (**presumptive tax**) প্রচলন করার সুপারিশ করা হচ্ছে।
- ১.১৪। ছুল মুনাফা (**gross profit**) ভিত্তিক ব্যবসার আয় নিরূপনের ধারণা বাস্তব সম্মত নয়। এ ধারণা থেকে সরে আসার জন্য সুপারিশ করা হচ্ছে।
- ১.১৫। কর অবকাশপ্রাপ্ত আয়ের বেলায় কর দিবসের পরে আয়কর রিটার্ন দাখিল করা হলে কর অবকাশ সুবিধা বাতিলের বিধান বিলোপ করে এ সংক্রান্ত আয়কর আইন, ২০২৩ এর ১৭৪ ধারা সংশোধনের সুপারিশ করা হচ্ছে।
- ১.১৬। আয়কর আরোপ ও পরিগণনা বহুমাত্রিক তথ্যের ভিত্তিতে করা হয় বিধায় এর হিসাব জটিল। ফলে তথ্য প্রযুক্তির algorithm এর নকশা তৈরীতে সমস্যা সৃষ্টি করছে। আয়কর পরিগণনায় তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে আয়কর পরিগণনা সরলীকরণের সুপারিশ করা হচ্ছে।
- ১.১৭। আয়কর কার্যক্রমের কিছু কিছু ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করা হলেও সামগ্রিক কার্যক্রম সমূহকে তথ্য প্রযুক্তির আওতায় এখনও আনা যায়নি। আয়কর, শুল্ক এবং মূসক অনুবিভাগের সাথে আন্তঃ তথ্য বিনিময়ের কোন কার্যক্রম গড়ে তোলা হয়নি। সংশ্লিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক অংশীজনদের সংগে তথ্য বিনিময়ের কোন কাঠামো

গড়ে ওঠেনি। তথ্য প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার ছাড়া কার্যকরভাবে কর ফাঁকি রোধ করা দূরূহ। ফলে তথ্য প্রযুক্তির কাজিত সুফল এখনও পাওয়া যায়নি। আয়কর সংক্রান্ত সামগ্রিক কার্যক্রম তথ্য প্রযুক্তির আওতায় আনার সুপারিশ করা হচ্ছে। এজন্য প্রয়োজনীয় জনবল প্রশিক্ষণের কার্যক্রম গ্রহণের সুপারিশ করা হচ্ছে। এ সম্পর্কিত একটি ভিন্ন অধ্যায় (অধ্যায় ৪) সংযুক্ত আছে।

১.১৮। গতানুগতিক আয়কর অফিসের কাঠামোতে দুর্বলতা চিহ্নিত হওয়ায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড মডেল আয়কর ইউনিট হিসেবে ফাংশনাল ভিত্তিতে বৃহৎ করদাতা ইউনিট স্থাপন করে। এর ফলাফল সন্তোষজনক হলে তা ক্রমান্বয়ে অন্যান্য অফিসও ঐ মডেলের আলোকে রূপান্তরের পরিকল্পনা করে। কিন্তু পরবর্তীতে ঐ মডেল সম্প্রসারণের আর কোন কার্যক্রম নেয়া হয়নি। যদিও করদাতা জরিপে ঐ মডেলের ইতবাচক মতামত পাওয়া যায়। সামগ্রিক আয়কর অফিসসমূহের কাঠামোকে ঐ আদলে ধাপে ধাপে সংস্কারের সুপারিশ করা হচ্ছে।

১.১৯। উপরোক্ত সুপারিশসমূহের মধ্যে কতিপয় ক্ষেত্রে আয়কর আইনের পরিবর্তন প্রয়োজন হবে। আয়কর আইনের এসব প্রস্তাবিত পরিবর্তন পরিশিষ্ট-১ এ সংযোজন করা হলো।

৫: ৬। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ডিজিটাইজেশন/অটোমেশন সংক্রান্ত বিদ্যমান সিস্টেমের সীমাবদ্ধতা, এর ডিজিটাল রূপান্তরে আবশ্যিকভাবে করণীয় এবং এ বিষয়ে পরামর্শক কমিটির পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ :

৫:৬:১ বিদ্যমান সিস্টেমসমূহের সীমাবদ্ধতা হচ্ছে নিম্নরূপ :

- (ক) অটোমেশন সংক্রান্ত প্রকল্পের শুরু থেকেই Need Assesment, Requirement Analysis, Project Design and Development Project Proposal (উচ্চ) প্রস্তুতের সময় আইসিটি জনবলকে কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত রাখা হয়নি;
- (খ) সিস্টেম অটোমেশন সংক্রান্ত FRS (Functional Requirement Specification) ও ISRS (Software Requirement Specification) তৈরির সময় ফাংশনাল এবং আইসিটি জনবলের সমন্বয়ে যৌথকমিটির মাধ্যমে কার্যক্রম গ্রহণ বা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি;
- (গ) আইসিটি প্রকল্পসমূহে PD, DPD, APD সংশ্লিষ্ট পদে আইটি কর্মকর্তাগণের পদায়ন না করায় টেকনিক্যাল সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা যায়নি;
- (ঘ) প্রকল্পের সিস্টেম/সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট/ মডিফিকেশনের প্রতিটি পর্যায়ে ভেভর (দেশি-বিদেশি) ও বোর্ডের আইসিটি কর্মকর্তার সমন্বয়ে টিম প্রস্তুত করা হয়নি এবং প্রতিটি পর্যায়ের কার্যক্রম আইসিটি কর্মকর্তাকে সম্পৃক্ত করা হয়নি;
- (ঙ) বিদেশী ভেভরদের বাংলাদেশে অবস্থানপূর্বক আইসিটি কর্মকর্তাগণকে সম্পৃক্ত করে প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী ডেভেলপ করার কথা থাকলেও প্রকল্প অফিসের যথাযথ তদারকির অভাবে দেশের বাইরে থেকে প্রাপ্ত সকল ডেভেলপমেন্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে;

- (চ) প্রকল্পের ডিপিপিতে আইসিটি সংক্রান্ত পর্যাাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়নি এবং ক্ষেত্রবিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও উক্ত প্রশিক্ষণ আইসিটি বহির্ভূত কর্মকর্তাগণকে মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে সিস্টেমের টেকনোলজি ট্রান্সফার যথাযথভাবে হস্তান্তর করা হয় না;
- (ছ) প্রতিটি প্রকল্পের ডেভলপকৃত সফটওয়্যারসমূহের যথাযথভাবে UAT কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়নি এবং ব্যবহারকারীদের মূল্যবান ফিডব্যাক গ্রহণ করা হয়নি;
- (জ) সফটওয়্যারের প্রতিটি মডিউলের ফাংশনালিটি যথাযথভাবে কাজ করে কী-না সে বিষয়ে কতিপয় ক্ষেত্রে ভেডর প্রতিষ্ঠানকে বিল প্রদানের পূর্বে আইসিটি অনুবিভাগের মতামত গ্রহণ করা হয়নি;
- (ঝ) কোডিং, ডাটাবেজ ডিজাইন, নেটওয়ার্কিং ডায়াগ্রাম সংক্রান্ত যথাযথ ডকুমেন্টেশন আইসিটি কর্মকর্তাদের সাথে শেয়ার করা হয়নি এবং Hands-on Training প্রদানের মাধ্যমে কোডসমূহ প্রকল্প শেষে হস্তান্তর করা হয়নি;
- (ঞ) প্রকল্প শেষে আইসিটি সিস্টেমসমূহের টেকসইকরণের বিষয়ে উচ্চতে সুনির্দিষ্ট (যেমন: Final Deliverable, সফটওয়্যার ব্যাকপ্যানেল, প্রশিক্ষণ, টেকনিক্যাল ডকুমেন্ট ইত্যাদি) কোন নির্দেশনা উল্লেখ নেই।

৫: ৩.২ রাজস্ব আহরণগতিশীল, নিরাপদও স্বচ্ছতানিশ্চিতকরণে আইসিটি সংক্রান্ত করণীয়:

- (ক) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তিনটি অনুবিভাগের মধ্যে Real Time চাহিদা মোতাবেক তথ্যের আদান প্রদান নিশ্চিত করা;
- (খ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বাইরে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা (ব্যাংক, উৎসে কর্তনকারী সকল কর্তৃপক্ষ, ভূমি মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ, মালামাল খালাস এর জন্য ছাড়পত্র প্রদানকারী সকল সংস্থা, সিটি কর্পোরেশন, বিভিন্ন উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, REHAB, Institute of Chartered Accountants, মেগা প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ইত্যাদি) এর সাথে API এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ডাটা আদান প্রদানের ব্যবস্থা করা;
- (গ) সকল করদাতার রিটার্ন অনলাইনে গ্রহণ করা;
- (ঘ) ICT Infrastructure Management সংক্রান্ত কার্যক্রম Cloud Service (Platform as a service) এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা;
- (ঙ) সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে API এর মাধ্যমে করদাতার সকল ধরনের আয়ের তথ্য, উৎসে কর্তনের পরিমাণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিটার্ন সিস্টেমের সাথে Auto Populate করা যাতে করে তথ্যের সত্যতা Real Time এ যাচাই হয়ে যায়;
- (চ) eTDS System পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়ন করা;

- (ছ) করনেট বৃদ্ধি ও সঠিক পরিমাণ রাজস্ব আহরণের স্বার্থে পর্যায়ক্রমে সকল প্রকার Financial Transaction এর তথ্য Database এ ধারণ করা;
- (জ) সকল প্রকার SRO, সাধারণ আদেশ, বিশেষ আদেশ, বাজেটের সিডিউল সংক্রান্ত Database তৈরিকরণ। অনেক সময় পূর্বের SRO পাওয়া যায় না, কোন SRO বাতিল হয়েছে, কোনগুলি চলমান রয়েছে তা বর্তমান অবস্থায় জানাটা অনেক ক্ষেত্রেই দূরূহ ব্যাপার; এ সংক্রান্ত সমন্বয়হীনতা পরিহার করে সমন্বিত ব্যবস্থাপনায় আনা;
- (ঝ) নিয়মিত System Audit পরিচালনা করা;
- (ঞ) একটি সমন্বিত মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা (HRM Software) তৈরি করা;
- (ট) Revenue Forecasting, রাজস্ব ফাঁকি প্রতিরোধ, রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও রাজস্ব আহরণ সংক্রান্ত অন্যান্য কাজে BI (Business Intelligence), কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence), Block Chain, ML (Machine Learning) প্রযুক্তির ব্যবহার করা;
- (ঠ) Cyber Security নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে Data Security এবং Data Consistency নিশ্চিত করা;
- (ড) BPR (Business Process Re-engineering) ও উদ্ভাবনীর মাধ্যমে নিরন্তরভাবে System এর উন্নতি সাধন করা;
- (ঢ) ICT এর মত দ্রুত পরিবর্তনশীল বিষয়ের সাথে খাপখাওয়াতে প্রশিক্ষণ নীতিমালা প্রণয়ন করা;
- (ণ) Classification এবং Valuation এর সুবিধার্থে শুল্ক মূল্যায়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে Valuation Database তৈরি করা এবং ASYCUDA World এর সাথে API এর মাধ্যমে Real Time Connectivity স্থাপন করা;
- (ত) H.S. Code এবং বিভিন্ন Product Code এর মধ্যে Mapping করা;
- (থ) কাস্টম হাউজগুলিতে C&F Agent এবং আমদানি রপ্তানিকারকদের তৎপরতা কমানোর জন্য Proforma Invoice, Packing List, LC ইত্যাদি Digitalization এর আওতায় নিয়ে আসা;

৫: ৩:৩ Comprehensive Automation

বাস্তবায়নের সুপারিশসমূহ:

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের Comprehensive Automation কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত উদ্যোগসমূহের মধ্যে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গহণ করার সুপারিশ করা হচ্ছে:

- ১) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও এর আওতাধীন অফিস সংশ্লিষ্ট সেবাসমূহকে Homogeneous Technology ব্যবহারের মাধ্যমে আধুনিক ডিজিটাল সিস্টেমে রূপান্তর করা;
- ২) Interoperability Gateway API Hub/Gateway-এর মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও অংশীজনদের সকল ডিজিটাল সিস্টেমকে কেন্দ্রীয় ডেটা-ওয়্যারহাউস (ক্লাউড)-এর সাথে সংযুক্ত করে ডেটা এনালাইসিস টুলস ব্যবহার করে রাজস্ব আহরণ, ফাঁকি, এ সংক্রান্ত ঝুঁকি ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং তা প্রতিকারের উপায় বের করা এবং প্রকৃত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা;
- ৩) রাজস্ব বোর্ড ও অংশীজনের সিস্টেম হতে প্রাপ্ততথ্যের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিতের লক্ষ্যে Computer Incident Response Team (CIRT), Security Operations Center (SOC), Network Operations Center (NOC), Digital Forensic Lab স্থাপন করা;
- ৪) প্রতিটি নাগরিক/প্রতিষ্ঠানের জন্য ইউনিক আইডিপ্রোফাইলিং ব্যবস্থাপনা প্রস্তুত করা;
- ৫) আয়কর, মুসক, কাস্টমস অনুবিভাগের কার্যক্রমকে অটোমেশন ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সিস্টেমের সঙ্গে আন্তঃসংযোগ স্থাপন করার লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জন্য প্রয়োজনীয় আইসিটি জনবল নিয়োগপূর্বক যথাক্রমে আইসিটি সেল (আয়কর), আইসিটি সেল (মুসক), আইসিটি সেল (কাস্টমস) গঠন করা;
- ৬) রাজস্ব আহরণের সাথে সংশ্লিষ্ট বিশেষায়িত আইটি সিস্টেমসমূহকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ববোর্ডের জন্য একটি মেধা ও দক্ষতাভিত্তিক ICT Recruitment Rules প্রণয়ন করা;
- ৭) আইসিটি প্রকল্পসমূহের সফলবাস্তবায়ন ও টেকনোলজি ট্রান্সফারের মাধ্যমে টেকসই করার লক্ষ্যে প্রকল্পের শুরু থেকেই প্রকল্পের মূল কাজের সাথে আইসিটি কর্মকর্তাগণকে সম্পৃক্ত রাখা এবং ফাংশনাল জনবলের পদ বিন্যাসের অনুরূপ আইসিটি কর্মকর্তাগণের প্রাধিকার ভিত্তিক Project Director (PD), Deputy Project Director (DPD), Assistant Project Director (APD) ইত্যাদি পদ তৈরি করা; এবং
- ৮) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের “আইসিটি ও সাইবার সিকিউরিটি নীতিমালা” প্রণয়নের মাধ্যমে সিস্টেমসমূহের Data Protection, Data Security, Data Integrity, ইউজার

ম্যানেজমেন্ট, সিস্টেমের যথাযথ ব্যবহার, সিস্টেম অডিট ইত্যাদি নিশ্চিত করা এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল তথ্য প্রযুক্তির সাথে সঙ্গতি পূর্ণ প্রশিক্ষণ নীতি মালা প্রণয়ন করা।

৫:৬:৪ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ডিজিটাল রূপান্তর/অটোমেশন বিষয়ে পরামর্শক কমিটির কতিপয় পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিদ্যমান ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতাসমূহ সনাক্তকরণকালে দেখা গেছে যে, ইতোপূর্বেকার অটোমেশন সংক্রান্ত বিক্ষিপ্ত প্রকল্পগুলো কাষ্টমস, ভ্যাট ও আয়কর- এ তিন বিভাগওয়ারী আলাদাভাবে দাতা সংস্থার অর্থ বিনিয়োগ শর্ত মোতাবেক বিদেশী বিশেষজ্ঞ এবং বিদেশী ভেভরের দ্বারা বাস্তবায়ন করার কারণে প্রায়ক্ষেত্রেই তা অসমাপ্ত রয়ে গেছে কিংবা কাজিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে পারে নাই। কমিটি যে ধরনের জাতীয় প্রকল্পের প্রস্তাব বা সুপারিশ করেছে তা বাস্তবায়নে দাতাসংস্থার অর্থায়ন প্রয়োজন হতে পারে। তবে সে অর্থায়নে তাদের শর্ত মোতাবেক বিদেশী বিশেষজ্ঞ এবং বিদেশী ভেভর দ্বারা করতে গেলে ফলাফল একই ধরনের হওয়ার আশংকা থেকে যাবে এবং যে comprehensive অটোমেশন এর লক্ষ্য তা অর্জিত হবে না বা অর্জনে বহুবিধ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, দূর এবং নিকট প্রতিবেশী দেশ ও অর্থনীতিতে সামগ্রিক অটোমেশন (comprehensive) কার্যক্রমে স্ব-স্ব দেশের বিশেষজ্ঞ (consultant) এবং স্থানীয় ওএক কোম্পানীগুলোর দ্বারা সফলভাবে সম্পাদিত হয়েছে। বাংলাদেশে বেশ কিছুদিন যাবৎ উপযুক্ত বিশেষজ্ঞ ও এন্ড ভেভর প্রতিষ্ঠান ছিল না বা গড়ে ওঠেনি; যার দরুণ দাতাসংস্থা বিদেশী বিশেষজ্ঞ বা ভেভরের উপর নির্ভরশীলতার শর্ত দিয়ে আসছিলেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিদেশী ভেভরগণ বাংলাদেশের রাজস্ব সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত পরীক্ষা ও পর্যালোচনার নামে বা programming এর নামে নিয়ে বিদেশে চলে গিয়েছে, কাজ সমাপ্ত করেনি। বিদেশী বিশেষজ্ঞ ভেভর পরবর্তী প্রয়োজনীয় মুহূর্তে পাওয়া যায়নি এবং দাতাসংস্থার কর্তৃত্বে তাদের পুনর্নিয়োগে নতুন করে অর্থ ব্যয়ের ঝুঁকি তৈরী হয়েছে। যা দাতা সংস্থার নিকট থেকে ঋণ নিয়ে মেটানোর উপায় হিসেবে এসেছে। এটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং এর তথ্য উপাত্ত ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বেশ বিড়াম্বনাদায়ক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। কমিটি দেশীয় বিশেষজ্ঞ এবং স্থানীয় এন্ড কোম্পানী সরবরাহকারীদের লভ্যতা, দক্ষতা ও সক্ষমতা সম্পর্কে বেশ খোঁজ খবর নিয়েছে। এ ব্যাপারে ইঅবাব্ব সহ সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও বুয়েট এর বিশেষজ্ঞদের সাথে মত বিনিময় করেছে। তাতে কমিটি এই সুপারিশ রাখতে আগ্রহী যে, দেশের জন্য টেকসই ও কার্যকর অটোমেশনের উদ্যোগ গ্রহণ এবং লাগসই প্রযুক্তি দেশ থেকেই সংগ্রহ করা সম্ভব। দাতাসংস্থার কাছ থেকে এ ব্যাপারে টেকনিক্যাল সহযোগীতা বাহার্ডওয়ার ও সফটওয়ার ক্রয়/সংগ্রহ উপলক্ষ্যে ঋণ নেয়া যেতে পারে। জাতীয় স্বার্থে স্থানীয় বিশেষজ্ঞ এবং ভেভর নিয়োগে আর্থিক বিনিয়োগ সক্ষমতা বাংলাদেশ সরকারের জন্য অর্জন বা গ্রহণ করা সমীচীন হবে। আগামী ৩/৪ বছর সময়সীমা বেঁধে দিয়ে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (পরম্পর প্রযুক্ত গোটাব্যবস্থাপনা) অর্জনে সরকারের দৃঢ় চিন্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আবশ্যিক হবে।

৬। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সংস্কার কমিটির প্রণীত খসড়া প্রতিবেদন বিশেষতঃ খসড়া সুপারিশমালার উপর অংশীজনদের মতামত আনার লক্ষ্যে/মতামত চেয়ে উক্ত প্রতিবেদন তাঁদের নিকট প্রেরণ :

(১) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সংস্কার বিষয়ে গঠিত পরামর্শক কমিটির প্রণীত খসড়া প্রতিবেদন বিশেষত উপরের অনুচ্ছেদ ৫ এ উল্লিখিত সুপারিশমালার উপর নির্ধারিত ফরমেটে (সংলাগ-৫ দ্রষ্টব্য) মতামত দেয়ার জন্য ১৯ জুন ২০২৫ খ্রিঃ তারিখে তাঁদের ই-মেইল ঠিকানায় ৭৫ জন অংশীজন (stakeholder) প্রতিষ্ঠানকে(সংলাগ-৬ দ্রষ্টব্য) ফরোয়ার্ডিং পত্র (সংলাগ-৭ দ্রষ্টব্য) দিয়ে অনুরোধ জানানো হয়। এসব অংশীজনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল- রাজনৈতিক দল তথা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী (তাঁদের কেন্দ্রীয় ঠিকানায়), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, এফবিসিসিআই, মেট্রোপলিটন চেম্বার, ঢাকা, ঢাকা চেম্বার, বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রি, ঢাকা, ফরেন ইনভেস্টরস চেম্বার (FICCI), ঢাকা, বিজিএমইএ (BGMEA), বিকেএমইএ(BKMEA), চট্টগ্রাম চেম্বার, গবেষণা সংস্থা যথা- সিপিডি/CPD, পিআরআই/PRI, বিআইডিএস/BIDS, টিআইবি/TIB, সানেম (SANEM), পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশ(Policy Exchange Bangladesh), বিল্ড (BUILD) ঢাকা,আইসিএবি ঢাকা, আইসিএমএবি ঢাকা, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ট্যারিফ কমিশন, বিডা/BIDA, অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, এসএমই ফাউন্ডেশন,ইকোনোমিক রিপোর্টার্স ফোরাম, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্লাস্টিক গুডস ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন, লেদার গুডস ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ট্যাক্স ল'ইয়ার্স এসোসিয়েশন ঢাকা, আইবিএফবি ঢাকা, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ব্যাংকস, মহিলা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি ঢাকা, এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস অব বাংলাদেশ, এসোসিয়েশন অব টেলিভিশন চ্যানেল ওনার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ অটো বিস্কুট এন্ড ব্রেড ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন অব পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী, বাংলাদেশ সিমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস এসোসিয়েশন, বিয়েল এস্টেট এন্ড হাউজিং এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, স্টীল ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ স্টীল মিলস এসোসিয়েশন ইত্যাদি। কয়েকটি নামকরা জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিকদেরকেও এ প্রতিবেদন দেয়া হয়। উল্লেখ্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সংস্কার/আধুনিকায়ন জাতীয় রাজনীতি ও অর্থনীতিতে সবচেয়ে বেশি প্রভাব সৃষ্টিকারী ও এর সংস্কারে এর সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের স্বার্থ তথা কায়মী স্বার্থের সংঘাত অনিবার্য বিধায় চ্যালেঞ্জও খুব বেশী বলে এ কাজে দৃঢ় রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি ও সমর্থন অত্যাবশ্যক বিবেচনায় রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষকে এ প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত রাখতে উল্লিখিত রাজনৈতিক দলকে এ খসড়া প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়। যাহোক, এক মাসের মধ্যে অর্থাৎ ২১ জুলাই ২০২৫ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে মতামত পাঠাতে সকলকে অনুরোধ করা হয়। ঐ সময়ের মধ্যে মাত্র দু/তিন জন অংশীজন হতে মতামত পাওয়া যায়। কয়েকজন সময় বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ জানালে আরো এক মাস অর্থাৎ ২১ আগস্ট ২০২৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময় পুনরায় বৃদ্ধি করা হয়। গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিঃ তারিখে মেট্রোপলিটন চেম্বার, ঢাকা এর নেতৃত্বে হাতিরঝিলস্থ পুলিশ প্লাজায় অবস্থিত তাঁদের সম্মেলন কক্ষে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সংস্কার সংক্রান্ত আলোচ্য খসড়া সুপারিশমালার উপর বিভিন্ন খাতের ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ, পেশাজীবীদের উপস্থিতিতে একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার আলোচ্য বিষয় শুধুই আলোচ্য খসড়া প্রতিবেদনই ছিল।

(২) খসড়া প্রতিবেদনের উপর মতামত দেয়ার জন্য উক্ত পঁচাত্তর (৭৫) জন অংশীজনকে বেশ লম্বা সময় দিয়ে বারংবার অনুরোধ জানানো হলেও এ যাবৎ মাত্র এগার (১১) জন অংশীজন তাঁদের মতামত দিয়েছে(সংলাগ-৮ দ্রষ্টব্য)। মতামত প্রদানকারী উল্লিখিত এগার (১১) জন হচ্ছেঃ ঢাকা চেম্বার, মেট্রোপলিটান চেম্বার, ঢাকা, ফরেন ইনভেস্টমেন্ট চেম্বার, আইসিএবি/ICAB, টিআইবি/TIB, বিল্ড/BUILD, বিজিএমইএ, চট্টগ্রাম চেম্বার, বাংলাদেশ ফিনিশড লেদার গুডস এন্ড ফুটওয়্যার এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ প্লাস্টিক দ্রব্য প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ সিরামিক ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন। আলোচ্য বিষয়ে অংশীজন ও নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধিপূর্বক সচেতন জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন ছাপাতে কয়েকটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার কয়েকজন সাংবাদিককে খসড়া প্রতিবেদন দেয়া হলেও তারাও কোন সাড়া দেন নাই। অর্থাৎ বিবেচ্য বিষয়ে উল্লিখিত বিভিন্নমুখী চেম্বা সত্ত্বেও অংশীজনদের হতে এ বিষয়ে আশানুরূপ মতামত পাওয়া যায় নাই। অথচ বাংলাদেশের ট্যাক্স জিডিপি হার, ট্যাক্স সিস্টেম ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ে সভা, সেমিনার, পত্র পত্রিকায় সব সময় আলোচনা সমালোচনা চলছেই। এতে উক্ত বোর্ডের আমূল সংস্কারের দাবীও উত্থাপন করা হয়। সে সব আলোচনা, সমালোচনা, সংস্কার দাবী ও প্রস্তাব বিক্ষিপ্ত, অসমন্বিত, অসংগঠিত বিধায় তা কার্যকরযোগ্য ছিল না। অংশীজনদের সচেতন, স্বতঃস্ফূর্ত ও জ্ঞানদীপ্ত অংশগ্রহণ না হলে বাংলাদেশের আর্কাইক (archaic) প্রকৃতির ট্যাক্স সিস্টেমকে বর্তমান জটিল অনুৎপাদনশীল ব্যবসা ও রাজস্ব পরিপন্থি অবস্থা হতে বের করে এনে আন্তর্জাতিক মানে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়।

(৩) যে এগারো অংশীজন খসড়া প্রতিবেদনে উল্লিখিত রাজস্ব সংস্কার প্রস্তাবের উপর মতামত দিয়েছেন তাঁদের সকলেই প্রায় সকল প্রস্তাবের পক্ষে মতামত দিয়েছেন। দু-তিনটি প্রস্তাবের ব্যাপারে দু-তিনজন মতামত উহ্য রেখেছেন কিংবা সংশোধিত প্রস্তাব দিয়েছেন। কেউ কেউ কিছু নতুন প্রস্তাবও দিয়েছেন। এ সবার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বর্তমানে বহু হারে ও ১৫ শতাংশ স্ট্যান্ডার্ড হারে কার্যকর মূসক/ভ্যাট এর পরিবর্তে ১০ শতাংশ স্ট্যান্ডার্ড হারের সাথে ৬ (ছয়)টি সংকুচিত হারের মূসক /ভ্যাট আরোপের প্রস্তাবকে ফরেন চেম্বার, মেট্রোপলিটান চেম্বার, বিল্ড (BUILD), প্লাস্টিক গুডস ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন সমর্থন করেছেন। উল্লেখ্য, ইকোনোমিক রিপোর্টার্স ফোরামও সংস্কার কমিটির সাথে সরাসরি আলোচনাকালে মূসকের স্ট্যান্ডার্ড হার ১৫ শতাংশ হতে কমিয়ে ১০ শতাংশে ধার্য করতে সুপারিশ করেন। তাছাড়া, আইসিএবি/ICAB উক্ত স্ট্যান্ডার্ড হার প্রস্তাবিত ১০ শতাংশ হতে হ্রাস করে ৭.৫ শতাংশে ধার্যের কথা বলেছেন। অংশীজনরা রাজস্ব বোর্ডের সক্ষমতা বৃদ্ধি বিশেষত শুল্ক ও কর হার ও পদ্ধতি আন্তর্জাতিক মানে সহজীকরণ, সম্মিলিত (holistic) ও সমন্বিত (integrated) অটোমেশন, রাজস্ব কর্মকর্তাদের অযৌক্তিক বিবেচনার ক্ষমতা (Injudicious discretionary power) হ্রাস, হয়রানির পরিবর্তে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাছাড়া, সিপিডি/CPD গত ১৭ জুলাই ২০২৫ খ্রিঃ তারিখে Redesigning Structure of VAT for Graduating Bangladesh: Tax Justice Perspective নামে একটি ছোট গবেষণা পেপার তৈরী করেছে (সংলাগ-৯ দ্রষ্টব্য)। পরবর্তীতে ২৬ আগষ্ট ২০২৫ খ্রিঃ তারিখে উক্ত পেপারসহ Reform in Corporate Tax and VAT: A Justice Perspective for NBR বিষয়ে অংশীজনদের সাথে একটি আলোচনা সভাও অনুষ্ঠিত করে। এতে মূসক ও আয়কর ব্যবস্থা বিদ্যমান বৈষম্য, অসঙ্গতি তুলে ধরে তা সমাধানের প্রস্তাবও করা হয়। সর্বশেষে গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে মেট্রোপলিটান চেম্বারের

পরিচালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় উপস্থিত বিভিন্ন চেম্বার, ট্রেড বডির প্রতিনিধি, পেশাজীবীগন আলোচ্য সংস্কার প্রস্তাবাবলীকে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছেন। অনেকে এসব প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য সময়াবদ্ধ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রনয়নের জন্যও বলেছেন। উক্ত সভায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিভাজন কি ভাবে, কেমন হয়েছে সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা না থাকায় আলোচকদের কেউ কেউ তা নিয়ে কতিপয় প্রশ্ন উত্থাপন ও কোন কোন বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য তাঁদেরকেও একই পদ্ধতিতে পাঠানো হলেও আলোচ্য খসড়া প্রস্তাবাবলীর উপর সবচেয়ে বড় ও প্রভাব সৃষ্টিকারী অংশীজন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃপক্ষের মতামত পাওয়া যায় নাই। যাহোক, উল্লিখিত অংশীজন হতে রাজস্ব ব্যবস্থা বিষয়ে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক খসড়া সুপারিশমালায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করে চূড়ান্ত সুপারিশমালা প্রনয়ন করা হয়েছে- যা নিচের অনুচ্ছেদ ৭ এ উপস্থাপন করা হলো।

৭। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সংস্কার বা আধুনিকায়ন বিষয়ে অংশীজনের মতামতের ভিত্তিতে চূড়ান্তকৃত সুপারিশমালা :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সংস্কার বা আধুনিকায়নে প্রস্তাবিত সুপারিশের মধ্যে কিছু সুপারিশ ইহার সামষ্টিক পরিবেশ, অন্যগুলো ইহার তিনটি কর ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট বিধায় সেভাবে নিম্নে পেশ করা হলো :

৭ : ক : জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সংশ্লিষ্ট সামষ্টিক বিষয়ে সুপারিশ :

৭ : ক : ১।

১) প্রবৃদ্ধি ভিত্তিক ক্রমবর্ধমান জাতীয় আয়ের হিসাবে ব্যাপক সম্ভাবনা থাকা স্বত্বেও শুধু সামগ্রীক ও সমন্বিত প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার না হওয়ায় অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির আধিক্য হেতু জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বর্তমান কর জিডিপি হার আনুমানিক ৭ শতাংশ হতে ২০৩০ খ্রিঃ এর মধ্যে ১৪ থেকে ১৫ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যে এই অনুচ্ছেদে প্রস্তাবিত নিম্নোক্ত সংস্কার প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে।

২) উপর্যুক্ত লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা জাতীয় বাজেটের ব্যয় প্রাক্কলন ও তা নির্বাহে সম্পদ সমাহারের অনুমান ভিত্তিক হিসাবে অবাস্তবতায় ধার্য না করে বাণিজ্য কর তথা আমদানী পর্যায়ের শুল্ক ও কর, স্থানীয় মূসক ও আয়কর এর অর্থোক্তিক উৎসকর, ন্যূনতম কর, টার্নওভার কর, অসমন্বিত কর ইত্যাদি ভিত্তিক প্রায় ৮০ শতাংশ পরোক্ষ প্রকৃতির কর নির্ভরশীলতা হতে পর্যায়ক্রমে বেরিয়ে এসে আগামি ৪-৫ বছর মেয়াদে আমদানী পর্যায়ের শুল্ক ও কর সর্বোচ্চ ১৫ থেকে ২০ শতাংশ, স্থানীয় মূসক ৩৫ থেকে ৩৮ শতাংশ এবং আয়কর ও কর্পোরেট কর ৪৫ থেকে ৫০ শতাংশ হার ভিত্তিতে উক্ত বোর্ডের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিবেশের আলোকে ধার্য করতে হবে।

৭ : ক : ২ কর হার ও আপাতনে উচ্চ ও বৈষম্যমূলক,করের পুনঃপৌনিকতা সৃষ্টিকারী, বিকৃত, প্যারাট্যারিফে আক্রান্ত ও প্রধানত পরোক্ষ কর প্রকৃতির এবং নির্ভরতার বলে বাংলাদেশের বর্তমান রাজস্ব নীতি কাঠামো তথা বিদ্যমান আমদানি, স্থানীয় ও আয়কর সংক্রান্ত শুল্ক ও কর এবং ব্যাপক অব্যাহতি ইত্যাদি সব মহলে অভিযুক্ত ও সে মর্মে প্রমানিত। সে কারণে আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার আলোকে, রাজস্ব ও বিনিয়োগ এবং স্বেচ্ছা পরিপালন বাস্তবতায় ১২ মে, ২০২৫ খ্রি: তারিখে জারীকৃত অধ্যাদেশের মাধ্যমে গঠিত রাজস্ব নীতি প্রনয়ন বিভাগের নেতৃত্বে এ কাঠামোর পূর্নবিন্যাস/ যৌক্তিকীকরণ করতে হবে- যাতে তা এমএসএমই

(MSME)সহ সকলের জন্য ন্যায় ভিত্তিক, কর ভিত্তি সম্প্রসারণ সহায়ক, ব্যয় সাশ্রয়ী, বিনিয়োগ ও রাজস্ব উৎপাদক হয়।

৭:ক:৩ বর্তমান সংকীর্ণ কর ভিত্তি (Narrow Tax Base) কে অবশ্যই সময়াবদ্ধ পরিকল্পনায় প্রত্যাশিত মাত্রায় সম্প্রসারিত করতে হবে। এতদুদ্দেশ্যেপূর্বোক্ত অনুচ্ছেদ ২.৩ উল্লিখিত করযোগ্য কিন্তু কর নেটের বাহিরে অবস্থানকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি ও কোম্পানীকে মূসক ও আয়কর নেটে আনতে হবে। সে লক্ষ্যে আলোচ্য প্রতিবেদনের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে প্রস্তাবিত বিভিন্ন সুপারিশ সামগ্রিক ও সমন্বিত এবং সময়াবদ্ধ পরিকল্পনায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনে অংশীজন ও তথ্য প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি/Team এর যোগ্য নেতৃত্বে অন্যান্য পদক্ষেপের সাথে নিম্নোক্ত বিশেষ পদক্ষেপ নিতে হবে :

- (১) অনুচ্ছেদ ২.৩ এ উল্লিখিত পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাবে অন্তর্ভুক্ত ও মূসকে নিবন্ধযোগ্য উপরোল্লিখিত সংখ্যক (১০ লাখ) প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার হালনাগাদকৃত ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান, উক্ত স্থানীয় সরকারের তালিকাভুক্ত হোল্ডিং নম্বরধারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান, দেশের সকল চেম্বার ও ট্রেড বডি/এসোসিয়েশনের তালিকাভুক্ত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি তথ্যের যথার্থতা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মূসক ও আয়কর বিভাগের সদস্যের নেতৃত্বে তাঁদের কর্মকর্তা ও উক্ত সংস্থাসমূহের প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট চেম্বার ও ট্রেড বডির প্রতিনিধির সমন্বয়ে স্থানীয় ও জাতীয় যাচাই ও নিবন্ধন কমিটি গঠনপূর্বক সময়াবদ্ধ পরিকল্পনায় সরেজমিনে যাচাই করতে হবে। যাচাই করে প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ইতোমধ্যে মূসক ও আয়কর এ নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যতীত অপরাপর প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে আইনে অব্যাহতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে মূসক ও আয়কর নেটে এনে তাঁদের করদায়িতা সংক্রান্ত কার্যক্রম যথারীতি তদারকী করতে হবে।
- (২) উপরের (১) এর উদ্দেশ্যে উল্লিখিত সংস্থাসমূহ যথা পরিসংখ্যান ব্যুরো, বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা/স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ, দেশের সকল চেম্বার ও ট্রেড বডি ইত্যাদিকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সমন্বিত ডিজিটাল সিস্টেমে সংযুক্ত করতে হবে। এতে এসব সংস্থায় তালিকাভুক্ত কিন্তু জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সিস্টেমে এখনো নেই- এমন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান করনেটে আসতে বাধ্য হবে।
- (৩) বর্তমানে কর হতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও খাতসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক রাজস্ব সম্ভাবনাময় খাততে কর নেটে আনতে হবে।
- (৪) উল্লিখিতভাবে করযোগ্য ও সম্ভাবনাময় ঐসব ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে করনেটে এনে কর পরিপালনের মাধ্যমে উক্ত নেটে ধরে রাখার উদ্দেশ্যে আলোচ্য প্রতিবেদনে ডিজিটাল প্রযুক্তিসহ প্রস্তাবিত বিভিন্ন সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়নপূর্বক প্রযুক্তিগতভাবে রূপান্তরিত/ digitally transformed রাজস্ব বোর্ড প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এতে দেশও অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি হতে দ্রুত সরে এসে cashless economy এর দিকে অগ্রসর হবে।

৭:ক:৪ অযৌক্তিক ও অস্থিতিশীল শুল্ক ও কর এর পরিবর্তে যৌক্তিক ও স্থিতিশীল শুল্ক ও কর হার এবং সহজ পদ্ধতি যথাযথ বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের জন্য আবশ্যিক। এ বিবেচনায় বিনিয়োগের স্বার্থে ও নতুন শিল্প বিনিয়োগ ও বিদ্যমান শিল্পের যৌক্তিক প্রতিরক্ষণ, সুলভ মূল্যে অত্যাাবশ্যকীয় ভোগ্য পণ্যের সরবরাহ, স্থানীয় কৃষি পণ্যের ন্যায্য বাজার মূল্য, পরিবেশ সংরক্ষণ, জন ও

প্রাণী স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, বিদ্যমান হার ও প্রজ্ঞাপনের অসংগতি দূরীকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনিবার্য প্রয়োজন ব্যতীত বিদ্যমান শুল্ক কর হার ন্যূনতম ৪-৫ বছর অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করা হচ্ছে। তাছাড়া, শুল্ক ও কর খাতে মৌলিক যে কোন পরিবর্তন যথাসম্ভব জাতীয় সংসদের মাধ্যমে করার সুপারিশ করা হচ্ছে। এতে কর ব্যবস্থা সম্পর্কে বিনিয়োগকারীদের মনে আস্থা তৈরী হবে।

৭:ক:৫ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীন তিনটি আইনের (কাষ্টমস, মুসক ও আয়কর) বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসন এখনো পরস্পর হতে আলাদা বলে তাঁদের মধ্যে তথ্য আদান প্রদান তেমন নেই। কাষ্টমস এর এ্যাসাইকুডা সিস্টেমের আংশিক ক্ষেত্র ব্যতীত তিনটি বিভাগের ব্যবস্থাপনার সিংহভাগ এখনো ম্যানুয়ালি, হার্ডকপি ডকুমেন্টস, ব্যয়বহুল ওজটিল পদ্ধতি ভিত্তিতে এবং কর কর্মকর্তা ও করদাতার মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ, অভিযোগ মতে, ক্ষেত্রবিশেষে যোগসাজশে পরিচালিত। ফলে কোনটির ক্ষেত্রেই করদাতার করদায়িতা সংক্রান্ত ঘোষণার যথার্থতা যাচাই করা ও তার কর প্রোফাইল সম্পর্কে সঠিক সময়ে (realtime) সঠিকভাবে জানা সম্ভব হচ্ছে না। এ অচল অবস্থা হতে উত্তরনের জন্য আলোচ্য প্রতিবেদনে রাজস্বনীতি, রাজস্ব ব্যবস্থাপনা ও বোর্ডের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়ে প্রদত্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতে রাজস্ব বোর্ডের প্রত্যেকটি কর ব্যবস্থার বিদ্যমান নীতি, বিধি, পদ্ধতি উপরের উপানুচ্ছেদ ৭.ক.২ ও ৭.ক.৩ মতে সহজীকরণ ও সেভাবে পুনর্গঠনপূর্বক

- (১) প্রত্যেকটি কর ব্যবস্থার প্রত্যেকটি অপারেশনাল কার্য ক্ষেত্রের স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (SOP) প্রণয়ন করতে হবে।
- (২) অতঃপর প্রত্যেকটি কর ব্যবস্থার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের আলোকে ও প্রতিটি সিস্টেমের দুর্বলতা/ ফাঁক (gap) চিহ্নিত করে স্থানীয় উপযুক্ত বিশেষজ্ঞদের নেতৃত্বে, প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক টেকনিক্যাল সহযোগীতা নিয়ে সকল করদাতাকে সংযুক্তিপূর্বক জনপ্রত্যাশার নিরীখেকরযোগ্য সকল করদাতাকে সংযুক্তিপূর্বক অন্তঃ (intra) তথ্যপ্রবাহ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং করদাতার করদায় নিরূপন উপযোগী করে আলাদাভাবে আন্তর্জাতিক মানে আধুনিক ব্যবস্থাপনার কাঠামোতে ডিজিটাল/ অটোমেটেড করতে হবে।
- (৩) উল্লিখিত পদ্ধতিতে তিনটি কর ব্যবস্থাকে আলাদাভাবে অটোমেটেড করার পর উক্ত তিনটি ব্যবস্থার সামষ্টিক পরিবেশে প্রত্যেক করদাতার প্রকৃত সামষ্টিক করদায় জানার জন্য প্রত্যেকটি সিস্টেমের নিজস্ব নিরাপত্তা সংরক্ষণপূর্বক উক্ত তিন ব্যবস্থাকে পরস্পরের মধ্যে আন্তঃ (Inter) তথ্য প্রবাহ/Information Sharing নিশ্চিত প্রযুক্তিগতভাবে সংযুক্ত/digitally connected করতে হবে।
- (৪) অতঃপর রাষ্ট্রের বিনিয়োগ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান যেমন- বিডা, বেজা, বেপজা, আর্থিক ও রাজস্ব ব্যয় (fiscal) ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত সকল প্রতিষ্ঠান যেমন- ব্যাংক, সিএন্ডএজি, পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা, ইদ্রা, উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ, রেগুলেটরী সংস্থা যেমন- রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ, বিআরটিএ, ফ্যাসিলিটিটিং সংস্থা যেমন- বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রভৃতির সাথেও আন্তঃ (inter) তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত সামগ্রিক (holistic) ও সমন্বিত পদ্ধতিতে প্রযুক্তিগতভাবে সংযুক্ত করতে হবে। এভাবে প্রযুক্তিগত রূপান্তর বা digital transformation এর মাধ্যমে একটি

সমন্বিত একক ব্যবস্থা (holistically integrated system) ভিত্তিক রাজস্ব বোর্ড তৈরী করতে হবে।

- (৫) প্রস্তাবিত সামগ্রিক ও সমন্বিত একক ডিজিটাল পরিবেশ তৈরীর লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তথ্য প্রযুক্তি অনুবিভাগ, বেসিস (BASIS) যৌথভাবে একটি আইটি কাঠামোর প্রস্তাবও দিয়েছে (সংলাগ-৪)। ইহার প্রযুক্তিগত সঠিকতা, উদ্দেশ্য পূরনে সক্ষমতা, বিনিয়োগ ব্যয় ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি পরীক্ষা করে অংশীজনদের মতামতের ভিত্তিতে সময়াবদ্ধ পরিকল্পনায় ধীর স্থির ভাবে অগ্রসর হওয়াই সমীচিন হবে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনে উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় উত্তম মানের আন্তর্জাতিক টেকনিক্যাল সহযোগীতাও নেয়া যায়। উল্লেখ্য, বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের স্ট্রেনদেনিং ইনস্টিটিউশনস ফর ট্রান্সফারেন্সি অ্যান্ড একাউন্টাবিলিটি (সিটা) ঋন প্রকল্পের আওতায় সম্প্রতি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ডিজিটলাইজেশনে ৮০ মিলিয়ন ডলারের যে প্রকল্প নেয়া হয়েছে উল্লিখিত আঙ্গিকে ও অতীত অভিজ্ঞতার নিরীখে সেই প্রকল্পে যৌক্তিকতা পর্যালোচনা প্রয়োজন।
- (৬) প্রস্তাবিত প্রযুক্তিগত রূপান্তরে (digital transformation) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আইটি বিভাগকে সংখ্যা, সক্ষমতা ও মানে আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চায় আধুনিকভাবে পূনর্গঠন করার পাশাপাশি বোর্ডের Functional বিভাগের কর্মকর্তাদেরকেও সমভাবে পরস্পরের নিবিড় পরিপূরক হিসেবে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে সম্পৃক্ত করতে হবে- যাতে উভয় শ্রেণী যৌথভাবে বিশাল আইটি পরিবেশকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে পারে। উল্লেখ্য বর্তমানে উক্ত দু' বিভাগের মধ্যে কার্যগত কোন সমন্বয় ও যোগাযোগ নেই বললেই চলে।

৭:ক:৬ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিদ্যমান রাজস্ব নীতিঃ কাস্টমস, মূসক ও আয়কর নীতিকে উপরের পর্যালোচনার আলোকে রাজস্ব ও ব্যবসা বাস্তব করে সাজাতে উক্ত নীতি প্রনয়ন কাজকে রাজস্ব বোর্ড হতে সরিয়ে আলাদা রাজস্ব নীতি প্রনয়ন বিভাগ গঠনের সুপারিশ ২০২৪ সনের শেষে ও ২০২৫ সনের জানুয়ারীতে দু'দফায় সরকারের কাছে পেশ করা হয়েছে। তদপ্রেক্ষিতে এ বিষয়ে সরকার ১২ মে ২০২৫ খ্রিঃ তারিখে অধ্যাদেশ (সংলাগ-১০ দ্রষ্টব্য) জরী করে রাজস্ব নীতি প্রনয়ন বিভাগ ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগ এ দু' ভাগে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে বিভক্ত করেছে। এ অধ্যাদেশ এর কতিপয় বিষয় নিয়ে অংশীজনদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়ায় বিষয়টি সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে পুনঃপর্যালোচনাপূর্বক কতিপয় সংশোধনী এনে গত ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিঃ তারিখে একটি সংশোধনী প্রজ্ঞাপন (সংলাগ-১১ দ্রষ্টব্য) জারীপূর্বক জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে রাজস্ব নীতি বিভাগ ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগ নামে দুটো বিভাগে বিভক্ত করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, অধ্যাদেশের মাধ্যমে গঠিত উল্লিখিত দুটো বিভাগের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় কিভাবে হবে, রাজস্ব ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নবসৃষ্ট ‘রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগ’ নাকি অন্যান্য দেশের ন্যায় বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসাবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাধ্যমেই পরিচালনা করা হবে এবং নবসৃষ্ট উভয় বিভাগের নেতৃত্বে কে থাকবে ইত্যাদি বিষয়ে এখনো মতদ্বৈততা আছে। তবে যথোপযুক্ত রাজস্ব নীতি প্রনয়ন ও তার যথাযথ বাস্তবায়ন দেশে অর্থনৈতিক সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বেশি প্রভাব সৃষ্টিকারী বিবেচনায় আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার আলোকে ‘রাজস্ব নীতি প্রনয়ন বিভাগ’ ও প্রনীত নীতি বাস্তবায়নার্থে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসাবে সরকারের বিভাগ মর্যাদায় ‘জাতীয় রাজস্ব বোর্ড’- এ দু'ভাগে আলাদা করে পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে কার্যকর

সমন্বয়ে গঠন করা যৌক্তিক হবে বলে বিভিন্ন অংশীজনের আলোচনায় প্রতীয়মান হয়। এতদুপলক্ষ্যে আলোচ্য কমিটিআন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার সাথে উল্লিখিত অধ্যাদেশের মাধ্যমে সৃষ্ট ব্যবস্থার তুলনামূলক পর্যালোচনাপূর্বক সুপারিশসম্বলিত একটি পরিস্থিতিপত্র তৈরী করেছে (সংলাগ-১২ দ্রষ্টব্য)। সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন এর উপর আলোচনা পর্যালোচনা করে বিষয়টির সর্বজন সম্মত নিষ্পত্তি করতে পারেন।

৭: ক: ৭। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রায় অর্ধশত উৎপাদক-বাণিজ্যিক গ্রুপ আছে। এরাই জাতীয় অর্থনীতির রাজস্ব সম্ভাবনাময় খাতের সিংহভাগের নিয়ন্ত্রক। তাঁদের অন্তর্ভুক্ত ও তার বাহিরে বড় ও মাঝারি আকারের সর্বোচ্চ পাঁচশত (৫০০) টি প্রতিষ্ঠানেরই সম্ভাব্য (potential) রাজস্বের ৮০ শতাংশ দেয়ার সামর্থ্য আছে। বর্তমানে তিনটি কর ব্যবস্থায় (আমদানি শুল্ক ও কর + স্থানীয় মুসক + আয়কর) আলাদা ও সমষ্টিগতভাবে তাঁদের প্রত্যেকের প্রকৃত করদায় ও প্রকৃত কর রাজস্ব জমার তথ্য সমন্বিত ব্যবস্থায় জানার সুযোগ নাই বিধায় এসব প্রতিষ্ঠানকে সমন্বিত প্রশাসনিক ও ডিজিটাল কাঠামো ও ব্যবস্থাপনায় আনা সম্ভব হলে তাঁদের থেকে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদে কাজিত রাজস্ব আদায় করা সম্ভব। এ লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মুসক/ভ্যাট ও আয়কর প্রশাসনিক ব্যবস্থায় বর্তমানে আলাদাভাবে কার্যকর প্রধানতঃ Tax Type ও ভৌগলিক এলাকা ভিত্তিক প্রশাসনিক কাঠামোর পরিবর্তে মুসক ও আয়করকে সমন্বিত (integrated) করে প্রধানতঃ এলটিইউ (LTU), এমটিইউ (MTU) ভিত্তিক সমন্বিত প্রশাসনিক কাঠামো স্থাপনপূর্বক তাতে উল্লিখিত গ্রুপভুক্ত বা গ্রুপ বহির্ভূত বৃহৎ ও মাঝারী আয়তনের রাজস্ব সম্ভাবনাময় প্রতিষ্ঠানগুলোকে এনে ডিজিটাল ব্যবস্থায় কার্য (Function) ভিত্তিক সমন্বিত একক ব্যবস্থাপনা ইউনিট প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হচ্ছে। প্রস্তাবিত ব্যবস্থাপনা প্রধানতঃ আন্তঃ কর তথ্য প্রবাহ, কার্যভিত্তিক ও ডিজিটালি পরিচালিত হবে বলে এলটিইউ, এমটিইউ এর পরিপালন হার ও রাজস্ব উৎপাদিকা অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি হয়রানি, ফাঁকি, যোগসাজশের অভিযোগ কমে আসবে।

৭: ক: ৮। ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরসহ সমগ্র বাংলাদেশের প্রত্যেক বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা শহর ও অর্থনৈতিকভাবে প্রবৃদ্ধিশীল এলাকায় (growth centre) মুসক/ভ্যাট ও আয়কর অফিসকে বর্তমানের আলাদা অখ্যাত স্থান, জরাজীর্ণ ভবন হতে সরিয়ে এনে শহরের গুরুত্বপূর্ণ ও করদাতার পক্ষে সহজে যাতায়াতযোগ্য স্থানে অবস্থিত নিজস্ব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সমন্বিত ডিজিটাল সিস্টেমে সংযুক্ত, যোগাযোগ সুবিধা সম্বলিত আধুনিক ভবনে স্থাপন করতে হবে। এতে উপরের ৭.ক.২ ও ৭.ক.৪ এর প্রভাবে করনেট বৃদ্ধিসহ রাজস্ব বিভাগের প্রতি করদাতাদের ভয়, শঙ্কা ও স্বেচ্ছায় পরিপালন বৃদ্ধি পাবে।

৭: ক: ৯। দেশে মুসকযোগ্য প্রতিষ্ঠান সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ। আয়করযোগ্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি হতে পারে বলে অনুমান করা যায়। তাদেরকে কর নেটে এনে স্বেচ্ছায় কর পরিপালনে অভ্যস্ত করতে হবে। তাছাড়া, দৈনিক আমদানি এবং রপ্তানি বিল অব এন্ট্রি ও বিল অব এক্সপোর্টস সংখ্যা প্রায় ২৫ হাজার। অন্যদিকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তিনটি কর ব্যবস্থাই এখনো পর্যন্ত প্রধানতঃ ম্যানুয়েল ও ডকুমেন্ট ভিত্তিক। রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় ডিজিটলাইজেশন এখনো প্রায় প্রাথমিক পর্যায়ে। এমন অবস্থায় বিশাল এ রাজস্ব পরিবেশ “সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল বৃদ্ধি” এবং আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চা বহির্ভূত, অপরিষ্কৃত, অসমন্বিত, বিচ্ছিন্ন, ব্যয়বহুল ও অকার্যকর অটোমেশন-এ কৌশলে পরিচালিত হচ্ছে। অপরিষ্কৃত ও অকার্যকর এসব পদক্ষেপেও বিশাল এ ব্যবস্থাপনা কার্যকরভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে নাবিধায় তা থেকে পরিত্রানের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে-

- (১) করদায় সংক্রান্ত হিসাব ব্যয়সাশ্রয়ী ও সহজ পদ্ধতিতে সংরক্ষনের স্বাধীনতাসহ করদায় নিরূপন ও কর প্রদানে স্বনির্ধারণী ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে। উল্লেখ্য মূসক ও আয়কর ব্যবস্থায় ইতোমধ্যে স্বনির্ধারণী ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছে।
- (২) বর্তমানে কার্যকর ভৌগলিক ও কর ব্যবস্থাভিত্তিক/ Tax Type রাজস্ব ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে কার্য (function) ভিত্তিক রাজস্ব ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। এ ব্যবস্থা বর্তমানে আংশিক চালু থাকলেও সকল ক্ষেত্রে কার্যকরভাবে প্রসারিত ও চালু করতে হবে।
- (৩) করদাতা/অংশীজনদের সাথে শুল্ক কর বিভাগের সমন্বয়, যোগাযোগ ও অংশীদারিত্ব/Partnership বৃদ্ধি করতে হবে। এ লক্ষ্যে উভয়ের মধ্যে অবিশ্বাস, সন্দেহের স্থলে আস্থার পরিবেশ তৈরী করতে হবে।
- (৪) উপরের উপানুচ্ছেদ ৭.ক.৫ এর প্রস্তাবানুযায়ী জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ব্যবস্থার সম্মিলিত (Holistic) ও সমন্বিত (Integrated) অটোমেশন/ডিজিটলাইজেশন তথা Digital Transformation করতে হবে।
- (৫) গোয়েন্দা তথ্য এবং ঝুঁকি কেন্দ্রিক আধুনিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন করতে হবে। এ লক্ষ্যে এ প্রতিবেদনে বর্ণিত অন্যান্য পদক্ষেপের সাথে বর্তমানে তিন কর ব্যবস্থায় আলাদাভাবে পরিচালিত শুল্ক গোয়েন্দা, মূসক গোয়েন্দা, আয়কর গোয়েন্দা বিভাগ ও কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স সেল (Central Intelligence Cell/CIC)নামের আলাদাগোয়েন্দা ইউনিটগুলোর পরিবর্তে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে তিন শুল্ক ও কর গোয়েন্দা ব্যবস্থার সমন্বয়ে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাপনায় যৌক্তিক সাংগঠনিক কাঠামোতে একটি একক ও সমন্বিত গোয়েন্দা বিভাগ প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হচ্ছে। এ ইউনিট বিভিন্ন উৎস হতে কর ফাঁকি সংক্রান্ত গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ও তার পর্যালোচনা ছাড়াও করদাতাদের সমন্বিত প্রোফাইল তথ্যের ভিত্তিতে ঝুঁকিপূর্ণ লেনদেন বা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সনাক্ত করবে। অতঃপর তা অনুসন্ধান বা নিরীক্ষা বা তদন্তের (যে ক্ষেত্রে যা প্রয়োজ্য হয়) জন্য সংশ্লিষ্ট কার্যভিত্তিক ইউনিটের নিকট পাঠাবে। সংশ্লিষ্ট ইউনিট তা অনুসন্ধান বা নিরীক্ষা বা তদন্তপূর্বক পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নিবে। এর অধীনে মাঠ দপ্তরে প্রয়োজনে প্রত্যেক কর ব্যবস্থায়ও ঝুঁকি নিরূপন ইউনিট থাকবে।
- (৬) উপরের (৫) এ উল্লিখিত পদক্ষেপের উদ্দেশ্যে একক গোয়েন্দা ইউনিটেরন্যায় একক নিরীক্ষা/অডিট ইউনিটও একক অনুসন্ধান ও তদন্ত ইউনিট গঠন করতে হবে। সিএন্ডএজি-র সাথে ডিজিটাল ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত থেকে নিরীক্ষা/অডিটের উদ্দেশ্যে ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে সমন্বিত ব্যবস্থা রাখতে হবে- যাতে একই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সংস্থা একই মেয়াদে বারংবার নিরীক্ষা না করে। তাছাড়া, কার্যকর সিস্টেম অডিট সরেজমিনে অডিট করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মানের ম্যানুয়েল ও প্রশিক্ষিত জনবল তৈরী করতে হবে।

(৭) উপরের (৫) ও (৬) এ উল্লিখিত পদক্ষেপের উদ্দেশ্যে ও কাস্টমস আইন, মূসক আইন এবং আয়কর আইনের অপরাধ, দণ্ড ও প্রয়োগিক বিধান (Enforcement Provisions বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একক বাস্তবায়ন Enforcement) ইউনিট গঠন করতে হবে। তবে সামগ্রিক কাঠামোতে সমন্বিত পদ্ধতিতে ডিজিটালি রূপান্তরিত রাজস্ব ব্যবস্থাপনা পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করা হবে বিধায় বিশাল এ আইটি ব্যবস্থাপনা সুচারুভাবে পরিচালনার জন্য উত্তম চর্চার নিরিখে যথোপযুক্ত আইটি অটো বিভাগ গঠন করতে হবে।

(৮) উপর্যুক্ত প্রস্তাবসহ অনুচ্ছেদ ৭ এর অপরাপর সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা হলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল সংখ্যাও তদানুযায়ী পুনর্বিন্যাস/হ্রাস করতে হবে।

(৯) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে ইহার মানবসম্পদের যৌক্তিক সংখ্যা, দক্ষতা, মান ও পারফরমেন্স বৃদ্ধি এবং শুদ্ধাচার চর্চার দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। মানব সম্পদের সাংগঠনিক কাঠামো কার্য (Function) ভিত্তিক ও ব্যবস্থাপনা নিম্নোক্ত নীতিমালায় প্রযুক্তিগত ব্যবস্থায় পরিচালিত হতে হবে। বোর্ডের মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা-

- যোগ্য মানবসম্পদ নিয়োগ প্রদান,
 - সুষ্ঠু কর্মজীবন পরিকল্পনা (career planning),
 - আইন, বিধি, পদ্ধতি, প্রযুক্তি ও কার্যভিত্তিক বাধ্যতামূলক নিবিড় প্রশিক্ষণ,
 - বিশেষায়িত জ্ঞান, দক্ষতা ভিত্তিক যোগ্যতা ও বিগত পারফরম্যান্স এর ভিত্তিতে পদায়ন,
 - নিয়মিত পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা,
 - পারফরম্যান্স এর ক্ষেত্রে carrot or stick policy অনুসরণ,
 - পরীক্ষিত পদ্ধতিতে পারফরম্যান্স মূল্যায়ন,
 - অসদাচরন, অনিয়ম ও হয়রানির ক্ষেত্রে শাস্তি এবং ভালো কাজে পুরস্কার
- ইত্যাদি সমন্বিত নীতিমালায় ব্যবস্থিত হতে হবে। এ নীতিমালা কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে। কোন তদবিরে বা প্রভাবে এর ব্যত্যয় করা যাবে না। উল্লিখিত সকল বিষয়ে একটি সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ন ও কার্যকর করার সুপারিশ করা হচ্ছে।

- রাজস্ব বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের-কে রাজস্ব নীতি, আইন, বিধি, পদ্ধতি, অপারেশনাল সিস্টেম, রাজস্ব ব্যবস্থাপনা, করদাতাদের সাথে আচরণ, কর সেবা প্রদান, শুদ্ধাচার চর্চা, আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চা, বিরোধ ও মামলা নিষ্পত্তি ইত্যাদি বিষয়ে আধুনিক উন্নতমানের সমন্বিত প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের শুল্ক ও ভ্যাট এবং আয়কর- এ দুটো বিভাগের আলাদা স্থানে আলাদা কাঠামোতে বিদ্যমান দুটো প্রশিক্ষণ একাডেমিকে একই স্থানে একই কর্তৃত্বে আনতে হবে।

(১০) স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে Third Party Information System চালু করতে হবে। অনেক উন্নত দেশের ন্যায় (যেমন- কানাডা) Code of Integrity and Professional Conduct প্রকৃতির শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা ও সাংগঠনিক মূল্যবোধ (Organizational Values) প্রবর্তন করা দরকার।

৭:ক:১০

১) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের গবেষণা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগকে রাজস্ব নীতি প্রনয়ন, কর ফাঁকির ক্ষেত্র ও পরিমান (tax gap), নিরূপন, কর পরিপালন ব্যয়, পরিপালন হার, করভিত্তি সম্প্রসারণ, কর প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা উপযোগী করে পুনর্গঠিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে অর্থনীতি, পরিসংখ্যান, হিসাব বিজ্ঞান, ব্যবসায় প্রশাসন বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন কর্মকর্তাদেরকে এ অনুবিভাগে নিয়োগ দিতে হবে। পাশাপাশি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ ও অর্থনীতি গবেষণা কাজে নিয়োজিত চিন্তকের সাথে গবেষণার ক্ষেত্র নির্ধারণপূর্বক গবেষণা করতে হবে। তাছাড়া, বোর্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন যাতে আন্তর্জাতিক মানে সংশ্লিষ্ট বছর শেষ হওয়ার তিন মাসের মধ্যে উন্নত অবয়ব ও মানে প্রকাশিত হয়- তাও নিশ্চিত করতে হবে। উল্লেখ্য, রাজস্ব নীতি প্রনয়নে এর সংশ্লিষ্টতা বেশী বলে গবেষণা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগটি শুধু কর্ম/কার্য বন্টনের প্রয়োজনে প্রস্তাবিত/বাস্তবায়নধীন রাজস্ব নীতি বিভাগের অধীনে রাখার প্রস্তাব করা হলেও প্রস্তাবিত বিশেষায়িত রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগেও এর গুরুত্ব অসীম বিধায় ডিজিটাল ব্যবস্থাপনায় নীতি বিভাগের পাশাপাশি রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগেও ইহা পরস্পরের পরিপূরক করে আলাদা কার্যক্ষেত্রে কার্যকর রাখতে হবে।

২) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রধানত: রাজস্ব ব্যবস্থাপনার পারফরম্যান্স তথ্যাদি প্রাধান্য পায় বিধায় রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগ/জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃকই তা প্রনীত ও প্রকাশিত হওয়া যৌক্তিক হবে।

৭:ক:১১ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সমন্বয়, যোগাযোগ ও সহযোগীতা বৃদ্ধি করতে হবে। এ লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির (Terms of Reference) ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফোরাম/কমিটি গঠনপূর্বক কার্যকর করতে হবে। কর কার্যাবলী সৃষ্ট জটিলতা, বিরোধ ও অভিযোগ নিষ্পত্তি, ব্যবসায়ী/করদাতার হয়রানি বন্ধ, ও স্বেচ্ছায় পরিপালন বৃদ্ধি ইত্যাদির জন্য টাঙ্কফোর্স গঠন এ ক্ষেত্রে অন্যতম।

৭:ক:১২ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সম্মানিত করদাতাদের প্রতি প্রদত্ত করসেবা ও কর সংক্রান্ত প্রচার খুবই সামান্য। যা আছে তার মানও আশানুরূপ নয়। কর ব্যবস্থায় করদাতাদের স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ ও পরিপালন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বোর্ডের একজন সদস্যের নেতৃত্বে সুনির্দিষ্ট ও সমন্বিত কর্মপরিকল্পনার ভিত্তিতে নিম্নরূপ কর সেবা নিশ্চিত করতে হবে :

- ❖ মধ্যস্থত্বভোগীমুক্ত পরিবেশে আমদানীকারক, রপ্তানীকারক বা করদাতা কর্তৃক নিজেই তাঁর শুল্ক, মূসক ও আয়কর এর দায় নিরূপন ও প্রযোজ্য রাজস্ব প্রদান সংক্রান্ত ঘোষণা অনলাইনে প্রদানের সংযোগ সৃষ্টি করতে হবে।
- ❖ প্রতিটি কর ব্যবস্থার প্রত্যেকটি দায়িত্ব, কার্য ও পরিপালন ক্ষেত্র বিষয়ে সংক্ষেপে সাধারণের বোধগম্য ভাষায় বুকলেট, লিফলেট, পুস্তিকা, প্রচারপত্র/সিটিজেন চার্টার প্রকাশ ও ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ❖ মূসক ও আয়কর বিভাগ কর্তৃক যৌথভাবে সারা বছরব্যাপী করদাতা প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী পালন করতে হবে। এ লক্ষ্যে কর ব্যবস্থার বাহিরে অবস্থানকারী সম্ভাবনাময় করদাতা, নিবন্ধিত কিন্তু কর পরিপালনে অনাগ্রহী, সুগু, ফাঁকিতে অভ্যস্ত করদাতাদের চিহ্নিতকরণপূর্বক তাঁদেরকে এ কর্মসূচীতে আনতে হবে। করদাতা প্রশিক্ষণসূচী বিষয়ভিত্তিক ও বাস্তবসম্মত করে তৈরী করতে হবে।
- ❖ উপরোক্ত প্রকৃতির করদাতাদের কর্মক্ষেত্রে কর কর্মকর্তাগণ পূর্ব ঘোষিত (হঠাৎ নয়) কর্মসূচীর ভিত্তিতে পরিদর্শন করবেন। তাঁদের রেকর্ড পরীক্ষা করে ভুল ভ্রান্তি চিহ্নিত করে তা সংশোধন ও যথাযথ পরিপালনের পরামর্শ দিবেন।
- ❖ সৎ করদাতাদেরকে স্বীকৃতি ও পুরস্কারের মাধ্যমে অনুপ্রানিত করার কর্মসূচী রাখতে হবে।
- ❖ কর বিভাগ ও করদাতাদের মধ্যে বর্তমানের উদাসীন, ক্ষেত্র বিশেষে নেতিবাচক/বিদ্বেষমূলক সম্পর্ক ও মনোভাব পাল্টে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করতে হবে।
- ❖ আইন ও বিধিতে করদাতাকে প্রদত্ত অধিকার ও দায়িত্বগুলো নাগরিক সনদ/ চার্টার আকারে প্রকাশ ও প্রচারপূর্বক বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ❖ কর বিভাগ ও করদাতাদের মধ্যে খাত, এসোসিয়েশন ও ট্রেড বডি ভিত্তিক অংশীদারিত্বমূলক যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে।
- ❖ করদাতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব অনলাইনে রিয়েল টাইমে দেয়ার সুব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- ❖ ডিজিটাল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কর সেবা ও কর পরিপালন কাজ করদাতা ও কর কর্মকর্তার চাক্ষুষ বা অন্যবিধ যোগাযোগ ছাড়া নিশ্চিত করতে হবে।

৭:ক:১৩ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তিনটি কর ব্যবস্থার বাস্তবায়ন বিষয়ে উত্থাপিত অভিযোগ, সৃষ্ট বিরোধ বা রুজুকৃত মামলা ও আপীল স্বল্পতম সময়ে কার্যকরভাবে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিরোধ ও মামলা সংক্রান্ত আইনী ও পদ্ধতিগত বিষয় সহজীকরণসহ ডিজিটাল সিস্টেমে

অভিযোগ, বিরোধ ও মামলা সংক্রান্ত মডিউল সৃজনপূর্বক তা তিনটি কর ব্যবস্থায় সংযোজন করতে হবে- যাতে অংশীজনদের যে কোন প্রাসঙ্গিক অভিযোগ, বিরোধ কিংবা মামলার সকল তথ্য স্বচ্ছতার সাথে সংরক্ষণ ও স্বল্পতম সময়ে কার্যকরভাবে নিষ্পত্তি করা যায়। উক্ত মডিউলে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির (Alternative Dispute Resolution /ADR) ব্যবস্থাপনাও থাকতে হবে- যাতে এই ব্যবস্থায় স্বল্প সময়ে বেশি সংখ্যক বিরোধের নিষ্পত্তি সম্ভব হয়। তাছাড়া, মামলা বা দাবীনামা সংক্রান্ত বিরোধ ADR পদ্ধতিতে সর্বাধিক নিষ্পত্তির আইনী পদ্ধতিও ব্যবস্থাপনাগত উদ্যোগ নিতে হবে। এ লক্ষ্যে-

- অনলাইনে অভিযোগ দায়ের ও তাৎক্ষনিক তা যাচাই/তদন্তের মাধ্যমে নিষ্পত্তির কার্যকর ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে।
- বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে-
 - মামলা রুজুর আগেই করদাতার সাথে একত্রে বসে বিরোধীয় বিষয়টির আইনানুগতা আলোচনা-পর্যালোচনা করে আইনী যৌক্তিকতা থাকা সাপেক্ষে মামলা রুজুর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।
 - কারণ দর্শাও আকারে মামলা রুজু বা দাবীনামা জারী করা হলে, তার উপর অভিযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের লিখিত বক্তব্য ও শুনানী নিয়ে তা আইনানুগভাবে পর্যালোচনাপূর্বক স্বল্পতম সময়ে ন্যায্যতায় নিষ্পত্তি করতে হবে। এ পদ্ধতিতে নিষ্পত্তিতে আপত্তি থাকলে কিংবা সময় সাপেক্ষ হলে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতিতে স্বল্পতম সময়ে নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করতে হবে।
 - ADR এ না গিয়ে উপরোক্ত আইনী পদ্ধতিতে নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে রাজস্ব কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশে সংশ্লিষ্ট করদাতা সংক্ষুব্ধ হলে আইনে বর্ণিত সময়সীমায় তর্কিত রাজস্বের সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ জমা রেখে যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করতে পারবেন। আপীল স্বল্পতম সময়ে/নির্ধারিত সময়ে নিষ্পত্তি করতে হবে। এ ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতিতে ADR ব্যবস্থায় নিষ্পত্তি করা যাবে।
 - ADR ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ সংখ্যক বিরোধ স্বল্পতম সময়ে ন্যায্যতার ভিত্তিতে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ADR এর এখতিয়ার বৃদ্ধি করতে হবে। একই সাথে বিরোধীয় পক্ষদ্বয়কে বুঝিয়ে ন্যায্যতায় বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সহায়তাকারীকে (Facilitator) সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি কিছু ন্যায় নির্ণয়ন (Adjudicating) ক্ষমতা /সালিশী ক্ষমতা দেয়া যায়।
 - কাষ্টম ও ভ্যাট এবং আয়কর সংক্রান্ত আপীলাত ট্রাইবুনালকে তদারকির দায়িত্ব অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ/প্রস্তাবিত রাজস্ব নীতি বিভাগের পরিবর্তে আইন মন্ত্রণালয়কে দেয়া যায়।

৭: ক: ১৪। আলোচ্য প্রতিবেদনে প্রস্তাবিত সুপারিশমালা সময়াবদ্ধ পরিকল্পনায় সমন্বিতভাবে বাস্তবায়ন পরবর্তীতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মূল্য সংযোজন কর ও আয়কর বিভাগকে একীভূত করে একটি সক্ষম, শক্তিশালী ও মর্যাদা সম্পন্ন বিশেষায়িত রাজস্ব বিভাগ প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে আয়কর ক্যাডার ও শুদ্ধ মূসক ক্যাডারকে প্রয়োজনে একীভূত করা যেতে পারে। উল্লেখ্য আলোচ্য প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা হলে রাজস্ব বিভাগের কর ভিত্তি, কর ব্যবস্থা, ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের সক্ষমতা সমন্বিতভাবে ব্যাপক মাত্রায় বৃদ্ধি পাবে- যা রাজস্ব বৃদ্ধিতে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়। রাষ্ট্রের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় এ বিভাগের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পাবে।

৭:ক:১৫ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডসহ প্রত্যেক কাস্টমস হাউস, কাস্টমস স্টেশন, মূসক কমিশনারেট ও অধিদপ্তর, আয়কর জোন ও অধিদপ্তর, আপীল কমিশনারেট, আপীলাত ট্রাইব্যুনাল ইত্যাদির কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দ্রুততা নিশ্চিত দৈনন্দিক কার্যক্রমগুলো ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে অনলাইনের (ডি-নথি) মাধ্যমে সম্পন্ন করার কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার প্রস্তাব করা হচ্ছে।

৭:ক:১৬ দেশে কর সংস্কৃতির উন্নয়নে শুধু জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সংস্কার তথা আধুনিকায়ন করলেই হবে না। এর পাশাপাশি দেশের সার্বিক পরিপালন সংস্কৃতির (Compliance Culture) উন্নয়নে সম ও যুগপত গুরুত্ব দিতে হবে। সে লক্ষ্যে অব্যাহতভাবে জবাবদিহিমূলক গণতান্ত্রিক চর্চা, আর্থিক ও রাজস্ব ব্যয় ব্যবস্থাপনায় অপচয় রোধ করে জনকল্যাণ ও গুণগতমান বজায় রাখা এবং সুশাসন, আন্ত ক্যাডার বৈষম্য হ্রাস ইত্যাদি নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য দেশের রাজনৈতিক, সাংবিধানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে মনোযোগ দিতে হবে। উল্লেখ্য বিচ্ছিন্ন সংস্কারে কাজিত ফল পাওয়া যাবে না।

৭:ক:১৭ অনুচ্ছেদ ৭ এর বিভিন্ন উপানুচ্ছেদে বর্ণিত প্রস্তাবসমূহের মধ্যে রাজস্ব নীতি প্রনয়ন বিভাগ কর্তৃক রাজস্ব নীতি প্রনয়ন সংক্রান্ত প্রস্তাব ব্যতীত অপরাপর প্রস্তাবাবলি রাজস্ব বাস্তবায়ন বিভাগ/জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়ন করতে হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রস্তাবিত সংস্কার/আধুনিকায়নে সমন্বিত অটোমেশন, ভৌত অবকাঠামো, লজিস্টিকস, অংশীজন ও কর কর্মকর্তার সচেতনতা সৃষ্টি ও উদ্ধৃদ্ধকরণ ইত্যাদিতে আনুমানিক ৭-৮ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে হবে। সরকারের নিজস্ব অর্থে তা করা যেতে পারে। সংস্কার কার্যক্রমগুলো নির্ধারিত সময়ে সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তিন/চার বছর মেয়াদের জন্য একজন যোগ্য, দক্ষ, নিবেদিত ও নেতৃত্ব প্রদানের গুণাবলী সম্বলিত ব্যক্তিকে এর নেতা হিসাবে নিয়োগ দিতে হবে। একই সাথে জ্ঞানসম্পন্ন, দক্ষ, অভিজ্ঞ, নিবেদিত ও পরিশ্রমী কর্মকর্তা ও যোগ্য অংশীজনদের সমন্বয়ে change management team গঠন প্রয়োজন হবে। উল্লেখ্য এ ক্ষেত্রেও বিগত দিনের মতো ভুল করা হলে প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যাবে না।

৭: খ আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে শুদ্ধ ও কর এবং কাস্টমস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সুপারিশঃ

বাংলাদেশের আমদানি বানিজ্যে কাস্টমস শুদ্ধায়ন/এ্যাসেসমেন্ট পর্যায়ে ৬ (ছয়) প্রকার শুদ্ধ কর আদায় করা হয়। এগুলো হচ্ছে কাস্টমস শুদ্ধ (CD), সম্পূরক শুদ্ধ (SD), নিয়ন্ত্রনমূলক শুদ্ধ (RD), মূসক (VAT), অগ্রিম মূসক (AT), অগ্রিম আয়কর (AIT)। অন্যদিকে এসব শুদ্ধ ও কর হারের প্রত্যেকটির অভ্যন্তরেও বিভিন্ন হার প্রযোজ্য।

এসব মিলিয়ে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বানিজ্য তথা আমদানি শুল্ক কর এর আপাতন (Incidence) হার সংখ্যা প্রায় ২৫টি। আমদানি পর্যায়ের এতো সংখ্যক শুল্ক কর হার ও এতো সংখ্যক আপাতন আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চা ও ব্যবসা বানিজ্য এবং রাজস্ব পরিপন্থী বিধায় ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসি ২০২৩কে ভিত্তি হিসাবে ধরে নিম্নের প্রস্তাব মতে তা যৌক্তিকীকরণের প্রস্তাব করা হচ্ছে :

৭:খ:১ পূর্বেকার অগ্রিম ট্রেড ভ্যাট (ATV) এর ধারণায় মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ এর ধারা ৩১ এর আওতায় অগ্রিম মূল্য সংযোজন কর (Advance Tax/AT) নামে প্রথমে ৫ শতাংশ হারে, পরবর্তীতে উৎপাদক আমদানীকারকের ক্ষেত্রে ৩% ও বানিজ্যিক আমদানীকারকের ক্ষেত্রে ৫% হারে, ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের বাজেটে তা উৎপাদকের ক্ষেত্রে ২% ও বাণিজ্যিক আমদানীকারকের ক্ষেত্রে কঠিন শর্তে ৭.৫% হারে আমদানি পর্যায়ে এ কর আদায় করা হয়। স্থানীয় পর্যায়ের কর আমদানি পর্যায়ে আদায় বিশ্ব বানিজ্য সংস্থার (WTO) নীতির পরিপন্থী বিধায় ইহা একটি বিকৃত কর। এ সব কর আমদানি পর্যায়ের বানিজ্য কর আপাতন বৃদ্ধি ছাড়াও মুদ্রা পাচার/মানি লন্ডারিং, আমদানি পন্যের অবমূল্যায়নে প্ররোচিত করে ও ব্যবসায়ীর পুঁজি অলস করে রাখে। সর্বোপরি ইহা আমদানির পরবর্তী পর্যায়ে সময় ও ফেরতের নামে জটিলতা ও হয়রানি সৃষ্টি করে। তাছাড়া, বানিজ্যিক আমদানীকারকের ক্ষেত্রে ৭.৫% হারে আরোপিত এ কর এমএসএমই (MSME) খাতকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে। উল্লিখিত বিবিধ কারণে অনির্দিষ্ট ব্যক্তি/সত্ত্বার ক্ষেত্রে ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে উক্ত কর প্রত্যাহারের নীতিগত সিদ্ধান্ত নিতে সুপারিশ করা হচ্ছে। তবে এই কর হতে বর্তমানে বছরে প্রায় ১০-১২ হাজার কোটি টাকার মতো রাজস্ব আদায় হয় বিধায় প্রস্তাবিত প্রত্যাহার জনিত রাজস্ব ক্ষতি পুষিয়ে নিতে উক্ত প্রত্যাহার একবারে না করে প্রতি বছরে ২০% করে হ্রাস করে পাঁচ বছরে সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করা যায়।

৭:খ:২ আয়কর আইন ২০২৩ এর আওতায় আয় অর্জিত হওয়া সাপেক্ষে আদায়তব্য প্রত্যক্ষ করকে আমদানি পর্যায়ে অন্যান্য বানিজ্য শুল্ক ও কর এর সাথে আদায়ের লক্ষ্যে অগ্রিম আয়কর (AIT) নামে আরোপিত কর বাংলাদেশের কর ব্যবস্থায় আরেকটি বিকৃত কর। এ করও মূসকের অগ্রিম কর এর ন্যায় আমদানি পর্যায়ে বানিজ্য কর এর মোট কর আপাতন বৃদ্ধি করে বিধায় পন্যমূল্য ঘোষণায় বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা ঘোষণা প্রদান ও বানিজ্য ভিত্তিক মানি লন্ডারিংকে উৎসাহিত করে। তাছাড়া, বানিজ্যিক আমদানির ক্ষেত্রে ইহাকে ন্যূনতম কর (Minimum) হিসাবে গণ্য করায় তা পন্য মূল্য বৃদ্ধিপূর্বক উৎপাদন ও বানিজ্যের প্রতিযোগিতা ক্ষমতা হ্রাস এবং ভোক্তা স্বার্থকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এসব বিবেচনায় আয়করে নিবন্ধিত নয় এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যতীত উক্ত কর প্রত্যাহারের নীতিগত সিদ্ধান্ত নিতে সুপারিশ করা হচ্ছে। তবে এ কর হতে বর্তমানে বছরে প্রায় ১০-১২ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয় বিধায় প্রস্তাবিত প্রত্যাহারজনিত রাজস্ব ক্ষতি পুষিয়ে (Offset) নিতে মূসকের অগ্রিম কর এর ন্যায় উক্ত প্রত্যাহার একবারে না করে প্রতি বছরে ২০% করে হ্রাস করে পাঁচ বছরে সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করা যায়।

৭:খ:৩ কাস্টমস আইন ২০২৩ এর আওতায় ২৫% কাস্টমস শুল্কযোগ্য প্রায় সকল পন্যের আমদানিতে ৩% হারে আরোপিত রেগুলেটরি ডিউটি আরডি/(RD) আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে একটি প্যারাট্যারিফ শুল্ক। এ শুল্কসহ ২৫% কাস্টমস শুল্কযোগ্য পন্যের প্রকৃত (effective) কাস্টমস শুল্ক হচ্ছে (২৫+৩) ২৮ শতাংশ। এ শুল্কও অগ্রিম কর ও অগ্রিম

আয়কর এর ন্যায় আমদানি পর্যায়ে পন্য মূল্য ঘোষণায় বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা ঘোষণা প্রদান ও বানিজ্য ভিত্তিক মানি লন্ডারিংকে উৎসাহিত করা ছাড়াও পন্য মূল্য বৃদ্ধি ও ভোক্তা স্বার্থকে প্রভাবিত করে। তাছাড়া ২০২৬ সনে উন্নয়নশীল দেশে বাংলাদেশের উত্তরণ হলে এ ধরনের প্যারাটারিফ/বিকৃত শুল্ক হতে বের হতে হবে। এসব বিবেচনায় এ শুল্ক আগামী ৩-৪ বছরের মধ্যে পর্যায়ক্রমে হ্রাস করে সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করার সুপারিশ করা হচ্ছে। তবে স্থানীয় শিল্পের যৌক্তিক সংরক্ষণ কিংবা আন্তর্জাতিক বানিজ্যের প্রতিকূল লেনদেন প্রভাব হ্রাস-ইত্যাদি উদ্দেশ্যে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রেগুলেটরি ডিউটি আরডি/RD আরোপ ও আদায় করা যাবে।

৭:খ:৪ বর্তমানে মূল্য সংযোজন কর আইন ২০১২ এর আওতায় ১৬৬৩ টি ট্যারিফ লাইনে ৫ হইতে ৫০০ শতাংশ হারে মোট ১৩টি সম্পূরক শুল্ক (SD) হার আমদানি পর্যায়ে কার্যকর আছে। আমদানি পর্যায়ে কার্যকর সম্পূরক শুল্কের এসব হার একই পন্যের স্থানীয় পন্যের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাই। এসব হার শুধু দেশের আমদানি বানিজ্য মূল্যই বৃদ্ধি করছে না, ইহা দেশের বিনিয়োগ, উৎপাদনকেও ক্ষতিগ্রস্ত করছে। সর্বোপরি ইহা ট্যারিফ সংক্রান্ত বিশ্ব বানিজ্য সংস্থার MFN ও National Policy এর পরিপন্থি বিধায় ও বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ করতে যাচ্ছে বলে এ শুল্ককে সংখ্যা ও হারে হ্রাস ও যৌক্তিকীকরণ করার প্রস্তাব করা হচ্ছে।

৭:খ:৫ বর্তমানে কার্যকর আমদানি শুল্ক হার হচ্ছে : ০, ১, ৩, ৫, ১০, ১৫, ২৫ = মোট ৭ (সাত)টি। এর সাথে ২৫% কাস্টমস শুল্কসহ অধিকাংশ পণ্যে ২% আরডি/RD, অনেক পণ্যে বিভিন্ন হারের (১০ থেকে ৫০০%) এসডি/SD, ০-১৫% এর মধ্যে বিভিন্ন হারে মূসক/ভ্যাট, নিবন্ধিত উৎপাদকের উপর ৩/২% ও বাণিজ্যিক আমদানীকারকের উপর ৭.৫% হারের অগ্রিম মূসক, প্রধানতঃ ১-৫% হারে অগ্রিম আয়কর আছে। এসব শুল্ক ও করের বিধিবদ্ধ (Statutory) মোট কর আপাতন (TTI) সংখ্যা ১২১ টি- যা- অধিকাংশ ক্ষেত্রে ৩১%, ৫৮%, ৮৯% এবং ১৫০%, সর্বোচ্চ ৮০০%। এতো সংখ্যক শুল্ক ও কর এতো সংখ্যক হার ও আপাতনে থাকায় আমদানিতে মিথ্যা ঘোষণা, মুদ্রা পাচার, রাজস্ব ফাঁকি, হয়রানি, বিলম্ব, বৈষম্য ইত্যাদি ঘটছে। বিধিবদ্ধ হার যা-ই থাকুক ঘোষণার সত্যাসত্যে ও যোগসাজশে একই সময়ে একই পন্যের আমদানিতে কারো কারো প্রকৃত কর আপাতন (effective incidence /TTI/ETR) অনেক কমে যায়। আর কারো কারো বিধিবদ্ধ আপাতন অনেক ক্ষেত্রে শ্রেণী বিন্যাসের নামে, উচ্চতর রেকর্ড মূল্য, মিনিমাম ভ্যালু, ট্যারিফ ভ্যালু ইত্যাদির যাতাকলে পড়ে অনেক বেশি হয়। উভয় পরিস্থিতিই সংশ্লিষ্ট পন্যচালানের সাপ্লাই চেইনের পরবর্তী ধাপে বৈষম্য তৈরী করে। তাছাড়া অনেকশিল্প খাতকে অযৌক্তিক মাত্রায় ট্যারিফ সুবিধা দেয়া হলেও অগ্র ও পশ্চাদ সংযোগমুখী অনেক স্থানীয় শিল্প অপরিপূর্ণ প্রতিরক্ষনে ক্ষতিগ্রস্তও হচ্ছে। এসব শিল্পকে বিদেশী অসম প্রতিযোগিতা হতে রক্ষার্থে যৌক্তিক প্রতিরক্ষণ প্রধানতঃ কাস্টমস শুল্ক ও রেগুলেটরি ডিউটি/RD এর মাধ্যমে দিতে হয়। এসবের পাশাপাশি সাফটা চুক্তি সংক্রান্ত রেয়াতী প্রজ্ঞাপনসহ অন্যান্য Preferential ট্যারিফ চুক্তিও কার্যকর আছে। এতেও অনেকক্ষেত্রে বৈষম্য আছে। তাছাড়া, বিশ্ব বানিজ্য সংস্থার (WTO) চুক্তির কারনসহ উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ শর্ত পালন ও রপ্তানির ভিত্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিদ্যমান কাস্টমস শুল্ক হার হ্রাসের চাপ আছে। উল্লিখিত সকল বিষয় বিশেষত উপ অনুচ্ছেদ “৭:খ: ১, ৭:খ: ২ ও ৭:খ: ৩” ও উপঅনুচ্ছেদ “৭:গ:২” তে প্রদত্ত প্রস্তাবসহ বিদ্যমান সকল অব্যাহতি ও রেয়াতী প্রজ্ঞাপন বিবেচনায় নিয়ে ও বানিজ্য মন্ত্রনালয়ের জারিকৃত ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসি-২০২৩ এর পঞ্চম অধ্যায় এর

সাধারণ নীতিমালার চেতনাকে বিবেচনায় রেখে উল্লিখিত বিদ্যমান ট্যারিফ কাঠামো যৌক্তিকীকরণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে নবসৃষ্ট রাজস্ব নীতি বিভাগের নেতৃত্বে বানিজ্য মন্ত্রণালয়, ট্যারিফ কমিশন, শিল্প মন্ত্রণালয়, এফবিসিসিআই, অন্যান্য ব্যবসায়ী সমিতি ও সংশ্লিষ্ট অংশীজন সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে আগামী ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে আগামী ২-৩ বছর মেয়াদে আমদানী পর্যায়ে বাণিজ্য ও ভোক্তা বান্ধবে বাস্তবায়নযোগ্য একটি যৌক্তিক ট্যারিফ নীতি কাঠামো প্রনয়ন করার প্রস্তাব করা হচ্ছে। জাতীয়ভাবে ব্যাপক আলোচনা করে তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

৭:খ:৬ বর্তমানে আমদানী মূল্যের কাস্টমস ব্যবস্থাপনা নিম্নোক্ত বিভিন্ন অনিয়ম, বিকৃতি ও দুর্বলতায় আক্রান্ত। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- আমদানি-রপ্তানি মূল্যের কাস্টমস ভ্যালুয়েশন বা শুদ্ধ মূল্যায়ন নির্ধারণে বিশ্ব কাস্টমস সংস্থার (WCO) অনুমোদিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় না। বিদ্যমান শুদ্ধ মূল্যায়ন বিধিমালা ২০০০ এর আওতায় আমদানিকারকের ঘোষিত লেনদেন মূল্যের যথার্থতা যাচাই বা বিচার/বিবেচনা না করে জোর করে বেশী রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে উচ্চতর রেকর্ড মূল্যে ও আন্তর্জাতিক রীতি পরিপন্থী প্যারাট্যারিফ নামে পরিচিত মিনিমাম ভ্যালু, ট্যারিফ ভ্যালু- ইত্যাদিতে, অনেক ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যমূলক বৈষম্যে আমদানিকৃত পণ্য চালানোর কাস্টমস শুদ্ধায়ন করা হয়। এতে বিধিবদ্ধ কর আপাতন/STR বাস্তবে ব্যাপক বৈষম্যমূলক কার্যকর কর আপাতনে (effective tax rate/ETR) পরিনত হয়- যা পরবর্তী সাপ্লাই চেইনে অভ্যন্তরীণ মুসক বা ভ্যাট কাঠামোতে করদাতাদের জন্য হারানিমূলক পরিবেশ তৈরী করে। পন্যমূল্যকেও ইহা প্রভাবিত করে। বৈষম্যমূলক ও ব্যবসা এবং ভোক্তা স্বার্থ বিরোধী এ ব্যবস্থা/প্রাক্টিস বন্ধ করতে হবে। এ লক্ষ্যে আমদানীকৃত পন্যের ঘোষিত মূল্য উল্লিখিত শুদ্ধ মূল্যায়ন বিধিমালার বিধিসমূহের আওতায় পর্যায়ক্রমিক বস্তুনিষ্ঠভাবে পরীক্ষাপূর্বক ও কথিত উচ্চতর রেকর্ড মূল্য তথ্যের ডকুমেন্টারী ভিত্তি ও সময়কাল যথাযথভাবে যাচাই করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পরামর্শ দেয়া যায়। একই সাথে কাস্টমস আইন ২০২৩ এর ধারা ২৭(৫) ও এতদসংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন রহিত করার সুপারিশ করা হচ্ছে। উল্লিখিত প্রস্তাব কার্যকর করার লক্ষ্যে-

- (১) শুদ্ধ মূল্যায়ন বিধিমালা ২০০০ যথাশীঘ্র সম্ভব পূর্ণমাত্রায় বাস্তবায়ন করতে হবে। এ লক্ষ্যে সময়াবদ্ধ উদ্যোগে এ্যাসাইকুডা সিস্টেমে শুদ্ধ মূল্যায়ন মডিউল তৈরী করে যথাশীঘ্র সময়ের মধ্যে কার্যকর করতে হবে। কাস্টমস ভ্যালুয়েশন সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং দক্ষ কর্মকর্তাদের দ্বারা তা পরিচালনার ব্যবস্থা করতে হবে।
- (২) আমদানি মূল্য /কাস্টমস ভ্যালুয়েশন সংক্রান্ত জটিল ঘোষণাগুলো তাৎক্ষণিক/স্বল্প সময়ে যাচাই করা সম্ভব না হলে পর্যাপ্ত সিকিউরিটি/গ্যারান্টি নিয়ে সাময়িক শুদ্ধায়নের মাধ্যমে পন্য চালান খালাস দিয়ে পরবর্তীতে ব্যাপক তদন্তের মাধ্যমে তার যথার্থতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে প্রত্যেক কাস্টম হাউস ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে কাস্টমস ভ্যালুয়েশন/শুদ্ধ মূল্যায়ন সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ দল/Team গঠন করতে হবে।
- (৩) ভ্যালুয়েশন মডিউল তৈরীপূর্বক তা দিয়ে শুদ্ধ মূল্যায়ন বিধিমালা কার্যকর করার লক্ষ্যে আমদানি মূল্য সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য তথ্যের ডাটা বেইজ তৈরী করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে প্রোফর্মা ইনভয়েস /ইনভেন্টে আমদানীয় পন্য সংক্রান্ত সকল তথ্য ও বিবরণ যাতে সঠিকভাবে থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে।

- (৪) তাছাড়া, আমদানি রপ্তানি ঋণপত্র/এলসি ব্যবস্থাপনার জন্য নিবেদিত বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিজিটাল অনলাইন ব্যবস্থায় প্রোফর্মা ইনভয়েস (PI)/ ইনডেন্ট ভিত্তিক ঋণপত্র /এলসি-তে উক্ত ঋণপত্র/ এলসির সাথে একই সময় প্রোফর্মা ইনভয়েস (PI) /ইনডেন্টও আপলোড করতঃ তা কাস্টমস এর এ্যাসাইকুডা সিস্টেম এর সাথে সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট প্রোফর্মা ইনভয়েস (PI) /ইনডেন্টটি যেন ঋণপত্র/এলসি'র অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ঋণপত্র/এলসি খোলার দিনই ডিজিটাল সিস্টেমে থাকে-তা নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাস্টমস বিভাগকে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে বসে বিষয়টির দ্রুত ও সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।
- (৫) কাস্টমস শুল্ক মূল্য সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে কাস্টমস ভ্যালুয়েশন /শুল্ক মূল্যায়ন বিষয়ে নিবিড় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কর্মকর্তা তৈরী করে তাঁদেরকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও প্রত্যেক কাস্টম হাউস/ স্টেশনে টীম হিসেবে পদায়ন করতে হবে।
- (৬) উপরোক্ত উদ্দেশ্যে কাস্টমস শুল্কায়নে যোগ্য ও দক্ষ কর্মকর্তা পদায়ন করতে হবে। বোর্ডের সদস্য কাস্টমস ভ্যালুয়েশন এর নেতৃত্বে কমিশনার, কাস্টমস ভ্যালুয়েশন কর্তৃক তাঁদেরকে ও সিএন্ডএফ এজেন্টদেরকে উক্ত মূল্যায়ন বিধিমালায় ধারণা, পদ্ধতি ও প্রয়োগ বিষয়ে সুপারিকল্পিত কর্মসূচীর ভিত্তিতে নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক যথাযথ পরিপালনে দক্ষ করে তৈরী করতে হবে। একই উদ্দেশ্যে আমদানি পণ্যের সঠিক নাম, বিবরণ, পরিমাণ, একক, মানসহ অন্যান্য তথ্য প্রোফর্মা ইনভয়েসে (PI) ও ঋণপত্রে প্রদানের জন্য বোর্ডের উল্লিখিত কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে সকল ব্যাংকের বৈদেশিক বানিজ্য শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কাস্টমস সিএন্ডএফ এজেন্টস ও কাস্টমস কর্মকর্তাদের নিবিড় প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

৭:খ:৭ আমদানি রপ্তানি বানিজ্যে শুল্ক মূল্যায়ন ব্যতীত অপরাপর বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা ঘোষণা ও জালিয়াতি হতে রক্ষার্থে আধুনিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা মডিউলের কোন বিকল্প নাই। এতদুদ্দেশ্যে বর্তমানে অনুসৃত পদ্ধতি আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে ও মিথ্যা ঘোষণা ও জালিয়াতির প্রবনতা রোধে যথাযথ নয়। এ অবস্থার নিরসনে ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইনডো (NSW) প্রকল্পের আওতায় আন্তর্জাতিক মানের আধুনিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা মডিউল তৈরীপূর্বক অনেক আগেই বাস্তবায়ন করার কথা ছিল। কিন্তু এখনো তা করা হয় নাই। যা হোক, ইহা অবিলম্বে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনায় তৈরী করে দ্রুত কার্যকর করতে হবে। উল্লেখ্য, শুল্ক মূল্যায়ন মডিউল ও আধুনিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা মডিউলব্যতীত এ্যাসাইকুডা সিস্টেম একটি ক্যালকুলেটর মাত্র; এখনো একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কাস্টমস ব্যবস্থাপনা সিস্টেমে উন্নীত হতে পারে নাই। আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যে মিথ্যা ঘোষণা প্রতিরোধে উপরোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ ছাড়াও উক্ত বাণিজ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সমন্বয়ে ন্যাশনাল ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন কমিটি (National Trade Facilitation Committee) গঠনপূর্বক তাতে সময়ে সময়ে আলোচনা করেও এতদ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

৭:খ:৮ আধুনিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা মডিউলের ভিত্তিতে নির্বাচিত আমদানিকৃত ও রপ্তানিকৃত পন্যচালান বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট চালানের কাস্টমস খালাসোত্তর নিরীক্ষা /অডিট কার্যক্রম বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অপরিবর্তিতভাবে না করে কমিশনার, কাস্টমস মূল্যায়ন ও নিরীক্ষা এর নেতৃত্বে যথাযথ কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে হবে। সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্য ছাড়া একই বিল অব এন্ট্রি বা বিল অব এক্সপোর্ট যাতে একাধিকবার অথবা নিরীক্ষা করা না হয়- সে লক্ষ্যে তিনি সাংবিধানিক নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ ও কাস্টম হাউস/ কাস্টমস স্টেশন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে তা নির্ধারণ করবেন। নিরীক্ষায় প্রাপ্ত ফাইন্ডিংস নিয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক ও কাস্টমস কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে পরবর্তী সময়াবদ্ধ পদক্ষেপ নিবেন।

৭:খ:৯। এ্যাসাইকুডা সিস্টেমকে সকল বন্দর কর্তৃপক্ষের সিস্টেমের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে যাতে বন্দরে আগত সকল পন্য চালানের গোপন পাচার (clandestine clearance) রোধপূর্বক কাস্টমস এর কার্যকর নিয়ন্ত্রন নিশ্চিত করা যায়। চালানের অবস্থান, বন্দরে অবস্থান কালসহ প্রাসঙ্গিক সকল তথ্য (ডেমারেজসহ) কাস্টমস কর্তৃপক্ষ যেকোন সময় জানতে পারেন এবং তদভিত্তিতে দু কর্তৃপক্ষের তথ্যের সমন্বয় (reconciliation) করত: প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইনানুগ পদক্ষেপ নেয়া যায়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খালাস করা হয় নাই- এমন পন্য চালান যাতে যথাসময়ে নিলাম বা অন্যবিধ নিষ্পত্তি করা যায় সে লক্ষ্যে এ্যাসাইকুডা সিস্টেমে অকশন/নিলাম মডিউল অবিলম্বে সংযোজন করার পরামর্শ দেয়া যায়।

৭: খ: ১০। কাস্টমস এর আমদানি জেনারেল ম্যানিফেস্ট (IGM) দাখিল হতে শুরু করে কাস্টমস শুক্রায়ন ও খালাসের লক্ষ্যে বিল অব এন্ট্রি দাখিল, অতঃপর ডকুমেন্টস ও ঘোষণা যাচাই, কায়িক বা রাসায়নিক পরীক্ষা, এইচ এস কোড, ভ্যালু যাচাই, শুক্রায়ন পদ্ধতি নির্ধারণ, সাময়িক শুক্রায়ন কিংবা চূড়ান্ত শুক্রায়ন, নিরূপিত শুক্র ও কর পরিশোধ, মিথ্যা ঘোষনার ক্ষেত্রে গৃহীতব্য ব্যবস্থা, বেশি শুক্র ও কর প্রদানের ক্ষেত্রে স্বল্পতম সময়ে হয়রানিমুক্তভাবে ফেরত প্রদান ইত্যাদির উপর স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (SOP) প্রনয়ন যাচাইপূর্বক এ্যাসাইকুডা সিস্টেমে ব্যবস্থিত করতে হবে- যাতে যে কোন পন্য চালান দ্রুত শুক্রায়ন ও খালাস করা যায়। উল্লেখ্য যথাযথ SOP ছাড়া কোন পন্য চালান যথাযথভাবে স্বল্পতম সময়ে হয়রানিমুক্ত পরিবেশে খালাস সম্ভব হবে না। এ লক্ষ্যে কাস্টমস বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান ও অভিজ্ঞ সম্পন্ন কাস্টমস কর্মকর্তার নেতৃত্বে ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের প্রতিনিধি সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তা সম্পন্ন করতঃ এ্যাসাইকুডা সিস্টেমে তা সংযোজন করতে হবে।

৭: খ: ১১। আমদানিকৃত ও রপ্তানিতব্য পন্যের ঘোষণা যাচাইয়ের জন্য প্রত্যেক কাস্টমস স্টেশনে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন পর্যাপ্ত সংখ্যক স্ক্যানিং মেশিন, ওয়েব্রিজ ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রাসায়নিক পরীক্ষাগার স্থাপনপূর্বক তা এ্যাসাইকুডা সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। এতে দ্রুত ও সঠিকভাবে ঘোষণা যাচাই ও মিথ্যা ঘোষণা চিহ্নিত হয়ে দ্রুত ও হয়রানিমুক্তভাবে শুক্রায়ন সম্ভব হবে।

৭: খ: ১২। উপরের “৫: ক: ৯” উপানুচ্ছেদে বর্ণিত মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতিমালার ভিত্তিতে ও উপ অনুচ্ছেদ “৫:খ: ৫ ও ৫.খ.৬” এর উদ্দেশ্যপূরণের লক্ষ্যে কর্মকর্তাদের প্রোফাইল ও দক্ষতা যাচাই করে কাস্টমস শুক্রায়ন কাজে যোগ্য, দক্ষ ও নিবেদিত কর্মকর্তাকে পদায়ন করতে হবে। পদায়নকৃত কর্মকর্তার যোগ্যতা, পারফরম্যান্স ও শুদ্ধাচার

সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কমিশনার ৬ মাস পর পর বোর্ডকে অবহিত করবেন। যোগ্য কর্মকর্তা তৈরীর জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করতে হবে।

৭: খ: ১৩। বিদ্যমান কাস্টমস রপ্তানি বন্ড সিস্টেমস, ডিপ্লোম্যাটিক বন্ডসহ অন্যান্য বন্ড ব্যবস্থার আইন, পদ্ধতি ও অপারেটিং পদ্ধতি যাচাই করে ব্যবসা ও কাস্টমস এর কার্যকর নিয়ন্ত্রন বান্ধব করে অটোমেটেড বন্ড ব্যবস্থাপনা তৈরীপূর্বক তা কাস্টমস এর মূল প্ল্যাটফর্ম এ্যাসাইকুডা, সিঙ্গেল উইন্ডো ইত্যাদির সাথে সংযুক্ত করতে হবে। এতে বন্ড ব্যবস্থাপনা স্বচ্ছ ও ব্যবসা বান্ধব হবে। চলমান বন্ড অটোমেশন প্রকল্পকে সেভাবে কার্যকর করতে হবে।

৭: খ: ১৪। রপ্তানিতব্য পণ্যের নাম, সংখ্যা, মান, পরিমানে বৈচিত্র্য আনার লক্ষ্যে পোশাক শিল্পের জন্য প্রদত্ত বন্ডেড ওয়্যারহাউস ফ্যাসিলিটি সম্ভাবনাময় নন- পোশাক খাত/উপখাতেও দেয়ার জন্য সুপারিশ করা হচ্ছে। রপ্তানি পন্য উৎপাদনে ও রপ্তানিতে ইতোমধ্যে সফলতা দেখিয়েছে কিংবা সম্ভাবনা আছে- কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতার জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল নিজেরা আমদানি করতে পারে না- ক্ষুদ্র ও মাঝারী এবং বৃহৎ খাতের এমন প্রতিষ্ঠানকে বন্ডেড ওয়্যার হাউজের সুবিধা দেয়ার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় বা সেন্ট্রাল বন্ডেড ওয়্যার হাউজ প্রতিষ্ঠার অনুমতি দিতে প্রস্তাব করা হচ্ছে। প্রস্তাবিত digitally transformed জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কাঠামো ও পরিবেশে তা সম্ভব ও ঝুঁকিমুক্ত হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বানিজ্য মন্ত্রনালয় ও ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ যৌথভাবে এ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন করবেন।

৭: খ: ১৫। ট্যারিফ ও নন ট্যারিফ এলাকায় অবস্থিত তৈরী পোশাক শিল্প খাতসহ বন্ডেড ওয়্যার হাউজিং সুবিধা ভোগকারী অন্যান্য শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প খাতের উৎপাদিত পণ্যের বৈচিত্র্য ও মান বৃদ্ধির মাধ্যমে রপ্তানি বাজারের সম্ভাবনা বৃদ্ধি, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার অতিরিক্ত প্রাপ্ত রপ্তানি আদেশ লীড টাইম (Lead Time) এর মধ্যে সফলভাবে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে বন্ড ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, বন্ড সংক্রান্ত বিধি বিধান পরিপালনকারী ও লংঘনকারীকে সহজে চিহ্নিতকরণ, অপচয় রোধ, স্বচ্ছতার সাথে স্বেচ্ছায় পরিপালন অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, বর্তমান বন্ডেড ওয়্যার হাউজিং ব্যবস্থার জটিল ও সময় এবং ব্যয় সাপেক্ষ পদ্ধতি সহজীকরণ, বন্ড ব্যবস্থার সামগ্রিক পরিচালনা পদ্ধতির যাচাই করে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (SOP) প্রনয়নপূর্বক চলমান বন্ড অটোমেশনকে অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বেপজা কর্তৃপক্ষ, বিজেএমই, বিকেএমই, কার্টুন রপ্তানিকারক সমিতির প্রতিনিধি সম্মিলিত কমিটি আগামি ৬ মাসের মধ্যে উল্লিখিত বিষয়গুলোর বর্তমান অবস্থা পরীক্ষা ও পর্যালোচনাপূর্বক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করবেন।

৭: খ: ১৬। রপ্তানিমুখী তৈরী পোশাক শিল্প খাতের উৎপাদন কার্যক্রমের মধ্যে বর্তমানে একটি উল্লেখযোগ্য প্রক্রিয়া হচ্ছে- ওয়াশিং, ডাইং, প্রিন্টিং। যে সব প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বন্ডেড ওয়াশিং, ডাইং, প্রিন্টিং প্লান্ট নেই কিংবা থাকলেও পর্যাপ্ত নয়, অন্যের মালিকানাধীন ও বন্ড লাইসেন্স প্রাপ্ত অনুরূপ প্ল্যান্টেও ক্যাপাসিটি সীমাবদ্ধতার জন্য যেতে পারেন না বিধায় নন বন্ডেড অর্থাৎ মূসক নিবন্ধিত ও স্থানীয় মূসকযোগ্য প্ল্যান্টে উক্ত ওয়াশিং, ডাইং, প্রিন্টিং এর কাজ করতে হয়, তাঁদের ক্ষেত্রে উক্ত নন বন্ড, মূসক নিবন্ধিত, মূসকযোগ্য প্রতিষ্ঠান হতে উক্ত কাজ মূল রপ্তানি ঋনপত্রের ভিত্তিতে ব্যাক টু ব্যাক ঋনপত্রের মাধ্যমে সম্পন্ন করার সময় প্রয়োজ্য মূসক হতে উক্ত কাজকে অব্যাহতি দেয়া প্রয়োজন। উল্লেখ্য, রপ্তানি শুল্ক ও করমুক্ত

এবং ডেডোর মাধ্যমে শুল্ক ও কর প্রত্যাপন জটিল, সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ বিধায় আলোচ্য প্রস্তাব অতি জরুরী বিবেচ্য।

৭: খ: ১৭। (১) কাষ্টমস আইন ২০২৩ এর কতিপয় ধারা, বিধান বৈধ বাণিজ্য সহায়তায় (Fair Trade Facilitation) এর উপযোগী নয় মর্মে অভিযোগ থাকায় উক্ত আইন অংশীজনদের সাথে আলোচনাপূর্বক সহজীকরণ করার প্রস্তাব করা হচ্ছে।

(২) উক্ত আইনের ধারা ১৭১ এর বিধানসমূহ এই প্রতিবেদনে বাংলাদেশ কাষ্টমস এর সংস্কারে প্রদত্ত প্রস্তাবের আলোকে যৌক্তিকীকরণ করার প্রস্তাব করা হচ্ছে।

(৩) উক্ত একই উদ্দেশ্যে উক্ত আইনের ধারা ২৫৪ ও ২৫৫ এর যৌক্তিকতা পুনঃযাচাই প্রয়োজন বলে প্রতীয়মান হয়।

৭: গ। মূল্য সংযোজন কর (মূসক) ও সম্পূরক শুল্ক বিষয়ক সুপারিশ-

৭: গ: ১। উপরের অনুচ্ছেদ “৫:গ”-তে উল্লিখিত আলোচনা মোতাবেক বাংলাদেশের বর্তমান মূসক/ভ্যাট ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক আদর্শ তথা উত্তম চর্চা ভিত্তিক মূসক ব্যবস্থা পরিপন্থী। এতে বিবিধ অপ/বিকৃত ব্যবস্থা যেমন-বহুহার, উচ্চ স্ট্যান্ডার্ড হার, ব্যাপক অব্যাহতি, কর রেয়াতযোগ্য উপকরণের সীমিত ক্ষেত্র, রেয়াতযোগ্য মূসক চালানোর স্বল্প ব্যবহার, বৈষম্যমূলক আগাম কর, সম্পূরক শুল্ক, উৎস মূসকের ব্যাপকতা, আমদানিকৃত উপকরণে ঘোষিত মূল্য স্থলে আন্তর্জাতিক রীতি-নীতি পরিপন্থি উচ্চতর রেকর্ড মূল্য, মিনিমাম ও ট্যারিফ ভ্যালুর অপপ্রয়োগ ইত্যাদি আইন, বিধি, পদ্ধতি ও প্রাক্টিস হিসাবে উক্ত সিস্টেমে বর্তমানে কার্যকর আছে। ফলে কর রেয়াত, কর আপাতন ও করের পুনঃপৌনিকতায় বর্তমান ভ্যাট ব্যবস্থা রাজস্ব পরিপালন, রাজস্ব ও ব্যবসা বিনিয়োগে ঋণাত্মক ভূমিকায় প্রধানত অবতীর্ণ। এ অবস্থায় ব্যাপকভাবে করের পুনঃপৌনিকতা/cascades এবং বৈষম্য সৃষ্টিকারী বর্তমান মূসক ব্যবস্থাকে ব্যাপক ঋণাত্মক প্রভাব হতে বের করে ব্যবসা বিনিয়োগ, পরিপালন ও রাজস্ব বান্ধব ব্যবস্থায় উত্তরনের লক্ষ্যে উক্ত বহু হারের পরিবর্তে ১০ শতাংশকে স্ট্যান্ডার্ড হার ধরে নিম্নোক্ত ছয় (৪) টি হারে মূসক নির্ধারণের প্রস্তাব করা হচ্ছে-

	প্রকৃতি	বর্তমান হার	প্রস্তাবিত হার
১.১	অব্যাহতি	ব্যাপক অব্যাহতি	সংকুচিত অব্যাহতি (বি.দ্র. পরীক্ষা ও পর্যালোচনার ভিত্তিতে তা নির্ধারণ করতে হবে)
১.২	ব্যবসায় পর্যায়ে ঔষধ	৩%	৫% (উৎপাদন পর্যায়ে প্রদেয়)
১.৩	মূসক আইনের ধারা ১৫(৩) এর প্রথম শর্তাংশ: তৃতীয় তফসিলে উল্লিখিত সংকুচিত মূসক হার ও সুনির্দিষ্ট করের অধীন পন্যসমূহ, অস্ট্রেলিয়া ও পেট্রোলসহ (ডিজেল, কেরোসিন, ফার্নেস অয়েল, এলপি গ্যাস ব্যতীত)	২.৪%, ৫%, ৭.৫% ও ১০% ও সুনির্দিষ্ট কর	স্ট্যান্ডার্ড হার ১০%
১.৪	ডিজেল, কেরোসিন, এলপি গ্যাস, ফার্নেস অয়েল, নিউজপ্রিন্ট, সুতা, কাপড়।	২.৪%, সুনির্দিষ্ট কর	৫%
১.৫	ব্যবসায় /ট্রেড মূসক	৭.৫০%	স্ট্যান্ডার্ড হার ১০%
১.৬	ভূমি উন্নয়ন সংস্থা	২%	৫%

১.৭	ভবন বিক্রয় বা হস্তান্তর (ক) ১-১৬০০ বর্গফুট	২%	১৬০০ বর্গফুট পর্যন্ত ৫%
	(খ) ১৬০১ হতে তদুর্ধ্ব	৪.৫%	স্ট্যান্ডার্ড হার ১০%
১.৮	আইনের ধারা ১২৬(১) এর ক্ষমতাবলে জারীকৃত মূসক সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এসআরও নং ১৩৭-আইন/২০২৪/২৪৩- মূসক তারিখ ১৭ মে, ২০২৪ খ্রিঃ এর টেবিল-১ (আমদানি পর্যায়ে) এর পন্যঃ উড পাল্ল, waste paper and scrap paper, diamonds, gold, সকল প্রকার স্পঞ্জ আয়রন, রিরোলবেল ও মেল্টাবল স্ক্রাপ, পাউডার অব পিগ আয়রন, Iron and Non-alloy Ingots or other primary forms শিপ ফর স্ক্রাপ।	০%	স্ট্যান্ডার্ড হার ১০%
১.৯	আমদানি পর্যায়, আমদানি ও উৎপাদন পর্যায় ও উৎপাদন পর্যায়ে অব্যাহতি প্রদত্ত পন্যের ব্যবসায় /ট্রেড পর্যায়ে আরোপিত/প্রযোজ্য মূসক -১৫% + অন্যান্য হার	১৫% + অন্যান্য হার	অব্যাহতি ০%
১.১০	অন্যান্য পণ্য :		
	ক। এমএসএস/বার	১৫%	১৫%
	খ। ট্যেবাকো পন্য	১৫%	১৫%
	গ। মোবাইল	১৫%	১৫%
	ঘ। গাড়ী (বাস ট্রাক ব্যতীত)	১৫%	১৫%
	বাস, ট্রাক, বিশেষ যান	১০%	১০%
	ঙ। ধর্মীয়, সামাজিকভাবে অনভিপ্রেত, বিলাস, ধর্মীয় চেতনা, নীতি, পরিবেশ, প্রানী ও উদ্ভিদ স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা বিরোধী পন্য	১৫%	১৫%
	ছ। বর্তমানে ১৫% হারের মূসকযোগ্য অন্যান্য সকল পন্য ও সকল সেবা।	১৫%	১০%
	টার্নওভার কর	৪%	২%

রাজস্ব ও ব্যবসায় ব্যাপক প্রভাব বিবেচনা করে উপরে টেবিলে প্রস্তাবিত মূসক হার সরকারের নীতিগত অনুমোদনের তারিখ হতে ৩ থেকে ৪ বছর মেয়াদে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা যায়। বাস্তবায়নের অন্যতম শর্ত হিসাবে এ প্রতিবেদনে প্রস্তাবিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সম্পর্কিত সকল সংস্কার বিশেষত সামস্টিক ও সমন্বিত অটোমেশন বাস্তবায়ন একই সময়ে করতে হবে।

৭: গ: ২। আদর্শ ব্যবস্থায় মূল্য সংযোজন কর (মূসক) প্রায় সকল পন্য ও সেবার উপর প্রধানতঃ একক হারে (Single Rate) আরোপিত থাকে বিধায় উক্ত একক হারের পশ্চাদমুখীতা (regressivity) প্রশমনের লক্ষ্যে উক্ত হারের সাথে প্রধানতঃ সামাজিক ও ধর্মীয়ভাবে অনভিপ্রেত ও বিলাস জাতীয় পন্য, জন ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, প্রানী ও জনস্বাস্থ্য, এবং পরিবেশ পরিপন্থী ইত্যাদি প্রকৃতির পন্যে সম্পূরক শুল্ক বা অতিরিক্ত শুল্ক (যে নামেই হোক) আরোপন আন্তর্জাতিকভাবে সমর্থিত। কিন্তু বাংলাদেশের মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ (২০১২ সালের মূল আইন নয়; বর্তমান আইন) এর দ্বিতীয় তফসিল- এর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকৃতির অসংখ্য পন্যে আমদানি পর্যায়ে তেরোটি (১৩) ও স্থানীয় সরবরাহ পর্যায়ে ৮ (আট)টি বিভিন্ন হারে আরোপিত সম্পূরক শুল্ক এর অনেকগুলোই উল্লিখিত রীতি নীতি

পরিপন্থী। এর অধিকাংশই বেশি পরিমাণে রাজস্ব আহরণ ও স্থানীয় শিল্পের অর্থোক্তিক প্রতিরক্ষণ দাবী হতে উচ্চ হারে আরোপিত। এতে আমদানি বানিজ্য শুল্ক ও করের মোট কর আপাতন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি ছাড়াও আমদানি পন্যের ঘোষণায় বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা ঘোষণা ও ট্রেড ভিত্তিক মানি লন্ডারিং উৎসাহিত হচ্ছে। গাড়ীসহ কতিপয় বিলাস পন্যের শুল্ক ব্যতীত উল্লিখিত ১৩ হারের ব্যাপক সংখ্যক পন্যে আরোপিত সম্পূরক শুল্ক খাত হতে তেমন উল্লেখযোগ্য রাজস্বও আসে না। ব্যাপক সংখ্যক পন্যে উচ্চ হারে আরোপিত এ শুল্ক বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) মানদণ্ডে প্যারাটারিফ (Paratariff) নামে পরিচিত। ২০২৬ সনে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ করার পর এ ধরনের প্যারাটারিফ থেকে বের হয়ে আসতে হবে। তাছাড়া, স্থানীয় পর্যায়ে কতিপয় খাতে বিদ্যমান ৮ হারের এসডি আমদানীয় এসডি এর সাথে বৈষম্যমূলক হওয়ায় তা একদিকে WTO এর MFN ও National Policy এর পরিপন্থী, অন্যদিকে বিভিন্ন প্রতিযোগী খাতের মধ্যে বৈষম্য, করফাঁকি ও বিবিধ অনিয়মের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এসব কারণে আমদানী পর্যায়ে উল্লিখিত কতিপয় খাত ব্যতীত অন্যান্য খাতে আরোপিত ১৫,২০,৩০,৪৫,৬০ শতাংশে আরোপিত সম্পূরক শুল্ক হার ও স্থানীয় সরবরাহ খাতের সম্পূরক শুল্ক হার সময়াবদ্ধ পরিকল্পনায় অংশীজনদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে নব সৃষ্ট রাজস্বনীতি প্রনয়ন বিভাগ কর্তৃক যৌক্তিকীকরণ করার প্রস্তাব করা হচ্ছে।

৭: গ: ৩। মূল্য সংযোজন কর আইনের ধারা ৩১ এর আওতায় স্থানীয় পর্যায়ে মূসক আমদানি পর্যায়ে অগ্রিম কর নামে (Advance Tax) আদায় প্রত্যাহারের (উপ অনুচ্ছেদ “৭: খ: ১”-এ প্রস্তাবিত) প্রস্তাব করা হচ্ছে।

৭: গ: ৪। ক্ষুদ্র করদাতারা রাজস্বের চেয়ে কর্মসংস্থানের জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মূসকযোগ্য টার্নওভার সীমা বর্তমানের বার্ষিক ৫০ লক্ষ টাকা হতে ১.৫০ কোটি টাকায় ও বার্ষিক ৫০ লক্ষ টাকা হতে ১.৫০ কোটির নিম্নের টার্নওভারে ২% হারে টার্নওভার কর ধার্য করার সুপারিশ করা হচ্ছে।

৭: গ: ৫। মূল্যসংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ এর ধারা ৩২ (ক) এর বিধান উক্ত আইনের মূল চেতনা ও কাঠামোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বরং অনেক ক্ষেত্রে সাংঘর্ষিক বিধায় করযোগ্য সেবার পরিধি নির্ধারণ সংক্রান্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এসআরও নং ১/৬-আইন/২০১৯/৪৩ মূসক তারিখ ১৩ জুন ২০১৯ নির্মান সংস্থার খাতে সীমিতকরণপূর্বক বাতিল করার সুপারিশ করা হচ্ছে।

৭: গ: ৬। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ এর ধারা ৩২(৫) এর ক্ষমতাবলে উপকরণ উৎপাদ সহগ ও মূল্য ঘোষণা দাখিল করার বর্তমান বিধানের পরিবর্তে মূল্য ঘোষণা ব্যতীত শুধু একবার উপকরণ উৎপাদ সহগ দাখিল করার বিধান রাখার সুপারিশ করা হচ্ছে।

৭: গ: ৭। মূল্য সংযোজন কর আইনের ধারা ২ এর “১৮ এ” এ সংগায়িত উপকরণের মধ্যে অফিস ইকুয়িপমেন্ট, আসবাবপত্র, অফিস সাপ্লাই, স্টেশনারী দ্রব্যাদি, সরাসরি উৎপাদন কাজে ব্যবহার্য এয়ার কন্ডিশনার, ফ্যান, জেনারেটর, পন্যবাহী যানবাহনকে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হচ্ছে।

৭:গ:৮ কতিপয় পন্যের মূসক ব্যবস্থায় কাঠামোগত সমস্যা থাকায় তা অধিক রাজস্ব আহরনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। উদাহরন স্বরূপ, সিগারেটের ওপর বর্তমানে ৪ স্তরে মূল্য ভিত্তিক (Ad valorem) কর আরোপ করা হয়। রাজস্ব আহরন বৃদ্ধি ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে সিগারেটের ৪ টি কর স্তর পর্যায়ক্রমে একটি স্তরে এনে মূল্য ভিত্তিক পদ্ধতির পরিবর্তে সুনির্দিষ্ট পরিমাণে কর (specific tax) প্রবর্তন করার সুপারিশ করা হচ্ছে।

৭: গ:৯ আয়কর দায় স্বচ্ছতার সাথে নিরূপন ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা, ব্যয় হ্রাস, স্বচ্ছ পরিপালন ইত্যাদি উদ্দেশ্যে আধুনিক মূসক ব্যবস্থায় বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত একই মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের আলাদা আলাদা মূসক নিবন্ধনের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় নিবন্ধন ব্যবস্থা জনপ্রিয় হচ্ছে। বাংলাদেশে এ উদ্দেশ্যে মূসক আইনের ধারা ৫ এর আওতায় কেন্দ্রীয় নিবন্ধনের আওতাকে আরো প্রসারিত করার লক্ষ্যে উক্ত ধারার বর্তমান বিধান “অভিন্ন বা সমজাতীয় পন্য বা সেবা” রহিত করার সুপারিশ করা হচ্ছে।

৭: গ: ১০। মূল্য সংযোজন কর পরোক্ষ কর বিধায় স্বচ্ছ ও সহজ পদ্ধতিতে উপকরণ কর রেয়াত বা সমন্বয়ের লক্ষ্যে আদর্শ মূসক ব্যবস্থায় পন্য/সেবা সরবরাহ পর্যায়েই মূসক চালান ইস্যুপূর্বক মূসক আদায় করা হয়। উৎস মূসক উক্ত ধারণা ও আদর্শের পরিপন্থি। বাংলাদেশে উক্ত ধারণা ও আদর্শের পরিপন্থী পদ্ধতিতে অনেক পন্যের সরবরাহের ক্ষেত্রে সরবরাহকারীর পরিবর্তে সরকারী ও কর্পোরেট ক্রেতা কর্তৃক উৎসে মূসক আদায়ের বিধান করা হয়েছে। ইহা একদিকে বৈষম্যমূলক, আদর্শ মূসক নীতি পরিপন্থী, অন্যদিকে কর রেয়াত/সমন্বয় ব্যবস্থাকে আরো জটিল করেছে। এ প্রেক্ষিতে তথা কর রেয়াতযোগ্য মূসক চালানোর ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ও মূসক ব্যবস্থার সমন্বিত ও সামগ্রিক ডিজিটলাইজেশন এর সাথে সাথে আইনের ধারা ৪৯ এর ক্ষমতাবলে প্রবর্তিত উৎস মূসক কর্তন সংক্রান্ত বিধান সংকুচিত করে শুধু অনিবন্ধিত সরবরাহকারীর সরবরাহ ও নির্মাণ সংস্থা ও যোগানদার খাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে সুপারিশ করা হচ্ছে।

৭: গ: ১১। স্বেচ্ছায় কর পরিপালনের স্বার্থে কর পরিপালন সময় ও ব্যয় সাশ্রয়ের জন্য মূসক হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতি, রেকর্ডস, ফরম ইত্যাদি সহজীকরণ করার সুপারিশ করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে করদাতার ব্যবসায়িক হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতিতে তার মূসক সংক্রান্ত করদায়িতার চিত্র স্পষ্ট হলে উক্ত ব্যবসায়িক হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতিকে মূসক সংক্রান্ত হিসাব পদ্ধতি হিসাবে বিবেচনা করতে সুপারিশ করা হচ্ছে। এতে ব্যবসা পরিচালনা ব্যয় (cost of doing business) হ্রাস পাবে। উল্লেখ্য, বর্তমান হিসাব রক্ষণ পদ্ধতিতে নিবন্ধিত করদাতাকে তার নিজস্ব ব্যবসায়িক হিসাবের পাশাপাশি মূসক হিসাব নির্ধারিত পদ্ধতিতে আলাদাভাবে সংরক্ষণ করতে হয়। এতে হয়রানি ছাড়াও সময় ও ব্যয় দুটোরই অপচয় হয়। এছাড়াও, শতভাগ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে রিটার্ন দাখিল হয় মাস (৬) ভিত্তিক করার প্রস্তাব করা হচ্ছে।

৭: গ: ১২। এ প্রতিবেদনে প্রস্তাবিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করা হলে করদাতা কর্তৃক স্বেচ্ছায় পরিপালন হার বৃদ্ধি পাবে এবং সে কারণে বর্তমানের ন্যায় রাজস্ব বিভাগের সাথে করদাতাদের বিরোধও হ্রাস পাবে বিধায় বিরোধ নিষ্পত্তির স্বার্থে আপীলের বিধান, জমা ও পদ্ধতিকে সহজ এবং বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার এখতিয়ার বৃদ্ধিপূর্বক সহজে বাস্তবায়নযোগ্য করার সুপারিশ করা হচ্ছে।

৭:গ:১৩ বর্তমান মূসক হার অনেক ও তার প্রয়োগ পদ্ধতি জটিল বলে বর্তমান মাসিক দাখিলপত্র ফরম অনেক বড় ও জটিল। উপরের ৭: গ: ১ এর প্রস্তাব অনুযায়ী মূসক হার ধার্য ও অনুচ্ছেদ ৭.গ এর অন্যান্য প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা হলে মাসিক দাখিলপত্রের জটিলতা ব্যাপকভাবে কমে আসবে বিধায় সেভাবে তা সহজীকরণ করার প্রস্তাব করা হচ্ছে।

৭: গ: ১৪। উপ অনুচ্ছেদ “৭: গ: ১” এ ব্যবসায় /ট্রেড মূসক হার বিষয়ে প্রদত্ত প্রস্তাব ও উপরোক্ত অন্যান্য সুপারিশের ভিত্তিতে আধুনিক ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা তৈরী করা হলে, উক্ত প্রস্তাবিত মূসক হারে (১০%) অন্যান্য স্বাভাবিক কর দাতার মতোই ব্যবসায়ীদেরকে আদর্শ মূসক ব্যবস্থায় আনার উদ্যোগ নিতে হবে। এতে এ খাতে ব্যাপকভাবে কর চালান /ইনভয়েজ চালু হবে বলে রাজস্ব ফাঁকি ও দ্বৈত করের সম্ভাবনা কমে যাবে। তবে ক্ষুদ্র /ছোটদের ক্ষেত্রে Electronic Fiscal Device (EFD) শর্ত সাপেক্ষে ব্যবহারের অনুমতি দেয়া যায়।

৭: ঘ। আয়কর ও কর্পোরেট কর পর্যালোচনা ও সংস্কারের সুপারিশ

৭: ঘ: ১। আয়কর রাজস্ব আহরণের গতিপ্রকৃতিঃ

সাম্প্রতিক সময়ে আয়কর রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ ছিল নিম্নরূপঃ

সারণী-১.১

(কোটি টাকায়)

অর্থ বৎসর	সংগৃহীত আয়কর রাজস্ব	প্রবৃদ্ধির হার (%)
২০১৯-২০	৭৫,৩৪২	--
২০২০-২১	৮৭,৩৩৮	১৫.০২
২০২১-২২	৯১,৯৬৮	৫.৩০
২০২২-২৩	১০৭,১২৬	১৬.৪২
২০২৩-২৪	১২১,৯৭৪	১৪.১৯

[সূত্রঃ মাসিক ফিসক্যাল রিপোর্টঃ অর্থ বিভাগ]

২০২১-২২ অর্থ বছরে কোভিড জনিত কারণে প্রবৃদ্ধির হার স্বাভাবিক ছিলনা। অন্যথায় গড় প্রবৃদ্ধির হার ১৫.২৩%।

জিডিপি'র সাথে এই আয়ের তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপঃ

সারণী-১.২

(কোটি টাকায়)

অর্থ বৎসর	জিডিপি	আয়কর রাজস্ব	আয়কর রাজস্ব : জিডিপি
২০১৯-২০	৩১,৭০,৪৬৯	৭৫,৩৪২	২.৩৮%
২০২০-২১	৩৫,৩০,১৮৫	৮৭,৩৩৮	২.৪৭%
২০২১-২২	৩৯,৭১,৭১৬	৯১,৯৬৮	২.৩২%
২০২২-২৩	৪৪,৯০,৮৪২	১০৭,১২৬	২.৩৯%
২০২৩-২৪	৫০,৪৮,০২৭	১২১,৯৭৪	২.৪১%

[সূত্রঃ বার্ষিক অর্থনৈতিক রিভিউঃ অর্থ বিভাগ]

আয়কর রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের তথ্য ছিল নিম্নরূপঃ

সারণী-১.৩

(কোটি টাকায়)

অর্থ বৎসর	মূল লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত সংগ্রহ	প্রকৃত সংগ্রহ : মূল লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত সংগ্রহ : সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা
২০১৯-২০	১১৩,৯১২	১০২,৯৮৪	৭৫,৩৪২	৬৬.১৪	৭৩.২২
২০২০-২১	১০৩,৯৪৪	৯৫,৯৫০	৮৭,৩৩৮	৮৪.০২	৯১.০২
২০২১-২২	১০৪,৯৫২	১০৫,৯২৪	৯১,৫৬৮	৮৭.৬৩	৮৬.৮২
২০২২-২৩	১২১,০২০	১২১,০৯৪	১০৭,১২৬	৮৮.৫২	৮৮.৪৭
২০২৩-২৪	১৪৩,২৬০	১৪৫,৮৬৫	১২১,৯৭৪	৮৫.১৪	৮৩.৬২

[সূত্রঃ মাসিক ফিসক্যাল রিপোর্টঃ অর্থ বিভাগ]

প্রতি বছরই আহরণের গতি বিবেচনা করে মূল লক্ষ্যমাত্রা কমিয়ে সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কোন বছরই সম্ভব হয়নি। তবে অর্জনের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কর্পোরেট আয়কর ও ব্যক্তি আয়কর -এর রাজস্ব আহরণের চিত্র ছিল নিম্নরূপঃ

সারণী-১.৪

(কোটি টাকায়)

অর্থ বৎসর	মোট আয়কর রাজস্ব	কর্পোরেট আয়কর	শতকরা হার (%)	ব্যক্তি আয়কর	শতকরা হার (%)
২০২০-২১	৮৬,৬৯৪	৬০,৪৫৬	৬৯.৭৩	২৬,২৩৮	৩০.২৭
২০২১-২২	৯৬,৯৮২	৫৮,১৫৫	৪৯.৯৬	৩৮,৮২৮	৪০.০১
২০২২-২৩	১০৮,২০৪	৬৮,১০৭	৬২.৯৫	৪০,০৯৭	৩৭.০৬

[সূত্রঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন]

এই তথ্যে দেখা যায় অধিকাংশ আয়কর রাজস্ব কর্পোরেট আয়কর থেকে আহরিত হচ্ছে।

৭: ঘ: ২। আয়করের আওতার বিস্তৃতিঃ

ব্যক্তি করদাতাদের সংখ্যা সম্পর্কিত নিম্নরূপ তথ্য পাওয়া যায়ঃ

সারণী-২.১

বৎসরান্তে	জনসংখ্যা (কোটি)	ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতার সংখ্যা (TIN ধারী)	নিবন্ধিত ব্যক্তি করদাতাঃ জনসংখ্যা
৩০/০৬/২০২১	১৬.৯১	৬১,৬৬,০২৫	৩.৬৫%
৩০/০৬/২০২২	১৭.১৩	৭৫,৯২,০২৬	৪.৪৩%
৩০/০৬/২০২৩	১৭.০৮	৮৮,২৭,৬১২	৫.১৭%
৩০/০৬/২০২৪	১৭.১৬	১,০১,৫৮,৯১৪	৫.৯২%

[সূত্রঃ অর্থনৈতিক সমীক্ষাঃ অর্থ বিভাগ এবং
বার্ষিক প্রতিবেদনঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড]

করদাতার সংখ্যার বিস্তৃতি যথেষ্ট না হলেও এই হার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আবার কর্পোরেট করদাতাদের বিস্তৃতির নিম্নরূপ তথ্য পাওয়া যায়ঃ

সারণী-২.২

বৎসরান্তে	RJSC -এর হিসেবে মোট নিবন্ধিত কোম্পানীর সংখ্যা	আয়কর নিবন্ধিত কোম্পানী (TIN ধারী)	বিস্তারের হার (%)
৩০/০৬/২০২১	২০০,২২৯	১৫৪,৪১৮	৭৭.১২
৩০/০৬/২০২২	২০৮,০৩৬	১৬৮,৬৯৪	৮১.০৯
৩০/০৬/২০২৩	২১৬,০২৩	১৭৫,৮৬৩	৮১.৪১
৩০/০৬/২০২৪	২২৩,৬৩৫	১৮২,৯২২	৮১.৩৫

[সূত্রঃ RJSC website এবং
বার্ষিক প্রতিবেদনঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড]

কোম্পানীসমূহের নিবন্ধনের হার আশানুরূপ। কিছু কোম্পানী সাংগঠনিক জটিলতায় ব্যবসার সংযোজনের তথা বাজারে পরিবর্তন জনিত কারণে ব্যবসা শুরু করতে পারছে না। অন্যদিকে দিউলিয়াত্ব ও অন্যান্য কারণে কিছু কোম্পানী অবসায়ন না হলেও কর্মকাণ্ড নেই। এসব কারণে কিছু কোম্পানী আয়কর নিবন্ধনের আওতার বাইরে রয়ে গেছে।

৭: ঘ: ৩। আয়কর রিটার্ন দাখিলঃ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বার্ষিক প্রতিবেদনে ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতাদের আয়কর রিটার্ন দাখিলের নিম্নরূপ তথ্য পাওয়া যায়ঃ

সারণী-৩.১

অর্থ বৎসর	TIN ধারীর সংখ্যা	রিটার্ন দাখিলের সংখ্যা	শতকরা (%) হার
২০২০-২১	৪৪,১৭,৬২৬	৩১,৯৬,১৩১	৭২.৩৫
২০২১-২২	৭৫,১৯,২৫১	৩২,৮১,৬৭৫	৪৩.৬৪
২০২২-২৩	৮৮,২৭,৬১২	৬৫,১৮,০১৯	৭৩.৮৪

অন্যদিকে কোম্পানী শ্রেণীর করদাতাদের দাখিলকৃত আয়কর রিটার্নে পরিসংখ্যান নিম্নরূপঃ

সারণী-৩.২

অর্থ বৎসর	TIN ধারীর সংখ্যা	রিটার্ন দাখিলের সংখ্যা	শতকরা (%) হার
২০২০-২১	১১৪,০২৫	৩৫,০৩৫	৩০.৭৩
২০২১-২২	১৫৭,৮৪৬	৩৯,৪৪৩	২৪.৯৯
২০২২-২৩	১৭৫,৮৬৩	৬৩,৩১৬	৩৬.০০

কোভিড জনিত কারণে ২০২১-২২ অর্থ বছরে দাখিলকৃত রিটার্নের সংখ্যায় অধঃগতি দেখা যায়। তবে এরপর এই হার বাড়বে। কোম্পানীসমূহের নিরীক্ষিত হিসাবে ডি.ভি.এস পদ্ধতি চালু হওয়ায় কোম্পানী করদাতারা আয়কর রিটার্ন দাখিলে দ্বিধা-দ্বন্দের মধ্যে থাকায় অবস্থার আশানুরূপ উন্নতি হয়নি।

আয়কর রিটার্ন দাখিলের ব্যর্থতার জন্য আইনানুগ কার্যক্রম বিক্ষিপ্তভাবে নেয়া হয়। তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে এই হার বাড়বে বলে আশা করা যায়।

৭: ঘ: ৪। আয়করের হারঃ

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৮(১) অনুসারে কোন ব্যক্তির মোট আয়ের ভিত্তিতে আয়কর ধার্য, আরোপ বা সংগ্রহ করা যাবে। ধারা-১৮(২) অনুসারে সংসদ কর্তৃক আনীত আইনের অধীন কোন করবর্ষ ভিত্তিক নির্ধারিত হারে আয়কর ধার্য বা আরোপ করা যাবে। বিদ্যমান আয়করের হার অর্থ আইন, ২০২৪ এর বিধান অনুসারে ২০২৪-২৫ ও ২০২৫-২৬ কর বৎসরের জন্য আরোপিত আছে।

৭: ঘ: ৪: ১। ব্যক্তি শ্রেণীর আয়করের হারঃ

৪.১.১ অনিবাসী বা নিবাসী বাংলাদেশী স্বাভাবিক ব্যক্তি, হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ও অংশিদারী ফার্ম এর আয়করের হার নিম্নরূপঃ

করবর্ষ ২০২৪-২৫		করবর্ষ ২০২৫-২৬	
প্রথম ৩,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত	শূন্য	প্রথম ৩,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত	শূন্য
পরবর্তী ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত	৫%	পরবর্তী ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত	৫%
পরবর্তী ৪,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত	১০%	পরবর্তী ৪,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত	১০%
পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত	১৫%	পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত	১৫%
পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত	২০%	পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত	২০%
অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর	২৫%	পরবর্তী ২০,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত	২৫%
		অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর	৩০%

তবে মহিলা করদাতা ও ৬৫ বৎসর বা তদুর্ধ্ব বয়সের করদাতাদের বেলায় করমুক্ত সীমা ৪,০০,০০০/- টাকা। তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি করদাতা ও গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতাদের বেলায় করমুক্ত সীমা যথাক্রমে ৪,৭৫,০০০/- টাকা ও ৫,০০,০০০/- টাকা।

এছাড়াও যাদের আয় করমুক্ত সীমার বেশী তাদের ক্ষেত্রে এলাকাভিত্তিক ৩,০০০/-, ৪,০০০/- টাকা ও ৫,০০০/- টাকা ন্যূনতম কর আরোপিত আছে। এ কর অযৌক্তিক বিধায় প্রত্যাহারযোগ্য।

বাংলাদেশের নাগরিক নহে এবং বাংলাদেশের অনিবাসী এসব স্বাভাবিক ব্যক্তির ক্ষেত্রে কোন করমুক্ত সীমা নেই। তাদের আয়করের হার ৩০%।

সরকারী অর্থ ব্যবস্থাপনায় আয়কর আরোপের ভিত্তি হচ্ছে “ability to pay approach”। যার ধারাবাহিকতায় progressive taxation এর নীতি অনুসৃত হয়। আনুভূমিক (horizontal) ও উল্লম্ব (vertical) সাম্যতা বাজায়ের লক্ষ্যে একই শ্রেণীর আয়ের ব্যক্তিদের একটি হারে ও ভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিদের ভিন্ন হারে কর আরোপ করা হয়। তবে একটি cluster এর আওতায় আয়ের রেঞ্জ সম্পর্কে কোন সমীক্ষা পরিচালিত হয় নি। কয়টি স্তরে বিভক্ত করা হবে এবং কোন স্তরের আয়ের জন্য আয়কর হার কি হবে এটি মূলতঃ অতীত অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায় করা হচ্ছে। করমুক্ত সীমার বিষয়টি দারিদ্র সীমা, মুদ্রাস্ফিতি ইত্যাদি বিবেচনায় সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া দরকার।

আবার আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৩(৫) অনুযায়ী অনূন ৩ কোটি টাকা গ্রস প্রাপ্তি এরূপ স্বাভাবিক ব্যক্তি বা অংশিদারী ফার্মের আয়ের উপর ব্যবসার প্রকৃতি অনুসারে ০.১৫%, ০.২৫%, ০.৬০%, ২% ও ৩% হারে ন্যূনতম কর আরোপিত আছে। এই বিধানটি আয়করের মৌলিক নীতি ও ধারা ১৮ এর মৌলিক ভিত্তির সাথে সাংঘর্ষিক। বিধানটি বিলোপ করা যুক্তিযুক্ত। প্রয়োজনবোধে পরিবেশ বা সামাজিকভাবে অনভিপ্রেত ব্যবসার উপর নির্ধারিত হারে সারচার্জ আরোপ করা যেতে পারে।

৭: ঘ: ৪: ২। নীট সম্পদ জনিত সারচার্জঃ

১৯৬৩ সালে Wealth Tax Act, 1963 প্রবর্তন করা হয়। যা মূলতঃ সম্পদের উপর আরোপিত ছিল। ১৯৯৯ সালে এই আইন বিলুপ্ত করা হয় এবং তৎপরিবর্তে ১৯৯৯ সাল থেকে নীট সম্পদ একটি নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করলে আয়করের সাথে সারচার্জ আরোপের বিধান করা হয়।

বর্তমানে ৪ কোটি টাকার অধিক নীট সম্পদের অধিকারী স্বাভাবিক ব্যক্তিদের উপর এই সারচার্জ আরোপিত আছে। এই সারচার্জ প্রদেয় নীট আয়করের উপর আরোপিত হয়। যার হার ১০%, ২০% ৩০% ও ৩৫% (নীট সম্পদের মূল্যস্তর অনুসারে)। এই সারচার্জ আয়কর আরোপের প্রক্রিয়ায় আরোপিত হয় বলে এতে প্রশাসনিক জটিলতা কম। ২০২০-২১, ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ অর্থ বছরে এই খাত থেকে প্রাপ্ত সারচার্জ ছিল যথাক্রমে ৫৯৯ কোটি, ৬২৬ কোটি ও ৫০১ কোটি টাকা। ভিন্ন সম্পদ কর আরোপিত পরিবর্তে এই পদ্ধতি অধিক কার্যকর ও প্রশাসনিকভাবে সহজে বাস্তবায়নযোগ্য বিধায় এটা অব্যাহত রাখা যুক্তিযুক্ত।

৭: ঘ: ৫। কর্পোরেট আয়করের হারঃ

৪.২.১ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে একটি বা দু'টি কর্পোরেট আয়করের হার আছে। তদুপরি কেবলমাত্র কোম্পানী করদাতাদের বেলায় এই হারে আয়কর আরোপিত হয়।

বাংলাদেশে কোম্পানী ছাড়াও ব্যক্তিসংঘ, ট্রাস্ট, তহবিল ও অন্যান্য সত্ত্বাদের কোম্পানী আয়কর হারের আওতায় আনা হয়েছে। ২০২৪-২৫ ও ২০২৫-২৬ কর বৎসরের জন্য কর্পোরেট আয়করের হার নিম্নরূপঃ

১.৪ কোম্পানীর জন্য ২০২৪-২০২৫ এবং ২০২৫-২০২৬ করবর্ষের করহার।

কোম্পানীর বর্ণনা	প্রযোজ্য করহার	শর্ত পরিপালনে করহার
পাবলিক ট্রেডেড কোম্পানী যাদের পরিশোধিত মূলধনের ১০% এর অধিক শেয়ার IPO (Initial Public Offering) এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত হয়েছে।	২২.৫%	২০%
পাবলিক ট্রেডেড কোম্পানী যাদের পরিশোধিত মূলধন ১০% বা ১০% এর কম শেয়ার IPO (Initial Public Offering) এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত হয়েছে।	২৫%	২২.৫%
আয়কর আইন, ২০২৩ এ সংজ্ঞায়িত কোম্পানীসমূহের মধ্যে যারা পাবলিকলি ট্রেডেড নয়	২৭.৫%	২৫%
এক ব্যক্তি কোম্পানী	২২.৫%	২০%
পাবলিকলি ট্রেডেড ব্যাংক, বীমা ও ফাইন্যান্স কোম্পানী (মার্চেন্ট ব্যাংক ব্যতীত)	৩৭.৫%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
পাবলিক ট্রেডেড নয় এরূপ ব্যাংক, বীমা ও ফাইন্যান্স কোম্পানী (মার্চেন্ট ব্যাংক ব্যতীত)	৪০%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
মার্চেন্ট ব্যাংক	৩৭.৫%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
সেগারেট, বিড়ি, যর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পন্য প্রস্তুতকারী কোম্পানী	৪৫%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
পাবলিকলি ট্রেডেড মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানী যদি তার পরিশোধিত মূলধনের ন্যূনতম ১০% শেয়ার, যার মধ্যে Pre-Initial Public Offering Placement ৫% এর অধিক থাকতে পারবে না।	৪০%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এমন মোবাইল ফোন কোম্পানী	৪৫%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
শর্ত : বিবেচ্য আয়বর্ষে সকল প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং প্রত্যেক একক লেনদেনে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট ৩৬ (ছত্রিশ) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে সকল প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।		

ব্যাংকিং চ্যানেলে লেনদেনের প্রণোদনা জনিত ৫৫(৬) ও ৫৫(৮) ধারায় পৃথক বিধান আছে। পুনরায় কর্পোরেট আয়কর হারের জন্য এর ভিত্তিতে পৃথক আয়কর হার আরোপের যৌক্তিকতা নেই।

আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চায় এতগুলি কর্পোরেট কর হার যুক্তিসঙ্গত নয়। একটি বা দু'টি কর হার রাখা আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে যুক্তিসঙ্গত। প্রয়োজনবোধে অনভিপ্রেত বা নিরুৎসাহ প্রদানযোগ্য প্রকৃতির আয়ের বেলায় সারচার্জ আরোপ করা যেতে পারে।

৭: ঘ: ৬। আয়কর আরোপের হারের মেয়াদকালঃ

অধিকাংশ বছরেই অর্থ আইনের মাধ্যমে এক বছরের জন্য আয়করের হার আরোপ করা হয়। যদিও বর্তমান হারটি দুই বছরের জন্য আরোপ করা হয়েছে। বিনিয়োগকারীগণ আয়করের হার পরিবর্তনো সম্ভাবনা থাকলে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। চাকুরী হতে আয়ের উৎসে কর কর্তানের নেটওয়ার্ক বৃহৎ। সেক্ষেত্রে আয়করের হার পরিবর্তনের ফলশ্রুতিতে উৎসে আয়কর কর্তানের পরিমাণ নিয়ে বিভ্রান্তি হয়। আয়করের হার পাঁচ বৎসরের জন্য ঘোষণা করা যেতে পারে। সম্ভাব্য মুদ্রাস্ফিতি বিবেচনা করে করমুক্ত সীমা বৎসর ওয়ারী ভিন্ন হওয়া যুক্তিযুক্ত।

৭: ঘ: ৭ উৎসে সংগৃহীত আয়কর এর সংস্কারঃ

উৎসে আয়কর সংক্রান্ত বিধিবিধান -এ চিহ্নিত সমস্যাসমূহ নিম্নরূপ-

৭: ঘ: ৭: ১ উৎসে সংগৃহীতব্য আয়করের ক্ষেত্র অতি বিস্তৃত;

৭: ঘ: ৭: ২ উৎসে সংগৃহীতব্য আয়করের হার arbitrary যা কোনরূপ সমীক্ষা বা study ছাড়াই করা হয়েছে। এই হারও অতিরিক্ত।

৭: ঘ: ৭: ৩। আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৩ ও ১৪১ দ্বারা কর প্রত্যর্পনের দ্বার রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং প্রকারান্তরে আয়করকে পরোক্ষ করে রূপান্তর করা হয়েছে। এত করে আয়করের মৌলিক নীতি সাম্য (equity) এবং ক্রমানুসারে বর্ধিত কর (progressive taxation) বিসর্জন দেয়া হয়েছে।

➤ cost of doing business বেশি হচ্ছে। যাতে করে ব্যবসায় প্রতিযোগিতার সক্ষমতা কমে যাচ্ছে।

বিভিন্ন সময় অংশীজন এই বিষয়গুলি নিরসনের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে উত্থাপন করেছেন। এ বিষয়টি রাজস্ব স্পর্শকাতর বিবেচনায় রাজস্ব বোর্ড তা নিরসনের কোন ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়নি।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে নিম্নরূপ তথ্য পাওয়া যায়ঃ

সারণী-৫.১		(কোটি টাকায়)	
অর্থ বৎসর	মোট আয়কর রাজস্ব	উৎসে সংগৃহীত আয়কর	উৎসে আয়করঃ মোট আয়কর রাজস্ব
২০১৮-১৯	৬৯,০৭৫	৪২,০৯১	৬০.১৪
১০১৯-২০	৭০,৭৩৮	৪১,৮০৫	৫৯.১০
২০২০-২১	৮৫,৮৯৭	৫২,৩৮৬	৬০.২৯
২০২১-২২	৯৫,৫০৭	৬০,৬০৩	৬২.৮০
২০২২-২৩	১,০৬,৯৫০	৭২,৬০৫	৬৭.৮৯

সূত্রঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন।

উপরোক্ত সারণী থেকে দেখা যায় আয়কর রাজস্বের উৎসে করের নির্ভরতা বাড়ছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বার্ষিক প্রতিবেদনে নিম্নরূপ তথ্য পাওয়া যায়ঃ

সারণী-১০

উৎসে সংগৃহীত আয়করের খাত	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
মোট খাতের সংখ্যা	৫৫	৫৭	৫৭	৬২	৬৮
১ কোটি টাকার কম রাজস্ব আহরিত হয় এরূপ খাতের সংখ্যা	১	১	০	০	০
কোন রাজস্ব সংগৃহীত হয়নি এরূপ খাতের সংখ্যা	১	৩	৪	০	২

সূত্রঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন।

তথ্যে আরও দেখা যায় প্রধান ৩টি খাত হচ্ছে ঠিকাদার/সরাবরাহকারী, আমদানীকারক এবং ব্যাংক আমানতের সুদ। তথ্যে দেখা যায় মোট ৫৫-৬৮ টি খাতের মধ্যে এই তিনটি খাত থেকে সংগৃহীত আয়কর রাজস্ব প্রায় ৫০%। অন্যান্য খাতকে ধাপে ধাপে উৎসে আয়কর সংগ্রহ এর আওতা বহির্ভূত করা হলে আয়কর রাজস্ব নেতিবাচক তেমন প্রভাব পড়বে না। উল্লেখ্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এত বেশি সংখ্যক খাতকে উৎসে আয়করের আওতায় আনা হয় নি। সিংগাপুর, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামে বিদ্যমান উৎসে আয়করের খাতের সংখ্যা যথাক্রমে ৮, ৯ ও ৯ টি। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এতো বিস্তৃত উৎসে আয়করের আওতা নাই। মূলতঃ কয়েকটি খাত থেকে সিংহভাগ উৎসে আয়কর সংগৃহীত হয়। কম রাজস্ব সংগৃহীত হচ্ছে এরূপ কাজেই ছোট ছোট খাতগুলো থেকে এই বিধান প্রত্যাহার করা হলে তা রাজস্ব আহরণকে বিঘ্নিত করবে না। যেহেতু এই খাতের আয়কর কর্তনকারীদের তথ্য আয়কর কর্তৃপক্ষের কাছে আছে বিধায় স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় উৎসে আয়কর কর্তন ছাড়াই ঐ আয়কর রাজস্ব চিহ্নিত ও আহরণ করা সম্ভব।

➤ উৎসে আয়করের হার যৌক্তিকীকরণঃ

অন্যদিকে বাণিজ্যিক আমদানীসহ কয়েকটি খাতে উৎসে আয়কর সংগ্রহের হার যৌক্তিক নয়। এমতাবস্থায় কয়েকটি প্রধান খাতের রেকর্ড সমীক্ষা করে বিক্রয়/প্রাপ্তি ও নীট মুনাফার গড় হার নির্ণয় করে যৌক্তিক উৎসে আয়কর সংগ্রহের হার নির্ণয় করা যেতে পারে।

➤ উৎসে আয়করের বেলায় রিটার্ন দাখিলের প্রমাণপত্র উপস্থাপনঃ

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ১৪২ ধারায় (ধারা ২৬৪ অনুসারে) রিটার্ন দাখিলের প্রাপ্তিস্বীকারপত্র দাখিল না করা হলে ৫০% বেশী উৎসে আয়কর সংগ্রহের বিধান আছে। অন্যদিকে অর্থ ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে পরিশোধ করা না হলে আরো ৫০% বেশী হারে উৎসে আয়কর সংগ্রহের বিধান আছে। উৎসে আয়কর সংগ্রহের বিধান বিস্তৃত থাকায় উৎসে আয়কর সংগ্রহকারীদের পক্ষে এসব তথ্য/প্রমাণ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ দুরূহ। তাছাড়াও উৎসে আয়কর সংগ্রহের বিধান পরিপালিত না হলে ১৪৩, ১৪৭, ১৪৮ এবং ১৫১ ধারায় কার্যক্রম গ্রহণের বিধান রয়েছে। অন্যদিকে ১৪২ ধারার বিধান এর কারণে ১১৭ ধারা ১৭৭ ধারা অনুযায়ী উৎসে আয়করের বিধান পরিপালনে করদাতাদের অনীহা

রয়েছে। অথচ ১৪২ ধারার বিধানের বিপরীতে ১১৭ ধারার বিধান পরিপালন আয়কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে বেশী গুরুত্ব বহন করে।

➤ উৎসে আয়কর ও ন্যূনতম আয়করঃ

আয়কর আইনের ১৬৩ ধারায় ২৩টি খাতে উৎসে সংগৃহীত আয়করকে ন্যূনতম আয়করের আওতায় আনা হয়েছে। এই বিধান অনুসারে কোন করদাতার আয়ের উপর আরোপযোগ্য কর অপেক্ষা উৎসে সংগৃহীত আয়কর বেশী হলে, উৎসে সংগৃহীত আয়কর ঐ আয়ের ক্ষেত্রে ন্যূনতম আয়কর হিসাবে গণ্য হবে এবং অতিরিক্ত সংগৃহীত উৎসে আয়কর ফেরতযোগ্য বা অন্য আয়ের সাথে সমন্বয়যোগ্য হবে না। এই বিধান আয়করের মৌলিক নীতিমালার পরিপন্থী। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আয়ের সাথে সরাসরি সম্পর্কহীন কর আরোপের বিধান নেই। এই হিসাবের ফলে বিদেশী বিনিয়োগে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এমতাবস্থায় এই বিধানটি ধাপে ধাপে প্রত্যাহার করা প্রয়োজন। প্রথমে ছোট উৎসে আয়করের ক্ষেত্রকে এর আওতা বহির্ভূত করে তার ফলাফল যাচাই করে ক্রমান্বয়ে অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই বিধান প্রত্যাহার করা যেতে পারে।

➤ উৎসে করের রিটার্ন সংস্কারঃ

আয়কর আইন, ২০২৩ এ উৎসে আয়কর রিটার্নের বিধান আছে। উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধি ১৫ এ এই রিটার্নের ছক দেয়া আছে। এই রিটার্নে অনেক তথ্য প্রদান করতে হয়। রিটার্ন প্রতি মাসে দাখিলের বিধান আছে। অন লাইনে এই রিটার্ন দাখিল করা যায়। তবে এই রিটার্ন পরিপালনের হার নৈরাশ্যজনক। এই রিটার্ন অন লাইনে দাখিল এর স্থলে তা থেকে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে অর্থ প্রদানকারী ও অর্থ গ্রহণকারীর আয় নিরূপণের জন্য নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ১৪২ ধারায় লেনদেন ব্যাংকিং চ্যানেলের না করা হলে ৫০% অধিক হারে উৎসে সংগ্রহের বিধান আছে। অর্থ গ্রহণকারী ব্যক্তির আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রমান উপস্থাপন না হলে আরও ৫০% হারে উৎসে কর কর্তনের বিধান আছে। এইগুলি অনলাইন ব্যবস্থায় সংযুক্ত হওয়ায় তা পরিপালন প্রবনতা কম থাকছে। অথচ উৎসে কর রিটার্নে এই বিষয়টি নাই।

অতিরিক্ত হারে উৎসে কর্তনের বিষয়টি উৎসে কর কর্তনের রিটার্নে বা অনলাইনের যুক্ত না করা হলে এর পরিপালন উল্লেখযোগ্য হারে বাড়বে।

উল্লেখ্য আয়কর আইন, ২০২৩ এর ১৪৭ ধারায় উৎসে আয়কর রিটার্ন সরেজমিনে যাচাই ও অডিটের বিধান আছে।

এমতাবস্থায় উৎসে করের কর্তনে বা অন লাইনের রিটার্নে অতিরিক্ত হারে কর কর্তন এর বিধান বিলুপ্ত করা যেতে পারে। প্রয়োজনবোধে ১৪৭ ধারায় কার্যক্রমে বিষয়টি যাচাই করা যেতে পারে।

➤ ন্যূনতম আয়করঃ

আয়কর আরোপের মূল ভিত্তি বিদ্যমান আইনের ধারা ১৮। এই ধারা অনুসারে করদাতার কোন বৎসরের মোট আয়ের উপর নির্ধারিত হারে আয়কর আরোপযোগ্য হবে। ধারা ২(৭৮) অনুসারে “মোট আয়” হচ্ছে সকল উৎসের আয়ের সমষ্টি। উৎস সংগৃহীত আয়কর এই মোট আয়ের উপর

আরোপযোগ্য আয়করের সাথে সমন্বয়যোগ্য। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই উৎসে আয়করের অসাধু প্রয়োগ ও সুযোগ নিয়ে রিফান্ড উদ্ধৃত হচ্ছিল বিধায় ১৯৯৮ সালে ৮২সি ধারা সন্নিবেশের মাধ্যমে প্রথমে ৫টি ক্ষেত্রে উৎসে সংগৃহীত আয়করকে চূড়ান্ত করদায় হিসাবে গণ্যের বিধান করা হয়। অর্থ আইন, ২০১৬ তে এই ধারাটি নতুন করে সাজানো হয় এবং “ন্যূনতম কর” নামকরণ করা হয়। পরিবর্তিত বিধান অনুসারে কোম্পানী করদাতাদের উৎসে সংগৃহীত আয়করের সাথে লাভ লোকসান নির্বিশেষে মোট প্রাপ্তির নির্ধারিত শতাংশ (১%/০.৭৫%/০.৬০%) ন্যূনতম আয়কর আরোপযোগ্য করা হয়। ৩০শে জুন ২০২৩ এ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ বিলুপ্ত করা পর্যন্ত এই ধারাটির পরিব্যক্তি সম্প্রসারণ করে বছবার ধারাটি সংশোধন করা হয়। শুরুতে এই ধারাটির শিরোনাম ছিল “Tax on Income of Certain Persons” ছিল। যা ২০১৬ তে “Minimum Tax” নামে পরিবর্তন করা হয়।

আয়কর আইন, ২০২৩ প্রচলন কার্যকর হয় ১লা জুলাই, ২০২৩ থেকে। নতুন আইন এর ১৬৩ ধারায় ন্যূনতম আয়করের বিধান পূর্বতন আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৮২সি ধারাকে মূলতঃ অপরিবর্তিত রাখা হয়। শুরুতে ৫টি উৎসে আয়করকে এর আওতায় রাখলেও পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে এর আওতা বাড়ানো হয়। বর্তমানে ৪০টি উৎসে আয়করের খাতকে এর আওতায় আনা হয়েছে। তাছাড়া কোম্পানী ও নির্ধারিত ফার্ম ও ব্যক্তিদের বেলায় হিসাবকৃত লাভ লোকসান নির্বিশেষে স্থূল প্রাপ্তির উপর শতাংশ হারে ন্যূনতম আয়কর আরোপ করা হয়।

উৎসে আয়কর মূলতঃ একটি অগ্রীম আয়কর যা লেনদেন স্তরে সংগৃহীত হয় এবং বছর শেষে মোট আয়ের উপর নির্ধারিত হারে আরোপযোগ্য আয়করের সাথে সমন্বয় করা হয়। উৎসে সংগৃহীত আয়করের পরিমাণ বেশী হলে অতিরিক্ত অংক করদাতাকে ফেরত দেয়া হয়। এটি আন্তর্জাতিকভাবে প্রচলিত সাধারণ নীতি। কিন্তু এর ব্যত্যয় ঘটিয়ে ১৬৩ ধারায় এই করকে ফেরত অযোগ্য করা হয়েছে।

কিছু অসাধু করদাতাদের অসাধু প্রয়াসে কিছু অনিয়ন্ত্রিত রিফান্ড (ফেরত) প্রতিরোধ করার জন্য এই বিধান করা হয়। যা শুরুতে ৫টি ধারায় উৎসে আয়করে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। অন্য উৎসে আয়করের খাতগুলোতে এই সংবেদনশীলতা ছিল না।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর আওতা বিস্তৃত না করা হলে রাজস্ব আহরণ সংকুচিত হবার যে আশঙ্কা করে তা অমূলক মনে হয়। কারণ ৪০টি ধারায় উৎসে আয়করের ধারার মধ্যে মূলতঃ ৩টি (ঠিকাদার/সরবরাহকারী, আমদানী, ব্যাংক আমানতের সুদ) খাতেই অধিকাংশ উৎসে আয়কর সংগৃহীত হয়। কয়েকটি উৎসে আয়করের সংগৃহীত রাজস্ব উল্লেখযোগ্য নয়।

এই বিধান বিনিয়োগের জন্য সহায়ক নয়। তদুপরি Financial Reporting Act ও Document Verification System প্রচলিত হওয়ায় হিসাব নিরীক্ষার কাজের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে। ভূয়া ও একাধিক হিসাব বিবরণী অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় হিসাবকৃত মুনাফা বা আয়ের ভিত্তিতে আয়কর আরোপ এর আন্তর্জাতিক মানদণ্ড থেকে ব্যত্যয় বিধায় যুক্তিসঙ্গত নয়। এমতাবস্থায় নিম্নরূপ পরিবর্তন আনয়ন করার সুপারিশ করা হচ্ছে-

- (১) প্রথম ধাপে ১৬৩(৫) ধারার দফা (ক) থেকে ছুল প্রাপ্তির নির্ধারিত হারে কর আরোপ সংক্রান্ত ১৬৩(৫) ধারার আওতা থেকে নিম্নবর্ণিত করদাতাদের বহির্ভূত করা; যেমনঃ-
- (ক) শিল্প উৎপাদনের নিয়োজিত সকল শ্রেণীর করদাতা;
- (খ) ব্যক্তি সংঘ ও স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা;
- (গ) পণ্য রপ্তানি থেকে উদ্ভূত আয়।
- (২) ধারা ১৬৩(২) তে ৪০টি ধারায় উৎসে সংগৃহীত আয়কর ন্যূনতম কর হিসাবে গণ্য হয়। প্রথম ধাপে তুলনামূলক কম রাজস্ব সংগৃহীত হয় এরূপ নিম্নলিখিত ধারাকে এর আওতা বহির্ভূত করা যেতে পারে-
- (ক) অংশ গ্রহণ তহবিলে প্রদত্ত অর্থ (ধারা ৮৮);
- (খ) ব্যাংক আমানতের সুদ (ধারা ১০২);
- (গ) লভ্যাংশ (ধারা ১১৭);
- (ঘ) সম্পত্তির ইজারা (ধারা ১২৮);
- (ঙ) নিবাসীর জাহাজ ব্যবসা (ধারা ১৩২);
- (চ) সিকিউরিটি হস্তান্তর (ধারা ১৩৫); এবং
- (ছ) ষ্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ার হোল্ডারদের শেয়ার হস্তান্তর (ধারা ১৩৬)।
- (৩) ক্রমিক (২) এ বর্ণিত পরিবর্তনের প্রভাব অবলোকন করতঃ এই ধারা ধাপে ধাপে বিলুপ্ত করা।

➤ **আয়কর অব্যাহতিঃ**

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ২(২৬) ধারা অনুসারে আয়কর অব্যাহতি অর্থ-

- ৭.১ আয়কে সম্পূর্ণ কর থেকে অব্যাহতি;
- ৭.২ আয় এর উপর হ্রাসকৃত হারে আয়কর আরোপ;
- ৭.৩ কতিপয় বিনিয়োগ বা ব্যয়ের জন্য আয়কর রেয়াত প্রদান।

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ৭৬ ধারায় এসব আয়কর সুবিধার জন্য প্রজ্ঞাপন জারির ক্ষমতা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে ন্যস্ত করা হয়েছে। প্রজ্ঞাপন জারির সংখ্যা ও প্রজ্ঞাপন জারির বিস্তারিত তথ্য নাই। তবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২০২২-২৩ এর বার্ষিক প্রতিবেদনে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এসব আয়কর সুবিধাভোগীর সংখ্যা ১৪৮ জন ও রাজস্ব সংশ্লিষ্টতা ১৬৮ কোটি টাকা উল্লেখ করা হয়েছে।

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ষষ্ঠ তফশীলের অংশ-৪ এর কর অবকাশ এর বিধান আছে। বিভিন্ন শিল্প ও অবকাঠামোকে প্রণোদনার উদ্দেশ্যে কর অবকাশ সুবিধার বিধান করা আছে এবং এর আওতায় নির্ধারিত শিল্প নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হ্রাসকৃত হারে বা কিছু সময়ের জন্য শূন্য হারে কর দিয়ে থাকে। বর্তমানে ৩৫ ধরনের শিল্পকে এ সুবিধা দেয়া আছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখা যায় ঐ বৎসরে ৫৬টি শিল্প প্রতিষ্ঠান এর সুবিধা ভোগ করছে এবং এক্ষেত্রে রাজস্ব সংশ্লিষ্টতা ৩৩.১৬ কোটি টাকা।

এছাড়াও ষষ্ঠ তফশীল, অংশ-১ এ ৩৬টি বিভিন্ন আয়কে কর আরোপযোগ্য মোট আয়ের আওতা বহির্ভূত রাখা হয়েছে। এই সুবিধাভোগীদের কোন পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না।

এছাড়া ষষ্ঠ তফশীল এর অংশ -৩ এ ১৫ ধরনের ব্যয় ও বিনিয়োগের জন্য আয়কর রেয়াত দেয়া আছে। আয়কর আইন, ২০২৩ এর ৭৮ ধারায় এসব খাতে বিনিয়োগের বেলায় ব্যক্তি শ্রেণীর নিবাসী করদাতাদের ১৫% পর্যন্ত আয়কর ছাড়ের বিধান আছে। এই সুবিধাভোগীদের কোন পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না।

কর অবকাশ সংক্রান্ত বিধি বিধান মূলতঃ সরকারের শিল্পনীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে প্রণীত হয়। আয়কর সংক্রান্ত বিধান সংস্কার করা হয়েছে। শিল্পখাতসমূহকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তদুপরি কর অবকাশকালীন সময়েও ধাপে ধাপে ক্রমহ্রাসমান সুবিধা বিদ্যমান। আমাদের প্রতিবেশী দেশসমূহের বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য এই সুবিধা রাখা হয়েছে। এমতাবস্থায় কর অবকাশের বিদ্যমান বিধান অব্যাহত রাখা যুক্তিযুক্ত হবে।

প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কর সুবিধা সংক্রান্ত আয়কর আইন, ২০২৩ এর ৭৬ ধারায় পূর্বতন আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৪৪(৪) ধারার মধ্যে নিম্নরূপ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়ঃ

সারণী-৬.১

সুবিধার বৈশিষ্ট্য	আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৪৪(৪)	আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৭৬
প্রজ্ঞাপন জারির ক্ষমতা	সরকারের	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের
প্রজ্ঞাপনে প্রদত্ত কর সুবিধা	কর অব্যাহতি, কর হ্রাস বা অন্যান্য পরিবর্তন	কর অব্যাহতি
কাদের কর সুবিধা দেয়া যায়	কোন শ্রেণীর করদাতা বা কোন শ্রেণীর আয়	কোনো ব্যক্তিকে বা কোনো শ্রেণীর ব্যক্তিকে

বর্তমান আয়কর আইনে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে কর সুবিধা দেয়া যায় যা সংবিধান বিরোধী। নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে কোন সুবিধা দেয়ার বিধান আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের পরিপন্থী। এমতাবস্থায় কোন 'নির্দিষ্ট করদাতাকে' কর সুবিধা প্রদানের বিষয়টি বাতিল করে বিধানটি সংশোধন করা যেতে পারে। এ ছাড়াও কোন কোন ক্ষেত্রে অব্যাহতি মেয়াদ সুনির্দিষ্ট না করে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। অব্যাহতির মেয়াদ সুনির্দিষ্টকরণের জন্য এই বিধান সংশ্লিষ্ট ধারা ৭৬ সংশোধন করা যেতে পারে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২০২১-২২ অর্থ বৎসরের জন্য পরিচালিত একটি সমীক্ষায় কর অব্যাহতি জনিত মোট প্রত্যক্ষ করের রাজস্ব ব্যয় ১,১৫,০৫৬ কোটি টাকা প্রাক্কলন করা হয়। যা মোট জাতীয় আয় (জিডিপি) এর ২.২৯%। যার মধ্যে কর্পোরেট আয়কর ৭১,৩৯৪ কোটি টাকা ও ব্যক্তিগত আয়কর ৪৩,৬৬২ কোটি টাকা।

কর্পোরেট আয়করের রাজস্ব ব্যয় এর প্রধান খাতগুলোর মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ ও সামাজিক কল্যাণ খাতে ১১,১৩৪ কোটি টাকা। বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাতে ৭,৬১১ কোটি টাকা, পোষাক, কাপড় ও আনুষঙ্গিক শিল্পে ৪,৬৪৬ কোটি টাকা, তথ্য প্রযুক্তি সফটওয়্যার ব্যবসায় ১,০০৮ কোটি টাকা এবং হাঁস-মুরগীর খামার ও মৎস্য চাষ খাতে ১৬৮ কোটি টাকা। এছাড়া অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং হাই-টেক পার্ক শিল্পে এই রাজস্ব ব্যয় ৪,০২২ কোটি টাকা প্রাক্কলন করা হয়।

ব্যক্তি আয়কর রাজস্ব ব্যয়ে প্রধান খাতগুলোর হিসাব রেমিটেন্স বাবদ বিশেষ করছাড় ১১,৭০৯ কোটি টাকা, শেয়ারহোল্ডার জনিত মূলধনী মুনাফায় ৮৭৭ কোটি টাকা এবং পোল্ট্রি ও মৎস্য চাষ খাতে ২,৪১৪ কোটি টাকা প্রাক্কলন করা হয়।

➤ ষষ্ঠ তফশীল অংশ-১ এর অনুচ্ছেদ (১৩) তে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম এর সার্ভিস চার্জকে কর অব্যাহতি দেয়া আছে। সামাজিক খাতের মধ্যে অনুচ্ছেদ (১১) তে এনজিও ব্যুরো নিবন্ধিত ট্রাস্ট এর গৃহসম্পত্তির আয় কর অব্যাহতিযোগ্য। অনুচ্ছেদ (১২) তে ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানের দানকে আয়কর অব্যাহতি দেয়া আছে। এসব আয়কর অব্যাহতির পরিধি সীমিত। তবে, অধিকাংশ অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তির আয়কর নেটের আওতা বহির্ভূত থেকে গেছেন। তাদের বেলায় আয়কর রিটার্ন দাখিলের আওতায় আয়কর আইন থাকলেও তা বাস্তবায়ন অনেক ক্ষেত্রে করা যায়নি। এদের আয় সাধারণ বিধানাবলির আওতায় আনা গেলে এই খাতে আয়কর ব্যয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হ্রাস পেতে পারে।

➤ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ০৪/০৩/২০২৪ তারিখের এস.আর.ও নং ৪৪-আইন/আয়কর-২৫/২০২৪ দ্বারা রপ্তানি খাতের জন্য নিম্নরূপ আয়কর অব্যাহতি প্রদান করে-

স্বাভাবিক ব্যক্তি, ফার্ম কর্তৃক অর্জিত রপ্তানি আয়ের-	মোট আয়করের ৫০%
অন্যান্যদের ক্ষেত্রে রপ্তানি আয়ের-	কর হার আয়ের ১২%
পরিবেশ বান্ধব শিল্পের রপ্তানি আয়ের-	কর হার আয়ের ১০%

দেশের বিদ্যমান বৈদেশিক বাণিজ্যের ভারসাম্য তথা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এর পরিস্থিতি বিবেচনায় রপ্তানি খাতের প্রণোদনা আরও কিছুদিন অব্যাহত রাখা যুক্তিযুক্ত। তবে এক্ষেত্রে রপ্তানি আয়ের উপর আরোপযোগ্য বিশেষ আয়কর হারের পরিবর্তে সকল রপ্তানি খাতকে ৫০% ছাড় দেওয়া অধিক যৌক্তিক।

➤ আয়কর আইন, ২০২৩ এর ষষ্ঠ তফশীল, অংশ-১ এর অনুচ্ছেদ-২১ এ ৩০ শে জুন, ২০২৭ পর্যন্ত ১৯ ধরনের তথ্য প্রযুক্তি সেবার আয়কে সম্পূর্ণ আয়কর অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এই খাতের আয়ের ক্ষেত্রে কিছু স্বচ্ছতার ঘাটতি আছে। যে সেবাসমূহের কথা বলা হয়েছে সেগুলো থেকেই প্রকৃত আয় হচ্ছে কিনা তা অস্পষ্ট। ২০০৮ সাল থেকে এই খাতকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এত দীর্ঘ সময়ে অব্যাহতি দেয়া যুক্তিযুক্ত নয়। বর্তমান অব্যাহতি

(৩০ জুন, ২০২৭) সময় অতিবাহিত হলে এই খাতকে কর অবকাশ শিল্পের ন্যায় হ্রাসকৃত হারে করের আওতায় আনা যেতে পারে।

- ০১/০৬/২০২২ তারিখের এস.আর.ও নং ১৫৭-আইন/আয়কর/২০২২ দ্বারা মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগীর খামার থেকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় করমুক্ত আছে। এর বেশি আয়ের বেলায় ৫% থেকে ১৫% হারে আয়কর আরোপনের বিধান আছে। এই কর অব্যাহতি দূর্নীতির আয় গোপন প্রয়াস হিসাবে অপব্যবহারের অভিযোগ পাওয়া যায়। আবার গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশের জন্য এই আয় কিছুদিন অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। এই আয় প্রথম ০৩ (তিন) বছর আয়কর অব্যাহতির বিধান রেখে পরবর্তীতে হ্রাসকৃত হারে আয়কর আরোপের বিধান করে এই অধ্যায়টি সংস্কার করা যেতে পারে।
- বেসরকারী খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে পলিসির আওতায় ১৯৯৯ সাল থেকে প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে আয়কর অব্যাহতি প্রদান শুরু হয়। ০১/০৭/২০১৩ তারিখের ২১৩-আইন/আয়কর/২০১৩ দ্বারা কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের আয়কে ১৫ বছরের জন্য আয়কর অব্যাহতি দেয়া হয়। তবে ৩০/০৬/২০২৩ এর মধ্যে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করেছে তারা এই সুবিধা পাবে।

অন্যদিকে ০১/০৭/২০১৩ তারিখের এস.আর.ও নং ২১২-আইন/আয়কর/২০১৩ দ্বারা অ-কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী কোম্পানীর আয় প্রথম পাঁচ বছর ১০০% ও পরবর্তীতে ৫০% ও ২৫% আয়কর অব্যাহতি দেয়া আছে। তবে ১লা জুলাই, ২০২৩ পর্যন্ত বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর প্রতিষ্ঠান এই সুবিধা পাবে।

কিছু বেসরকারী খাতে এর অপব্যবহারের অভিযোগ আছে। কিন্তু বর্তমানে নতুন করে বাণিজ্যিক উৎপাদন হয়েছে তারা এই সুবিধা পাবে না বিধায় এই বিধানের পরিবর্তনের প্রয়োজন নাই।

- রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৮০ এর ধারাবাহিকতায় ১৯৮১ সালে রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকায় স্থাপিত শিল্পকে আয়কর অব্যাহতি দেওয়া শুরু হয়। হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ এর ধারাবাহিকতায় ০৮/১০/২০১৫ তারিখের এস.আর.ও নং ৩০১-আইন/আয়কর/২০১৫ দ্বারা হাই-টেক পার্কে স্থাপিত শিল্পকে ১০ বছরের কর অব্যাহতি দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ২৭/০৬/২০২৪ তারিখের এস.আর.ও নং ২৪৫-আইন/আয়কর-৩৯/২০২৪ দ্বারা এর সংস্কার করা হয় এবং ৭ বৎসরের জন্য ১০০%, পরবর্তী ৩ বছরের জন্য ৭০% আয়কর অব্যাহতির বিধান করা হয়। অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ এর ধারাবাহিকতায় ০৮/০৭/২০১৫ তারিখের এস.আর.ও নং ২২৬-আইন/আয়কর/২০১৫ দ্বারা অর্থনৈতিক অঞ্চলে স্থাপিত শিল্পের আয়কের প্রথম তিন বছরের জন্য ১০০% এবং পরবর্তী সময়কার জন্য ৮০% থেকে ২০% পর্যন্ত আয়কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়। ২৭/০৬/২০২৪ তারিখের এস.আর.ও নং ২৪৪-আইন/আয়কর-৩৮/২০২৪ দ্বারা এই সুবিধা অব্যাহত রাখা হয়। বিশেষ অঞ্চলসমূহের এই আয়কর অব্যাহতি ক্রমাগত প্রত্যাহার যুক্তিযুক্ত।

➤ তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারঃ

আয়কর অনুবিভাগে দীর্ঘদিন যাবৎ সকল কর্মকান্ড মূলতঃ খাতাতে তথ্য ও কর্মকর্তার লিখিত আদেশ পরিপালন ভিত্তিক ছিল। এমনকি করদাতাদের নিবন্ধনও এই পদ্ধতিতে করা হতো। ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত নিবন্ধন নম্বর কর সার্কেল ভিত্তিক ছিল। ১৯৯৩ সালে সার্বজনীন নিবন্ধন নম্বর প্রচলিত হয়। বর্তমান ১২ অঙ্কের আয়কর নিবন্ধন নম্বর ২০১৩ সালে প্রবর্তিত হয়। ব্যক্তি করদাতাদের বেলায় জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) ও কোম্পানী করদাতাদের বেলায় জয়েন্ট স্টক কোম্পানী নিবন্ধনের ভিত্তিতে করদাতা সনাক্তকরণ নম্বর দেয়া হয়। এরূপ নম্বর প্রাপ্তির বিষয়ে আবেদন ও প্রক্রিয়াকরণ অনলাইনে সম্পন্ন হয়।

আয়কর রিটার্ন দাখিল এর ক্ষেত্রে সরাসরি কর অফিসে দাখিল ও অনলাইনে দাখিল উভয় পদ্ধতি চালু আছে। আয়কর রিটার্ন দাখিলের তথ্যচিত্র নিম্নে দেয়া হলো-

সারণী-৮.১

অর্থ বৎসর	মোট দাখিলকৃত আয়কর রিটার্নের সংখ্যা	বৃদ্ধির হার (%)	অনলাইনে দাখিলের সংখ্যা	বৃদ্ধির হার (%)
২০২০-২১	২৪,৩০,৬৯৫	--		
২০২১-২২	২৫,৯০,৬৮৮	০৬.৫৮	৬১,৬৯১	
২০২২-২৩	৩৫,২৯,২৬৩	৩৬.২৩	২,৪৪,৪৮১	৩৯৬.৩০
২০২৩-২৪	৪৩,০১,৭২৩	২১.৮৯	৫,২৬,৪৮৭	২১৫.৩৫

তথ্য চিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায় ২০২১-২২ সালে ২.৩৮% আয়কর রিটার্ন অনলাইনে দাখিল করা হয়। যা ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ সালে যথাক্রমে ৬.৯৩% ও ১২.২৪%। অর্থাৎ অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রবনতা বাড়ছে। তবে এখনও কোম্পানী করদাতাদের আয়কর রিটার্ন অনলাইনে দাখিলের বিষয়টি অনিষ্পন্ন থেকে গেছে। যা দ্রুত নিষ্পন্ন করা প্রয়োজন।

ধারণা করা যায় এর পরেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আয়কর রিটার্ন অনলাইনে বা paper এর মাধ্যমে manually জমা হবে। আয়কর রিটার্ন এর তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করা হলে পরবর্তী কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আসবে ও pick & choose এর অবসান হবে।

তথ্য প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার করতে হলে paper base রিটার্নসমূহ প্রথমে data entry এর মাধ্যমে ডিজিটাল রূপান্তর করা দরকার। পরবর্তী কার্যক্রম এই রূপান্তর করার পর করা বঞ্জনীয়।

আয়কর রিটার্ন দাখিলের পর প্রথম কার্যক্রম হলো গাণিতিক ত্রুটিসমূহ যাচাই করা। অতঃপর ঝুঁকি বিশ্লেষণের মাধ্যমে রিটার্ন নিরীক্ষার জন্য নির্বাচন করা। প্রথম ক্ষেত্রে গাণিতিক পরিগণনার জন্য আয়কর আইনের ভিত্তিতে algorithm তৈরী প্রয়োজন হবে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ঝুঁকিসমূহের আলোকে একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম ও ঝুঁকির প্যারামিটারসমূহ আয়কর রিটার্নে যাতে থাকে এবং যা অনলাইনে পাওয়ার পর database থেকে সংগ্রহ করা যায় তার ব্যবস্থা থাকা দরকার। এজন্য প্রয়োজনবোধে আয়কর রিটার্নের হুক ও কর পরিগণনা সরলীকরণের জন্য আয়কর আইনের পরিবর্তন আনা যেতে পারে। নিরীক্ষা এরূপ তথ্য প্রযুক্তির আলোক না হলে স্বচ্ছতার ঘাটতি থেকে যায়।

সার্বিকভাবে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের জন্য বিভিন্নভাবে এর ব্যবহার না করে সামগ্রিক কর্মকাণ্ড তথ্য প্রযুক্তির আওতায় আনতে হবে। এজন্য standard operating procedure আগে ঠিক করতে হবে। যথাযথ business process engineering করতে হবে। তারপর তথ্য প্রযুক্তিতে হাত দিতে হবে।

➤ অডিট ব্যবস্থাপনাঃ

আয়কর আইনের ৩০ ধারায় নিম্নলিখিত ৭টি আয়ের খাত চিহ্নিত করা হয়েছে-

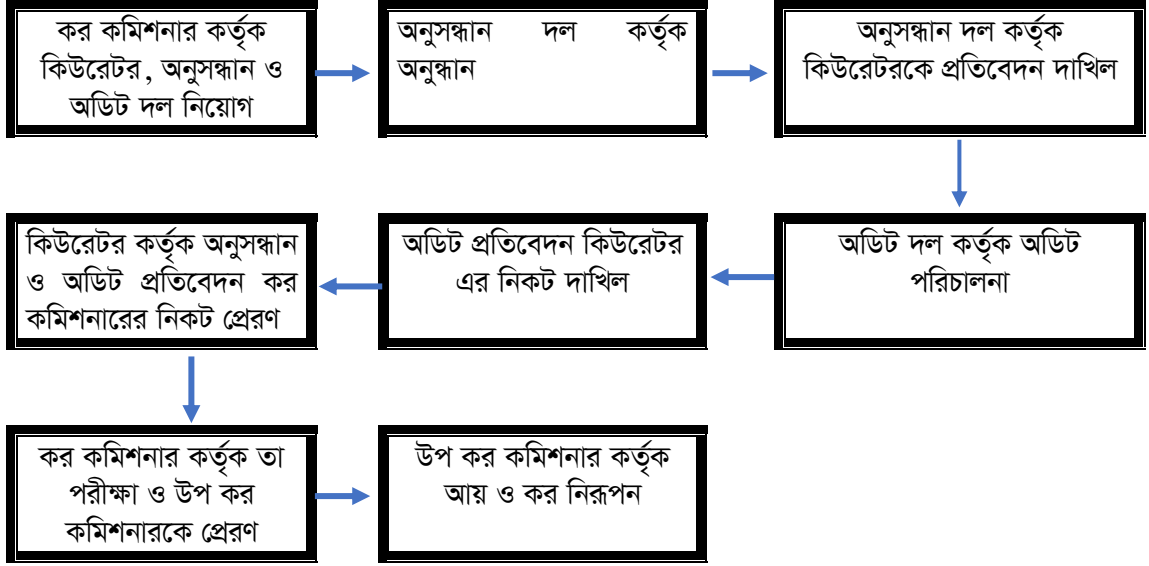
- ৯.১ চাকরি হইতে আয়;
- ৯.২ ভাড়া হইতে আয়;
- ৯.৩ কৃষি হইতে আয়;
- ৯.৪ ব্যবসা হইতে আয়;
- ৯.৫ মূলধনী আয়;
- ৯.৬ আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়;
- ৯.৭ অন্যান্য উৎসে হইতে আয়।

আয়কর আইন, ২০২৩ এর অংশ ৭ আয়কর নির্ধারণ ও অডিট সংক্রান্ত। এর মধ্যে ধারা ১৮১ আয়কর রিটার্ন প্রসেস সম্পর্কিত। যা মূলতঃ ডেস্ক অডিট, যেখানে দাখিলকৃত আয়কর রিটার্নের গাণিতিক সঠিকতা যাচাই করা হয়। চাকুরী হইতে আয় এর ক্ষেত্রে এবং আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় এর ক্ষেত্রে এই রিটার্ন প্রসেস ব্যতীত অন্যান্য অডিট অপ্রয়োজনীয়। পরবর্তীতে কোন আয় গোপন পাওয়া গেলে অডিট ব্যতীত ২১২ ধারা অনুসারে আয় পুনঃনির্ধারণ করা যায়।

উল্লেখ্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২০২২-২৩ এর বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় ঐ বছর দাখিলকৃত আয়কর রিটার্নের সংখ্যা ৩৩,৯২,৭৫১টি। যার মধ্যে চাকুরী হইতে আয় ভিত্তিক আয়কর রিটার্নের সংখ্যা ১৪ লক্ষ বলে ধারণা করা যায়। অভিজ্ঞতায় দেখা যায় চাকুরী আয় এর বেলায় অডিট এর মাধ্যমে নিরূপিত আয়কর দাবী সৃষ্টি ও সংগ্রহ মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। এমতাবস্থায় চাকুরী হইতে আয়ের ক্ষেত্রে অডিট ব্যবস্থাপনা রিটার্ন প্রসেস এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যুক্তিযুক্ত।

অডিট সংক্রান্ত বিধানের সংস্কারঃ

বর্তমানে সকল করদাতাদের জন্য ১৮২ ধারা অনুযায়ী অডিট সম্পন্ন করার বিধান আছে। অডিট নির্বাচনোত্তর প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপঃ



এই পদ্ধতি সমাপ্ত হতে প্রায় এক বছর পর্যন্ত সময় লাগতে পারে।

ছোট, মধ্যম, বড় সবার জন্য একই পদ্ধতি অনুসরণ যুক্তিযুক্ত নয়। ছোট করদাতাদের বা কেবল বেতন আয় আছে এরূপ করদাতাদের অডিটের বাইরে রাখা যেতে পারে। মধ্যম করদাতাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজন ব্যতীত অনুসন্ধান পরিহার করা যেতে পারে। বড় করদাতাদের ক্ষেত্রে যৌথ (আয়কর/মুসক) টীমের অনুসন্ধান বা অডিট (প্রয়োজনে দীর্ঘ সময়ব্যাপী) করা যেতে পারে। বহুজাতিক কোম্পানীর বেলায় ট্রান্সফার প্রাইসিং সংক্রান্ত অডিট প্রয়োজন হতে পারে। প্রয়োজন অনুসারে কর কমিশনারের ব্যবস্থাপনায় অডিট কার্যক্রম বা অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার বিধান করা যেতে পারে। ক্ষেত্র বিশেষে বিশেষ প্রকৃতির ব্যবসা, পেশা বা আয়ের জন্য বোর্ড নীতিমালা প্রণয়ন করতে পারে।

➤ ছোট খুচরা বিক্রেতা ও পেশাজীবীদের জন্য ধারণাগত আয়ঃ

ছোট করদাতাগণ আয়করের বিধি বিধান সম্পূর্ণ পরিপালন করতে সমর্থ হয়না। যদিও তাদের সংখ্যা ব্যাপক কিন্তু তাদের কাছ থেকে রাজস্ব সংগ্রহ বেশী নয়। বিধি বিধান পালন করতে না পারার জন্য তাদের আনুমানিক ব্যয় বেশী বহন করতে হয়। তাদের জন্য পরিচালনা বাস্তবায়নের জন্য আয়কর বিভাগের সক্ষমতা বাড়ানো ব্যয়সঙ্কুল। ছোট করদাতাদের আয়কর আইনের বিধি-বিধান সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকে না। যার কারণে তারা আয়কর ব্যবস্থা এড়িয়ে চলতে চান।

নির্ধারিত সীমা পর্যন্ত বিক্রয় বা প্রাপ্তি আছে এরূপ করদাতাদের বিক্রয়/প্রাপ্তির ভিত্তিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ আয় বা কর নির্ধারণ করলে একদিকে পরিচালন ব্যয় কমবে অন্যদিকে মোট রাজস্ব বেড়ে যাবে।

ভারতে খুচরা বিক্রেতা ও পেশাজীবীদের জন্য ভারতীয় আয়কর আইন, ১৯৬১ এর ধারা 44AD, 44ADA, 44AE ও 44AF প্রচলিত আছে। এক্ষেত্রে তাদের হিসাবের খাতাপত্র যাচাই করা হয় না।

বাংলাদেশে অনুরূপ ধারণাগত আয় এর বিধান প্রচলন করা হলে তা ইতিবাচক ফল দিবে।

➤ “স্থূল মুনাফা” ভিত্তিক ব্যবসার আয় নিরূপনের সংস্কারঃ

ব্যবসার আয় এর ক্ষেত্রে ব্যবসার প্রকৃতিভিত্তিক “স্থূল মুনাফা” এর নির্ধারিত হার প্রচলিত আছে। এটি আইন না থাকলেও এই হার অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপিল বা ট্রাইব্যুনালাে বহাল রাখা হয়।

স্থূল মুনাফার হার কোন ব্যবসায় সবার জন্য এক হওয়া আবাস্তব। ব্যবসায়ীর দক্ষতা, প্রযুক্তির পরিবর্তন, অর্থনীতির রূপরেখা পরিবর্তনের কারণে তা পরিবর্তিত হতে পারে। তদুপরি দ্রব্যমূল্য সব সময় একরকম থাকে না। এর সাথে মূল্য সংযোজন কর সম্পৃক্ত থাকায় করদাতাগণ বিক্রয় গোপন করেন।

বিভিন্ন সময়ে ব্যবসায়ী সংগঠনসমূহ এর সংস্কার দাবী করে আসছেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এ বিষয়ে কিছু নির্দেশনা জারি করলেও তা মাঠ পর্যায়ে যথাযথভাবে অনুসরণ করা যায় নি। সেখানে কিছু অসম্পর্গতাও ছিল।

এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সুস্পষ্ট একটি সয়ংসম্পূর্ণ পরিপত্র জারি করতে পারে। স্থূল মুনাফার হারের পরিবর্তে cost of goods sold এর ভিত্তিতে বিভিন্ন খাতে এর যথার্থতা যৌক্তিকতা ও যাচাইযোগ্যতার আলোকে ব্যবসার আয় নিরূপন করা যেতে পারে।

➤ আয়কর আরোপ সংক্রান্ত হিসাবঃ

আয়কর আইন, ২০২৩ এর অংশ-৪ এর প্রথম অধ্যায় অনুযায়ী নিম্নলিখিত আয়ের উপর আয়কর ধার্য করা যায়ঃ-

১২.১ মোট আয় এর উপর নির্ধারিত হারে (ধারা ১৮);

১২.২ অবৈধভাবে বিদেশী নাগরিককে নিয়োগ দেয়া হলে প্রদেয় করের ৫০% বা ৫ লক্ষ টাকা (ধারা ১৯);

১২.৩ আমদানী, রপ্তানি বা বিনিয়োগ সংক্রান্ত অসত্য তথ্য প্রদানের জন্য (ধারা ২০);

১২.৪ অপ্রদর্শিত বিদেশী সম্পত্তির জন্য (ধারা ২১);

১২.৫ সংরক্ষিত আয়, সঞ্চিতি, উদ্ধৃত ইত্যাদির উপর কর (ধারা ২২)

১২.৬ স্টক লভ্যাংশের উপর কর (ধারা ২৩);

১২.৭ বিশেষ কর প্রদানের মাধ্যমে বিনিয়োগ (ধারা ২৪);

১২.৮ কর পরিগণনার বিধান (ধারা ২৫)।

এছাড়াও ১৬৩ ধারায় মোট বিক্রয় বা প্রাপ্তি উপর ০.৬০% (বা ক্ষেত্র বিশেষে ৩%, ২% বা ০.২৫%) ন্যূনতম আয়কর হার আরোপযোগ্য। এই সব ৪০টি ধারায় (ধারা ৮৮-৯২, ৯৪-৯৫, ১০০-১০২, ১০৫, ১০৬, ১০৮, ১১০-১১৮, ১২০-১২৯ ও ১৩২-১৩৯) উৎসে আহরিত আয়কর ন্যূনতম আয়কর হিসাবে গণ্য হয়। দুটি ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট আয়কর (সড়কপথের যানবাহন ও নৌ-যান এর রেজিস্ট্রেশন পর্যায়ে) অন্যান্য ক্ষেত্রে ০.০৫% থেকে ৩০% পর্যন্ত ১৬টি হার বিদ্যমান থাকায় উৎসে আহরিত আয়করের জন্য algorithm এর নকশা তৈরী জটিল ও দূরূহ হয়ে পড়েছে।

আয়কর আরোপের ক্ষেত্রে ধারা ১৬২ অনুযায়ী সরল সুদ (বার্ষিক ১০% হারে) ও ১৭৪ ধারা অনুযায়ী বিলম্ব সুদ (মাসিক ২% হারে) আরোপযোগ্য।

ব্যক্তি শ্রেণী করদাতার করমুক্ত সীমা ব্যতীত ৫টি আয়করের হার আছে (৫%, ১০%, ১৫%, ২০% বা ২৫%)। তদুপরী তাদের বেলায় স্থানভেদে ন্যূনতম আয়কর আরোপযোগ্য। এ ছাড়াও যাদের নীট সম্পদ নির্ধারিত সীমার উর্ধ্বে তাদের বেলায় (১০%, ২০% ৩০% বা ৩৫%) হারে সারচার্জ আরোপযোগ্য।

আবার মূলধনী মুনাফা ও লটারী ইত্যাদির বেলায় আয়কর কর হার যথাক্রমে ১৫% ও ২৫% আরোপযোগ্য।

সমবায় সমিতির বেলায় ২০% ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেলায় ১৫% আয়কর হার আরোপযোগ্য।

কোম্পানী করদাতাদের কর্পোরেট আয়কর হার ব্যবসার প্রকৃতি ভেদে ২২.৫%, ২৫%, ২৭.৫%, ৩৭.৫%, ৪০% বা ৪৫%।

এছাড়া লেনদেন ব্যাংকিং চ্যানেলে করা হলে কর্পোরেট আয়করের হার ২৫%। অন্যদিকে সকল লেনদেন ব্যাংকিং চ্যানেলে করা না হলে মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়করের হার ২৭.৫%

এছাড়াও আয়কর রিটার্ন দাখিলের ব্যর্থতা, উৎসে আয়কর সংগ্রহের রিটার্ন দাখিলের ব্যর্থতা, আয় গোপন সহ আরও কিছু ক্ষেত্রে জরিমানার বিধান আছে।

আয়কর নির্ধারণের পর পুনঃনির্ধারণ (ধারা ২১২), আপিল ইত্যাদিতে হ্রাস করে যাতে মোট আয় এবং আরোপযোগ্য কর পুনঃ পরিগণনা প্রয়োজন হয়।

আয়কর পরিশোধের খাতসমূহ নিম্নরূপ-

- (১) ১৫৪ ধারা অনুযায়ী অগ্রিম আয়কর;
- (২) ১৭৩ ধারা অনুযায়ী আয়কর রিটার্নের সাথে প্রদেয় আয়কর;
- (৩) অংশ ৭ অনুযায়ী উৎসে আয়কর এবং
- (৪) সৃষ্ট দাবীর বিপরীতে পরিশোধিত আয়কর।

এই সব উৎস থেকে পরিশোধিত আয়কর করদাতা ভিত্তিক লেজারে লিপিবদ্ধ থাকা দরকার। আরোপিত আয়কর ও পরিশোধিত আয়কর এর হিসাব সমন্বয়, স্বচ্ছতা ও সঠিকতা এইসব জটিল আইনগত প্রক্রিয়ার কারণে প্রশ্নবিদ্ধ। সার্বিক বিবেচনায় আয়কর আরোপ ও হারের পদ্ধতি সরলীকরণ প্রয়োজন। ১৬৩ ধারার ন্যূনতম আয়কর এর আওতা ধাপে ধাপে সংকুচিত করা প্রয়োজন।

➤ অপ্রদর্শিত আয় ঘোষণার সুযোগঃ

অবৈধ উৎস থেকে অর্জিত আয় বা বৈধ উৎস থেকে অর্জিত কিন্তু কর আরোপিত হয়নি এমন উভয় আয় কর আরোপনের বাইরে আছে। অর্থ বিভাগ পরিচালিত একটি সমীক্ষায় ভূতল অর্থনীতি (underground economy) ও আয়কর জিডিপি'র ১৯৯০-৯১, ১৯৯৪-৯৫ ও ১৯৯৯-২০০০ সময়ে যথাক্রমে ২৮.৪%, ৩২.৪% ও ৩৫.৬% প্রাক্কলন করা হয়। ২০০৬ ও ২০০৮ এ তা যথাক্রমে ৩৬.৬% ও ৩৪.৪% প্রাক্কলন করা হয়।

এই অর্থকে মূল শ্রোতে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে কর মুক্তি (tax amnesty) দেয় হয়। ২০১৭ পর্যন্ত এরূপ সুযোগ নিয়ে আয় ঘোষণার অংক ১৮,৩৭২.১৩ কোটি টাকা। এ থেকে দেখা যায় অপ্রদর্শিত আয় মূল শ্রোতে আসার পরিমাণ যথেষ্ট নয়।

অন্যদিকে তা সং করদাতাদের একটি ঋণাত্মক বার্তা দেয়। বিদ্যমান আয়কর আইন, ২০২ এর প্রথম তফসীল অংশ ৩ এ অপ্রদর্শিত সম্পদ বৈধ করার সুযোগ দেয়া আছে। এ বিধান নৈতিকতার মানদণ্ডে সঠিক নয়।

এ কালচার থেকে বেড়িয়ে আসা যুক্তি সঙ্গত। টাকা/সম্পদ বৈধ করা সংক্রান্ত আয়কর আইন, ২০২৩ এর অংশ ৩ বিলোপ করার সুপারিশ করা হচ্ছে।

➤ আয়কর বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামোঃ

বর্তমান ব্যবস্থাপনায় কেবলমাত্র বহু করদাতা ইউনিট ব্যতীত অন্য সকল করদাতাদেও সেবা প্রদান মূলতঃ সার্কেল অফিসে সম্পাদন করা হয়। করদাতাদের রেজিস্ট্রেশন, আয়কর রিটার্ন দাখিল, অডিট, কর নির্ধারণ, কর হিসাবকরণ ও সংরক্ষণ, আদায় কংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ, আপীল আদেশ পর্যালোচনা ও আপীলে কর কর্তৃপক্ষের তথ্য উপস্থাপন সকল কর্মকান্ডই কর সার্কেলে সম্পাদন করা হয়। করদাতাদের সার্টিফিকেট প্রদান, আদেশের নকল প্রদান এসব সেবাও সার্কেল অফিস প্রদান কতে থাকে। প্রকৃতিভেদে কোম্পানীজ সার্কেল, বৈতনিক সার্কেল ভৌগলিক এলাকাভিত্তিক সার্কেলে কর্ম পরিচালনা হয়ে আসছে। এছাড়াও বিশেষ পেশা ও ব্যবসার জন্যও কিছু সার্কেল গঠিত আছে। বর্তমানে সারা দেশে বহু করদাতা ইউনিট ব্যতীত ৪০ টি কর অঞ্চলের অন্তর্গত প্রায় ১০০০টি কর সার্কেলে কর্মকান্ড পরিচালিত হয়ে আসছে।

একই অফিসে বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করায় কর্মসম্পাদন ভিত্তিক পেশাগত দক্ষতা সঠিকভাবে গড়ে উঠছে না। ২০০০ সালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড “Reforms in Revenue Administration” নামক একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। প্রকল্পের সমীক্ষার আলোকে ‘বহু করদাতা ইউনিট’ নামে একটি মডেল কর অঞ্চল গড়ে তোলা হয়। সেখানে চলমান কর সার্কেল এর পরিবর্তে কর্মকান্ডের *** ভিত্তিতে ৪টি শাখা, যথা “Taxpayer’s service wing”, “Audit wing” “Revenue Accounting wing” ও “Enforcement, appeal & collection wing” এ সাজানো হয়।

ধারণা করা হয়েছে যে, এই কাঠামো ভিত্তিক কার্যক্রম সফল হলে তা প্রথমে “Middle Tax Payer’s Unit” বা “Small Tax Payer’s Unit” এই কাঠামোই অফিস কাঠামোতে রূপান্তর করা হবে। European Union পরিচালিত করদাতা জরীপে বৃহৎ করদাতা ইউনিটের সেবা করদাতাদেও অধিক সন্তোষজনক পাওয়া যায়। মোট আয়কর রাজস্বেও প্রায় ৩০% আয়কর রাজস্ব বৃহৎ করদাতা ইউনিটে আহরিত হয়। তবে এর পরেও এই মডেল ধাপে ধাপে সম্প্রসারণের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে উদ্যেচন নেয়া হয়নি।

দক্ষভাবে কর্মপরিচালনার লক্ষ্যে কাজের সংস্কার উত্তম পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কণ্ডে অফিসের কাঠামো পুনর্বিদ্যাস করা দরকার। তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক কর্ম পরিচালনা করতে হলে বিদ্যমান জনবলের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন হবে। বহৎ করদাতা ইউনিটের মডেল অর্থাৎ financial ভিত্তিক কর অফিস পুনর্গঠন ধাপে ধাপে সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।

➤ তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলাঃ

করদাতাদের আয় সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্য অডিটে ব্যবহৃত না হয়ে আয়কর কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাক্রমেতার ভিত্তিতে করদাতার ব্যবসার বিক্রয়/প্রাপ্তি, ঙ্গল মুনাফা ইত্যাদি নির্ণয় করা হয়। এত করদাতা ও কর কর্তৃপক্ষের মধ্যে দূরত্ব তৈরী হয়। কর dispute বেড়ে যায়। এ ব্যবস্থা নিরসনের জন্য করদাতার আয় সংক্রান্ত তথ্যের একটি তথ্যভান্ডার গড়ে তোলা যেতে পারে। কোন করদাতার আয়কর রিটার্ন অডিটকালে আয়কর কর্তৃপক্ষ তথ্য ভান্ডারের সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে অগ্রসর হবেন। এতে করে কর dispute হ্রাস পাবে। অন্যদিকে করদাতা যদি জানে যে তার আয় সংক্রান্ত তথ্য আয়কর কর্তৃপক্ষের কাছে আছে তা হলে তিনি অসত্য তথ্য ও আয় গোপন থেকে বিরত থাকবেন।

➤ আয়কর আইনের পরিবর্তনঃ

আয়কর আইন, ২০২৩ এর কিছু কিছু বিধান কর ন্যায্যতা ও ব্যবসা বাস্কব নয়। ক্ষেত্র বিশেষে তা cost of doing business এ অর্থোক্তিক বৃদ্ধি ঘটাবে এবং বিনিয়োগের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। আন্তর্জাতিক মানদণ্ডেও এসব বিধান যথাযথ আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চা এর পরিপন্থী।

এইসব বিধান পরিবর্তন করা হলে তা রাজস্বের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে না।

প্রস্তাবিত আয়কর আইনের পরিবর্তন-

ক্রমিক নং	আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত পরিবর্তন	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি
১।	২(৩১)	শিল্প বা বাণিজ্য সংগঠন, সমবায় সমিতি, শিল্প প্রতিষ্ঠান, সরকারি কর্তৃপক্ষ, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাকে কোম্পানীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	এই সব সত্ত্বাকে কোম্পানী সংজ্ঞা বহির্ভূত রাখা	ইতোপূর্বে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২(১৫) বা ভারতের আয়কর অধ্যাদেশ ধারা ২(১৬) -তে এদের কোম্পানীর সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এটি ধারা ২(৬৯) এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এটি ২(৬৯) ধারায় করদাতার শ্রেণী বিন্যাস এবং আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার বিরোধী।
২।	২(৮২)	সদস্য (কর) এর সংজ্ঞা	এই সংজ্ঞা বিলোপ করা যেতে পারে।	আইনের ৪ ধারায় তিনি আয়কর কর্তৃপক্ষ নয় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড পৃথক আইনে চলে। তদুপরি পূর্বের আইনে তা ছিল না।
৩।	১৩(২)(ঘ)	এই ক্রুজটির আওতায় ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অবসরপ্রাপ্তদেরকে উপ কর কমিশনার ট্রাইবুনালের সদস্য হতে পারেন।	ক) যিনি কর কমিশনার হিসাবে কর্মরত ছিলেন; খ) যিনি ধারা ৩২৭ অনুযায়ী কর আইনজীবী হিসাবে অন্য ১০ (দশ) বছর পেশাগত দায়িত্ব পালন করেছেন।	ট্রাইবুনালের সদস্য বোর্ডের সদস্য কর কমিশনার বা জেলা জজ পদমর্যাদার এই পদে তাদের নীচের পদে অবসরপ্রাপ্তদের এই পদে রাখা অযৌক্তিক।
৪।	২(৮০)	রপ্তানির সংজ্ঞা- “রপ্তানি” অর্থ বাংলাদেশের অভ্যন্তর হইতে বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমার বাহিরে কোন পণ্য বা সেবার সরবরাহ এবং অভ্যন্তরীণ ব্যাক টু ব্যাক এলসির অধীন রপ্তানিমুখী শিল্পে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কাঁচামাল ও অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ ও রপ্তানি অর্থে অন্তর্ভুক্ত হইবে।	এই সংজ্ঞার পর নিম্নরূপ ব্যাখ্যাংশ সংযুক্ত করা যেতে পারে- ব্যাখ্যাঃ এই দফার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে,- (ক) স্থানীয়ভাবে উৎপাদিতকাঁচামাল বা উপকরণ যাহা রপ্তানিমুখী শিল্পের উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় এবং ব্যাক-টু-ব্যাক লেটার অব ক্রেডিট এর মাধ্যমে সরবরাহ করা হয় তাহার সরবরাহ রপ্তানি হিসাবে গণ্য হইবে; খ) আন্তর্জাতিক দরপত্রের বিপরীতে সরবরাহকৃত পণ্য বা সেবা যাহার মূল্য বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধ করা হয় তাহা রপ্তানি হিসাবে গণ্য হইবে।	সকল প্রচলিত রপ্তানীকে এর অন্তর্ভুক্ত করা দরকার যা মূসক আইনের ২(৬০)/২(৬২) ধারার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং তা রপ্তানি বহুমুখীকরণে সহায়ক হবে।

৫।	৩৭	“ভাড়া হইতে আয়” নিরূপনে বার্ষিক ভাড়ার সহিত সমন্বয়যোগ্য অগ্রীম যোগ করার বিধান আছে (১) ক = (খ+গ+ঘ+ঙ)-চ (২) ক = (খ+গ+ঘ)।	ধারা ৩৭ সম্পূর্ণ মোট ভাড়ামূলের উপর ভাড়া হইতে আয় পরিগণনা করার বিধান করা যেতে পারে। পূর্বতন আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৪ এর অনুরূপ বিধান করে এ ধারাটি বিন্যাস করা যেতে পারে।	তাহা না হইলে একই অংক দুই বার নেয়া হচ্ছে।
৬।	৫২(২)	গৃহীত ঋণের অর্থ স্থানান্তর করা হলে তা বিয়োজনযোগ্য হবে না।	এই উপ ধারাটি বিলোপ করা যেতে পারে।	১০৪ ধারায় এক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের বিধান করা হয়েছে। ৫৫(ক) ধারা অনুযায়ী উৎসে কর কর্তন না করা হলে তা বিয়োজনযোগ্য হবে না এরূপ বিধান আছে। ১০৪ ও ৫২(২) ধারা সহাবস্থান করলে একই আয় দুইবার করারোপযোগ্য হবে।
৭।	৬৭(৩)	সম্পদ পরিবৃদ্ধি ও খরচের সমষ্টি নিরূপিত আয় দ্বারা আবৃত না হলে অনাবৃত অংশ আয় হিসাবে গণ্য হয়।	অনাবৃত অংকটি করদাতার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না থাকলেই কেবল আয় হিসাবে গণ্য হবে- এরূপ পরিবর্তন করে বিধানটি পুনর্বিদ্যাস করা যেতে পারে।	আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১৯(৩)/১৯(৪) ধারায় করদাতার গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা প্রদানে ব্যর্থ হলে এই আয় গণ্যের বিধান ছিল।
৮।	৬৭(৬)	লিজ বা ভাড়ার মাধ্যমে সেলামী বা প্রিমিয়াম আকারে কোন করদাতা কর্তৃক কোন আয়বর্ষে কোন এককালীন অর্থ প্রাপ্ত বা প্রাপ্য হইলে তাহা করদাতার উক্ত আয়বর্ষে “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” খাতের আয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইবে।	এই উপ-ধারায় নিম্নরূপ শর্তাংশ সংযোজন করা যেতে পারে- তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত আয় লীজের মেয়াদব্যাপী বা সর্বোচ্চ পাঁচ বৎসর এই দুইয়ের মধ্যে যেটি কম সেই মেয়াদের মধ্যে উক্ত আয় সংশ্লিষ্ট করদাতার ইচ্ছানুযায়ী বন্টন করা যেতে পারে।	আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১৯(৯) এ এরূপ শর্তাংশ ছিল। তাই split যুক্তিযুক্ত।
৯।	নবম অধ্যায়	বিভিন্ন স্থানে “ক্ষতি” শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।	“ক্ষতি” এর পরিবর্তে “লোকসান” শব্দ প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে।	ইংরেজীতে ক্ষতির শাব্দিক অর্থ damage এবং লোকসানের শাব্দিক অর্থ loss।
১০।	৭০	ব্যবসার ক্ষতির আর্থিক পরিসম্পদের আয়ের বিপরীতে সমন্বয়যোগ্য নয়।	ব্যবসার ক্ষতির আর্থিক পরিসম্পদের আয়ের বিপরীতে সমন্বয়যোগ্য করা যেতে পারে।	মোট আয়ের ভিত্তিতে সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী করহার আরোপযোগ্য। সকল উৎসের আয়ের সমষ্টি হলো “মোট আয়”। করমুক্ত বা হ্রাসকৃত হারে কর আরোপযোগ্য বা মূলধনী আয় ছাড়া অন্যান্য আয় সমন্বয়যোগ্য না করা অযৌক্তিক।

১১।	৭৫(১)	কোনো করদাতা কর্তৃক প্রদত্ত রিটার্ন, বিবরণ বা জমাকৃত নথি, বা অডিট বা কর নির্ধারণ কার্যক্রম চলাকালে উল্লিখিত দাবি যাচাইযোগ্য না হইলে তাহা অগ্রাহ্য করিবার ক্ষেত্রে এই অধ্যায়ের কোনো কিছুই আয়কর কর্তৃপক্ষে ক্ষমতাকে বারিত করিবে না।	“অডিট” শব্দটির স্থলে “নিরীক্ষাকৃত হিসাব বিবরণী” শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে।	“অডিট” শব্দটি বাক্যের ধারাবাহিকতায় অর্থ বহন করে না।
১২।	৭৬(১)	(১) বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোনো ব্যক্তিকে বা কোনো শ্রেণীর ব্যক্তিগণকে কর অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।	নিম্নরূপ প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে- “(১) বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোনো শ্রেণীর আয়কে বা কোনো শ্রেণীর ব্যক্তিগণকে নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য কর অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।”	কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে কর অব্যাহতি দেওয়া সংবিধান পরিপন্থী। তদুপরী নির্ধারিত সময়ের জন্য অব্যাহতি বাঞ্ছনীয়।
১৩।	৭৬(৬)	কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোনো উৎসের আয় বা ব্যক্তির আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে ধারা ৫৫ এর অধীন অননুমোদিত কোন ব্যয়, ক্ষেত্রমত, উক্ত উৎসের আয় বা ব্যক্তির আয় বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত আয়ের উপর নিয়মিত হারে কর প্রদেয় হইবে।	কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোন উৎসের আয় বা ব্যক্তির আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে ধারা ৫৬ এর অধীন বিশেষ ব্যবসায় আয় বা ‘ব্যবসায় হইতে আয়ের বিশেষ ক্ষেত্র’ হিসাবে গণ্য কোন আয়, ক্ষেত্রমত উক্ত উৎসের আয় বা ব্যক্তির আয় বলিয়া গণ্য হবে এবং উক্ত আয়ের উপর নিয়মিত হারে আয়কর প্রদেয় হইবে।	ধারা ৫৬ এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করা সম্ভব।
১৪।	৭৯(ক)	“(ক) ফসল উৎপাদন;”	“(ক) কৃষি হইতে আয়;” প্রতিস্থাপন	এর দ্বারা মৎস্য চাষ, হাঁস মুরগীর খামার এর আওতা বহির্ভূত থেকে গেছে। প্রকৃতপক্ষে সমবায় সমিতিসমূহ ফসল উৎপাদন নয় বরং “মৎস্য চাষ, হাঁস মুরগীর খামার, গবাদী পশুর চাষ” ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকে।
১৫।	৮৯ ও উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধি ৩	(ক) উপ বিধি (১) এর দফা (খ) এর উৎসে কর কর্তনের হার ৭% (খ) উপ বিধি ১ এর দফা (গ) এর ক্রমিক নং ১৩ তে উৎসে কর কর্তনের হার ৩%	ক) ১(খ) তে উৎসে কর কর্তনের হার ৫% নির্ধারণ করা খ) ১(গ) এর ক্রমিক নং ১৩ তে উৎসে কর কর্তনের হার ৩% থেকে প্রথমে ২%, পরে ১% ও পরবর্তীতে প্রত্যাহার করা।	ক) ভিত্তিমূল্যের ভিত্তিতে এই উৎসে কর কর্তিত হয়। এই হার progressive taxation এর ধারার পরিপন্থী। তদুপরী ছোট ছোট ঠিকাদাররা অতিরিক্ত করদায়ে পড়েন। বর্ধিত উৎসে কর পূর্ত কাজের ব্যয় বৃদ্ধি করে যার ফলে জনগণকে বর্ধিত হারে সেবা নিতে হয়।

				খ) উৎসে কর আরোপের ফলে শিল্প উৎপাদনের কাঁচামালের ব্যয় বৃদ্ধি পায়। পশ্চাৎশিল্প এর আরোপের ফলে বিপুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যা শিল্পায়নে ঋণাত্মক প্রভাব ফেলে। ধাপে ধাপে প্রত্যাহার করা যেতে পারে।
১৬।	১০২	আরা ১০২ এর উপ ধারা (১) এর সারণীর ক্রমিক নং ১	ক্রমিক নং ১ হইতে “ট্রাস্ট” শব্দটির বিলোপ।	কিছু “ট্রাস্ট” দাতব্য কাজে নিয়োজিত ক্রমিক নং ১ থেকে তা অপসারণ করা হলে ক্রমিক নং ৩ অনুযায়ী ১০% হারে উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে। উল্লেখ্য ব্যাংক আমানত থেকে “আবগারি শুদ্ধ” আহরণ করা হয়। ব্যাংক সমূহ হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ ফি সহ বিভিন্ন সেবা ফি আহরণ করে থাকে। বেশি হারে উৎসে কর আরোপিত হলে তা সঞ্চয়ের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।
১৭।	১০৯(৩)	“মূল্যায়নযোগ্য আয়” এর পরিবর্তে কর আরোপযোগ্য আয় নাই তাদের বেলায় উপ কর কমিশনার উৎসে আয়কর কর্তন ব্যতীত ভাড়ার আয় প্রদানের আদেশ দিতে পারেন।	“মূল্যায়নযোগ্য আয়” এর পরিবর্তে “কর আরোপযোগ্য আয়” শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে।	মুদ্রণজনিত ত্রুটি সংশোধন
১৮।	১২০	বাণিজ্যিক আমদানীর বেলায় উৎসে কর কর্তনের হার ও শিল্পোৎপাদনের কাঁচামাল ও মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির বেলায় উৎসে কর কর্তন হার	শিল্পের কাঁচামাল ও মূলধনী যন্ত্রপাতির জন্য হ্রাসকৃত হার করা যেতে পারে।	শিল্পের কাঁচামাল ও শিল্প উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় এরূপ মূলধনী যন্ত্রপাতি ও বাণিজ্যিক আমদানির ক্ষেত্রে একই হারে উৎসে আয়কর কর্তন যুক্তিযুক্ত নয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থা সৃষ্টির লক্ষ্যে এই পরিবর্তন প্রয়োজন।
১৯।	১৩২	মূল ধারায় ও শর্তাংশে মোট মালামালের/পরিবহনকৃত মালের উপর ৫%/৩% হারে উৎসে আয়কর সংগ্রহের বিধান আছে।	মূল ধারায় “মোট মালামালের” পরিবর্তে “মালামালের মোট ভাড়ার” শব্দগুলি প্রতিস্থাপন এবং শর্তাংশে “পরিবহনকৃত মালের” শব্দগুলির পর “ভাড়ার” শব্দটি সংযোজন করা যেতে পারে।	অনুবাদ জনিত ত্রুটি সংশোধন।
২০।	১৪০	ভিত্তি মূল্যের সংগা।	চুক্তি মূল্যকে ভিত্তি মূল্য থেকে বাদ দেয়া যেতে পারে।	চুক্তি অনেক সময় একাধিক বছরের জন্য হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে চুক্তিমূল্যকে ভিত্তি মূল্য হিসেবে গণ্য করা যুক্তিযুক্ত নয়।

২১।	১৪১	উৎসে কর কর্তনের বিকল্প গ্রস আয় পদ্ধতি	ধারাটি বিলোপ করা যেতে পারে।	আয়করের মূলনীতি ও উত্তম চর্চার পরিপন্থী।
২২।	১৪২	উৎসে কর সংগ্রহের সাধারণ বিধান।	উপ-ধারা (১) এ PSR না উপস্থাপন করা হলে ৫০% অধিক হারে কর কর্তন করার বিধান। উপ-ধারা (২) এ ব্যাংক এর মাধ্যমে ছাড়া অর্থ পরিশোধ করা হলে ৫০% অধিক হারে আয়কর কর্তন করার বিধান।	ধারা ১৬৬ (২) এ কতিপয় ক্ষেত্রে আয়কর রিটার্ন দাখিল optional করা হয়েছে। ২৬৬(৪) ধারায় বোর্ড কোন ব্যক্তিকে আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিলের অব্যাহতি দিতে পারে। এদের ক্ষেত্রে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিলের ব্যর্থতার জন্য বর্ধিত হারে উৎসে আয়কর কর্তন যুক্তিযুক্ত নয়।
২৩।	১৫০(২)	উৎসে কর্তৃত বা সংগৃহীত কর যে আয়বর্ষে কর্তন বা সংগ্রহ করা হইয়াছে, সেই আয়বর্ষে উক্ত ব্যক্তির করদায় নির্ধারণের ক্ষেত্রে উহার ক্রেডিট প্রদান করা হইবে।	যে আয় বর্ষে কোন আয়ের জন্য করদায় নির্ধারিত হচ্ছে, সেই আয় বর্ষে উক্ত আয় সংশ্লিষ্ট উৎসে কর্তৃত বা সংগৃহীত করের ক্রেডিট প্রদান করা হবে। তবে শর্ত থাকে যে কোন কারণে কোন আয় এর উপর কর দায় নির্ধারণ এবং পরিশোধ পূর্বেই করা হলে এবং উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহ পরে করা হলে, তা ধারা ১৬৩(২) অনুযায়ী ন্যূনতম করের আওতার বহির্ভূত থাকবে এবং অন্য যে কোন কর দায়ের সাথে সমন্বয়যোগ্য হবে বা সমন্বয়ের সুযোগ না থাকলে প্রত্যর্পণ দাবী করা যাবে। এবং ধারা ১৬৩(৩) এ ধারা ১৫০(২) এর বর্ণিত শর্তাধীন ক্ষেত্র ন্যূনতম করের আওতা বহির্ভূত হিসেবে উল্লেখ থাকবে।	বর্তমানে অধিকাংশ উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহ ন্যূনতম আয়করের অধীনে থাকার ফলে করদাতাদের একই আয়ের উপর দুইবার কর প্রদানের সম্ভাবনা থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কোন করদাতা কোন আয়বর্ষে ক্রেতার নিকট থেকে অগ্রীম গ্রহণ করলেন, কিন্তু সেই আয় বর্ষে তার revenue recognized হলো না। ক্রেতা অগ্রীম পরিশোধের সময় উৎসে কর কর্তন করে দেয় এবং তা উক্ত করদাতার ন্যূনতম করদায় হিসেবে গণ্য হয়ে যায়। পরবর্তী বছরে যখন advance থেকে revenue recognized হয়, তখন তার net profit এর উপর নিজের ফান্ড থেকে সম্পূর্ণ কর প্রদান করতে হয়। এতে একই আয়ের উপর দুই বছরে দুইবার কর প্রদানের আশংকা থেকে যায়। এ প্রসঙ্গে আয়কর পরিপত্র ২০২৩-২০২৪ এর উদাহরণ ৪৭ এবং ৪৮ দ্রষ্টব্য। আবার, কোন আয় বর্ষে কোন করদাতার revenue recognized হলো এবং receivable থেকে গেল। উক্ত আয় বর্ষের জন্য করদাতা নিজের ফান্ড থেকে কর প্রদান করলেন। পরবর্তী বছরে ক্রেতা অর্থ পরিশোধ করলেন এবং উৎসে কর কর্তন করলেন। কিন্তু যেহেতু এটা ন্যূনতম কর, তাই উৎসে কর্তিত কর করদাতার জন্য পুনরায় খরচ হিসেবে গণ্য হবে। সুতরাং এভাবেও একই আয়ের উপর দুইবার কর প্রদানের আশংকা থেকে যায়।

				সেজন্য ধারা ১৫০(২) এবং ১৬৩(৩) প্রস্তাবিতভাবে সংস্কার প্রয়োজন।
২৪।	১৫৩(২) এর শর্তাংশ	কোন ব্যক্তি একাধিক মোটরযানের মালিক হলে একের অধিক প্রতিটি যানবাহনের জন্য ৫০% অধিক কর পরিশোধ করবে।	“ব্যক্তি” এর পরিবর্তে “স্বাভাবিক ব্যক্তি” প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে।	“স্বাভাবিক ব্যক্তি” ব্যতীত অন্য ব্যক্তিদের দাপ্তরিক কাজের জন্য একাধিক যানবাহনের প্রয়োজন হয়। তাদের বেলায় এই বিধান প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত নয়।
২৫।	১৬৩ ন্যূনতম কর	১) বর্তমানে ৪০ ধারায় উৎসে কর কর্তন ন্যূনতম কর হিসাবে গণ্য হয় (উপ-ধারা ২(খ)); ২) এই ধারার উপ-ধারা (৪) অনুসারে গ্রস প্রাপ্তির ০.৬০%/০.২৫%/২% /৩%/০.১% ন্যূনতম কর গণ্য হবে।	১) এই ধারাটি ধাপে ধাপে বিলোপ করা যেতে পারে। প্রথম ৪০ টি ধারার মধ্যে ৮৮, ১০২, ১১৭, ১২৮, ১৩২, ১৩৫ ও ১৩৬ ধারাসমূহকে এ ধারার আওতা বহির্ভূত রাখা যেতে পারে। ২) ব্যক্তি সংঘ ও স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা এবং শিল্পোৎপাদন ও রপ্তানি ব্যবসায় নিয়োজিত করদাতাদের এই ন্যূনতম আয়করের আওতা বহির্ভূত করা যেতে পারে।	আয়করের মূলনীতি ও উত্তম চর্চার পরিপন্থী।
২৬।	১৬৭	উত্তরাধিকার সূত্রে বা দানসূত্রে প্রাপ্ত পরিসম্পদের মূল্য পরিসম্পদ ও দায় বিবরণীতে প্রদর্শনের বর্তমানে বিধান নাই।	১৬৭(৬) এর পর নিম্নরূপ নতুন (৬ক) উপ-ধারা সন্নিবেশ করা যাইতে পারে। যথা- (৬ক) যেইক্ষেত্রে কোন স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা দানসূত্রে বা উত্তরাধিকার সূত্রে কোনো পরিসম্পদ অর্জন করিয়াছেন সেইক্ষেত্রে তিন অর্জনের তারিখের বাজারমূল্য উক্ত পরিসম্পদের মূল্য হিসাবে প্রদর্শন করিবেন।	এত কর পরিসম্পদ জনিত সারচার্জ এর ত্রুটি অপসারিত হইবে।
২৭।	১৭০ ক	রিটার্ন দাখিলের প্রাপ্তি স্বীকারপত্র	বিধান নাই	করদাতা আয়কর রিটার্ন দাখিল করলে উপ কর কমিশনার বা তাহার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত আয়কর কর্তৃপক্ষ স্বাক্ষর করতঃ প্রাপ্তিস্বীকার পত্র প্রদান করিবেন এরূপ নতুন বিধান সংযোজন করা যাইতে পারে।

২৮।	১৭৪	<p>(ক) কর দিবসের পরে রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে কর পরিগণনা;</p> <p>(খ) কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের বেলায় কর দিবসের পরে আয়কর রিটার্ন দাখিল করা হলে কর অব্যাহতি সুবিধা বাতিল হয়।</p>	<p>(ক) বিদ্যমান আইনে প্রবাসী ওয়েজ আর্নারদের কর দিবসের পরে রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে বিশেষ বিধান নাই।</p> <p>(খ) কর দিবসের পরে আয়কর রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমাণা ও স্বীকৃত আয়কর দায়ের উপর জরিমানার বিধান আছে।</p> <p>এমতাবস্থায় ধারা ১৭৪ সংশোধন করে কর অব্যাহতি বাতিল এর অংশটুকু এই ধারা থেকে বাদ দেয়া যেতে পারে।</p>	<p>ক) সূত্রের (খ) এর দফা (অ) এর পর নিম্নরূপ শর্তাংশ সন্নিবেশ করা যেতে পারেঃ</p> <p>তবে শর্ত থাকে যে, ষষ্ঠ তফসিল, অংশ-১, এর অনুচ্ছেদ (১৭) এর ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না;</p> <p>খ) আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় এর সাথে কর অব্যাহতির প্রাপ্যতা যুক্ত করা সঠিক নয়।</p>
২৯।	১৮২	<p>অডিটের কার্যক্রম আইনে বিস্তারিতভাবে আনা হয়েছে।</p>	<p>অডিটের কার্যক্রমসমূহ আইনে না এনে তা বিধিতে আনা যেতে পারে। সকল করদাতাদের অডিট একই পদ্ধতিতে না এনে তা বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র করদাতাদের জন্য এই রাখাও যুক্তিসঙ্গত নয়। ১৮০ ধারাটি নিম্নরূপ প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে। ১৮২ ধারা অনুযায়ী অডিট-</p> <p>১) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড দাখিলকৃত রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন অডিট এর জন্য criteria নির্ধারণ করিবে।</p> <p>২) criteria অনুযায়ী ডিজিটাল ভিত্তিতে রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন অডিটের জন্য নির্বাচন করিবে।</p> <p>৩) অতঃপর নির্বাচিত রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্নের তালিকা উপ কর কমিশনারের নিকট অডিটের জন্য প্রেরণ করিবে।</p>	<p>সকল শ্রেণীর বা সকল আয় শ্রেণীর একই পদ্ধতির অডিট কাজিত নয়। যুক্তিসঙ্গত বা বাস্তব ভিত্তিক নয়, এই বিষয়টি সরলীকরণ করা হলে একদিকে তাহা করদাতা বান্ধব হবে অন্যদিকে হয়রানি হ্রাস পাবে।</p>

			<p>৪) উপ কর কমিশনার অডিট সম্পন্ন করিয়া ক্ষেত্রমতে ১৮৩ বা ১৮৪ ধারায় কর নির্ধারণ সম্পন্ন করিবে।</p> <p>৫) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রয়োজনবোধে কোন শ্রেণীর বা কোন আয় শ্রেণীর অডিট সম্পাদনের জন্য পদ্ধতি নির্ধারণের জন্য বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।</p>	
৩০।	প্রথম তফসিল অংশ ৩	বাড়ী/ফ্ল্যাট/এপার্টমেন্ট, সিকিউরিটি, ব্যাংক আমানত বা অন্যান্য অপ্রদর্শিত পরিসম্পদে বিনিয়োগ ১৫% আয়কর প্রদান সাপেক্ষে এমনকি অন্যান্য আইনেও ব্যাখ্যা হতে অব্যাহতি।	প্রথম তফসিল অংশ ৩ বিলোপ করা যেতে পারে।	অপ্রদর্শিত বিনিয়োগ প্রদর্শনের সুযোগ প্রদান, ন্যায় নীতির পরিপন্থী এবং সং করদাতাদের জন্য ঋণাত্মক বার্তা প্রদান করে।
৩১।	অংশ-৭ এর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়	এই দুইটি অধ্যায়ে উৎসে আয়কর সংগ্রহের ৫৪টি ধারা আছে। উৎসে কর্তনের বিভিন্ন হার ০.০৫% থেকে ৩০% আছে। সড়ক যানবাহন ও নৌ-যানের জন্য ক্যাপাসিটির ভিত্তিতে উৎসে কর সংগ্রহের হার আছে।	<p>ক) সমগ্র অধ্যায় পর্যালোচনাপূর্বক যুক্তিসঙ্গত হার নির্ধারণ করা যেতে পারে। প্রয়োজনবোধে এ বিষয়ে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করা যেতে পারে।</p> <p>খ) বাৎসরিক ৫ কোটি টাকার কম রাজস্ব সংগৃহীত হয়েছে এইসব উৎসে কর সংগ্রহের ধারা বিলোপ করা যেতে পারে।</p> <p>গ) ১০৫ ধারায় স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল বা গ্রাচুইটি তহবিলের সংশ্লিষ্টপত্রের সুদেও উৎসে কর কর্তন থেকে অব্যাহতি দেয়া যেতে পারে।</p>	উৎসে কর কর্তন যৌক্তিক পর্যায়ে আনা যুক্তিসূক্ত।
৩২।	ষষ্ঠ তফসিল, অংশ-১ এর অনুচ্ছেদ-২০	অনুচ্ছেদ-২০ এর উপ-অনুচ্ছেদ (খ) এর দফা (অ) তে কেবলমাত্র চাষাবাদ আয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	অনুচ্ছেদ-২০ এর উপ-অনুচ্ছেদ (খ) এর দফা (অ) এর পর নিম্নরূপ দফা (অঅ) সন্নিবেশ করা যেতে পারে, যথাঃ- “(অঅ) মৎস্য চাষ ও হাঁস মুরগীর খামার হইতে উদ্ভূত আয়।”	মৎস্য চাষ ও হাঁস মুরগীর খামারকে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রদত্ত সুবিধা প্রত্যাহারের প্রেক্ষিতে এই সংশোধন প্রয়োজন।

৭: ঘ: ৮। আয়কর বিষয়ক প্রেক্ষাপট ও সুপারিশঃ

- ১.১ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে সংগৃহীত আয়কর রাজস্ব ৭৫,৩৪২ কোটি টাকা থেকে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ১,২১,৯৭৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। গড়ে প্রতি বছরের প্রবৃদ্ধি ১৫.২৩%। তবে এই সময়ে আয়কর রাজস্ব : জিডিপি হারে স্থবিরতা লক্ষ্য করা যায় ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে এ হার ছিল ২.৪১%।
- ১.২ বিগত বৎসর গুলিতে আয়করের আওতার বিস্তৃতিতে অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। ৩০/০৬/২০২১ তারিখে নিবন্ধিত স্বাভাবিক ব্যক্তি আয়কর দাতার সংখ্যা ৬১,৬৬,০২৫ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩০/০৬/২০২৪ তারিখে ১,০১,৫৮,৯১৪ তে দাঁড়ায়। কোম্পানী আয় করদাতার সংখ্যা ৩০/০৬/২০২১ তারিখে ১,৫৪,৪১৮ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩০/০৬/২০২৪ তারিখে ১,৮২,৯২২ তে দাঁড়ায়।
- ১.৩ আয়কর রিটার্ন দাখিলের সংখ্যায়ও বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। ২০২০-২১ অর্থ বছরে দাখিলকৃত ব্যক্তি শ্রেণীর আয়কর রিটার্নের সংখ্যা ৩১,৯৬,১৩১ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ৬৫,১৮,০১৯ এ দাঁড়ায়। অন্যদিকে দাখিলকৃত কোম্পানী আয়কর রিটার্নের সংখ্যা ২০২০-২১ অর্থ বছরে ৩৫,০৩৫ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ৬৩,৩১৬ তে দাঁড়ায়। নিবন্ধিত আয়কর দাতাদের আয়কর রিটার্ন দাখিলের হার বৃদ্ধি পেলেও এখনও বিপুল সংখ্যক করদাতা আয়কর রিটার্ন দাখিল থেকে বিরত আছে।
- ১.৪ ব্যক্তি শ্রেণীর আয় করদাতাদের বিদ্যমান ৬ স্তরের আয়করের হার ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৭ স্তর করা হয়েছে। করমুক্ত আয়ের সীমা ৩,৫০,০০০/- টাকায় অপরিবর্তিত থাকলেও ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের জন্য সর্বোচ্চ আয়করের হার ২৫% থেকে ৩০% এ বাড়ানো হয়েছে। ব্যক্তি শ্রেণীর আয়করের হার ১ বা ২ বছরের পরিবর্তে ৫ বছরের জন্য নির্ধারণ করার সুপারিশ করা হচ্ছে যা কর পরিকল্পনা ও বিনিয়োগের সিদ্ধান্তের জন্য সহায়ক হবে। করমুক্ত আয়ের সীমা মূল্যস্ফীতির হারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে বিন্যস্ত করার সুপারিশ করা হচ্ছে। সেই সাথে ব্যক্তি শ্রেণীর নির্ধারিত করদাতাদের ছুল প্রাপ্তির উপর নির্ধারিত হারের ন্যূনতম আয়কর আরোপ বিলোপের সুপারিশ করা হচ্ছে।
- ১.৫ বর্তমান ব্যবস্থায় ১০টি কর্পোরেট আয়করের হার আছে (পরিশিষ্ট ২ দ্রষ্টব্য), যা আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তদুপরি ব্যাংকিং চ্যানেলে লেনদেন করা হলে বা না করা হলে ভিন্ন আয়করের হার আরোপযোগ্য। কর্পোরেট আয়করের হারের সংখ্যা কমিয়ে আনার সুপারিশ করা হচ্ছে। প্রয়োজনবোধে নিরুক্তসাহিত খাতের জন্য সারচার্জ আরোপ করার সুপারিশ করা হচ্ছে।
- ১.৬ সম্পদ করের বিকল্প ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতাদের উপর সারচার্জ আরোপ অব্যাহত রাখার সুপারিশ করা হচ্ছে।
- ১.৭ উৎসে আয়করের ব্যক্তি অতি বিস্তৃত। উৎসে আয়করের হার বহুবিধ, ব্যাংকিং চ্যানেলে অর্থ পরিশোধ করা না হলে হার ৫০% বৃদ্ধির বিধান আছে। অন্যদিকে অর্থ গ্রহণকারীর আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিল করা না হলে আরো ৫০% হারে আয়কর কর্তন হয়। আয়কর কর্তন হারের কোন ভিত্তি পাওয়া যায় না। এতে করে ব্যবসায় ব্যয় বেড়ে যায়। ৬৮টি খাত থেকে উৎসে আয়কর সংগৃহীত হলেও প্রধানতঃ ৩টি খাত থেকে ৫০% আয়কর রাজস্ব

সংগৃহীত হয় (আমদানি, ঠিকাদার/সরবরাহকারী ও ব্যাংক আমানতের সুদ)। কয়েকটি খাত থেকে উৎসে আয়কর সংগ্রহের পরিমাণ খুব নগণ্য। এ বিষয়ে সুপারিশ নিম্নরূপঃ

- (ক) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে এ সম্পর্কিত সমীক্ষা পরিচালনা করে যুক্তিসঙ্গত উৎসে আয় করের হার নির্ধারণ করা;
- (খ) ছোট ছোট কম রাজস্ব আহরণকারী খাতকে উৎসে আয়করের আওতা বহির্ভূত করা; এবং
- (গ) প্রাথমিকভাবে নগদ লেনদেন ও আয়কর রিটার্ন দাখিল না করার কারণে বর্ধিত হারে উৎসে আয়কর সংগ্রহের বিধান বিলুপ্ত করা। প্রয়োজনবোধে আডিটকালে বিষয়টি যাচাই করা যেতে পারে।

১.৮। আয়কর আইন, ২০২৩ এর ১৬৩ ধারায় নূন্যতম আয়করের বিধান আছে। এই বিধান অনুসারে লাভ লোকসান নির্বিশেষে স্থূল প্রাপ্তির উপর শতাংশ হারে নূন্যতম কর দিতে হয়। আবার ৪০টি উৎসে আয়করের ক্ষেত্রে উৎসে সংগৃহীত আয়কর নূন্যতম আয়কর হিসাবে আরোপিত হয়। এই ধারণা আয়করের মূলনীতির পরিপন্থী। প্রাথমিকভাবে ব্যক্তি সংঘ ও স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা এবং শিল্পোৎপাদন ও রপ্তানি ব্যবসায় নিয়োজিত করদাতাদের এই নূন্যতম আয়করের আওতামুক্ত করে এর প্রভাব পর্যালোচনা করা যেতে পারে। একই সাথে ৪০টি ধারার মধ্যে ০৭টি ধারাকে (ধারা ৮৮, ১০২, ১১৭, ১২৮, ১৩২, ১৩৫, ও ১৩৯) রেখে বাকী ৩৩ টি ধারাকে আওতার বাইরে আনা যায়। পরবর্তীতে ধাপে ধাপে এই বিধানটি বিলুপ্ত করার সুপারিশ করা হচ্ছে।

১.৯। আয়কর অব্যাহতির ফলে রাজস্বের ভিত্তি সংকুচিত হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সমীক্ষায় দেখা যায় ২০২১-২২ অর্থ বছরে প্রত্যক্ষ করে রাজস্ব অব্যাহতি জনিত হারানো রাজস্বের প্রাক্কলন ১,১৫,০৫৬ কোটি টাকা। বিদ্যমান আয়কর আইনের ধারা ৭৬ এর আওতায় একজন সুনির্দিষ্ট করদাতাকে আয়কর অব্যাহতি দেয়া যায়। এ বিধানের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে। বিদ্যমান আয়কর আইনের ষষ্ঠ তফসীল ও বিভিন্ন সরকারী প্রজ্ঞাপনে অব্যাহতি দেয়া আছে। মৎস্য চাষসহ কিছু কিছু কর অব্যাহতির অপব্যবহারের অভিযোগ পাওয়া যায়। সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ভিত্তিক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে, জাতীয় প্রয়োজনে, সীমিত আকারে আয়কর অব্যাহতির বিধান করে অব্যাহতির ব্যবস্থাপনা ও নীতিমালা পুনর্বিদ্যায়ন করে ধারার বিধানটি সংশোধন করার সুপারিশ করা হচ্ছে। বিশেষ করে মৎস্য চাষ ও হাঁস-মুরগীর খামারকে প্রদত্ত আয়কর অব্যাহতি সংক্রান্ত এস.আর.ও নং ১৫৭-আইন/আয়কর/২০২২, তারিখঃ ০১/০৬/২০২২ বাতিল করার সুপারিশ করা হচ্ছে।

১.১০ প্রথম তফসিল অংশ ৩ এ কতিপয় বিনিয়োগকে (যেমনঃ বাড়ী/ফ্ল্যাট/এপার্টমেন্ট, সিকিউরিটি, ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ অথবা অন্য কোন পরিসম্পদ) নির্ধারিত হারে আয়কর প্রদান সাপেক্ষে আয়কর আইন এমনকি অন্য আইনে প্রশ্ন উত্থাপন হতে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। যা বৈষম্যমূলক এবং নৈতিকভাবে সমর্থযোগ্য নয়। অপ্রদর্শিত বিনিয়োগ (undisclosed investment) প্রদর্শনের সুযোগ প্রদান সংক্রান্ত আয়কর আইন, ২০২৩ এর প্রথম তফসিল অংশ ৩ বিলোপ করার সুপারিশ করা হচ্ছে।

- ১.১১ ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতাদের অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিলের সংখ্যা বাড়ছে। তবে আরও কিছু সময় Paper আয়কর রিটার্ন অব্যাহত রাখা প্রয়োজন হতে পারে। সেক্ষেত্রে করদাতাদের আয়কর রিটার্ন ডিজিটাল রূপান্তরের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কোম্পানী শ্রেণীর করদাতাদের আয়কর রিটার্ন অনলাইনে দাখিল সংক্রান্ত প্রযুক্তিগত বিষয়টি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। কর্পোরেট আয়কর দাতাদের অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রযুক্তিগত দিক দ্রুত সম্পন্ন করার সুপারিশ করা হচ্ছে।
- ১.১২ আয়কর রিটার্নের বিদ্যমান জটিল অডিট পদ্ধতি সকল করদাতার জন্য একই করা হয়েছে, যা যুক্তিযুক্ত নয়। ছোট, মাঝারি ও বড় করদাতাদের জন্য বা আয়কর শ্রেণীর প্রয়োজন অনুযায়ী অডিট এর ব্যাপ্তি flexible রেখে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ১৮২ ধারার বর্তমান বিধান সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে অডিট ব্যবস্থাপনা টেলে সাজানোর সুপারিশ করা হচ্ছে। অডিটে স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যে একটি ডিজিটাল তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলারও সুপারিশ করা হচ্ছে।
- ১.১৩ ছোট করদাতাদের পরিপালন বাড়ানো এবং কর বিস্তারে সহায়তার জন্য ধারণাগত কর (presumptive tax) প্রচলন করার সুপারিশ করা হচ্ছে।
- ১.১৪ জ্বল মুনাফা (gross profit) ভিত্তিক ব্যবসার আয় নিরূপনের ধারণা বাস্তব সম্মত নয়। এ ধারণা থেকে সরে আসার জন্য সুপারিশ করা হচ্ছে।
- ১.১৫ কর অবকাশপ্রাপ্ত আয়ের বেলায় কর দিবসের পরে আয়কর রিটার্ন দাখিল করা হলে কর অবকাশ সুবিধা বাতিলের বিধান বিলোপ করে এ সংক্রান্ত আয়কর আইন, ২০২৩ এর ১৭৪ ধারা সংশোধনের সুপারিশ করা হচ্ছে।
- ১.১৬ আয়কর আরোপ ও পরিগণনা বহুমাত্রিক তথ্যের ভিত্তিতে করা হয় বিধায় এর হিসাব জটিল। ফলে তথ্য প্রযুক্তির algorithm এর নকশা তৈরীতে সমস্যা সৃষ্টি করছে। আয়কর পরিগণনায় তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে আয়কর পরিগণনা সরলীকরণের সুপারিশ করা হচ্ছে।
- ১.১৭ আয়কর কার্যক্রমের কিছু কিছু ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করা হলেও সামগ্রিক কার্যক্রম সমূহকে তথ্য প্রযুক্তির আওতায় এখনও আনা যায়নি। আয়কর, শুল্ক এবং মূসক অনুবিভাগের সাথে আন্তঃ তথ্য বিনিময়ের কোন কার্যক্রম গড়ে তোলা হয়নি। সংশ্লিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক অংশীজনদের সংগে তথ্য বিনিময়ের কোন কাঠামো গড়ে ওঠেনি। তথ্য প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার ছাড়া কার্যকরভাবে কর ফাঁকি রোধ করা দূরূহ। ফলে তথ্য প্রযুক্তির কাজিত সুফল এখনও পাওয়া যায়নি। আয়কর সংক্রান্ত সামগ্রিক কার্যক্রম তথ্য প্রযুক্তির আওতায় আনার সুপারিশ করা হচ্ছে। এজন্য প্রয়োজনীয় জনবল প্রশিক্ষণের কার্যক্রম গ্রহণের সুপারিশ করা হচ্ছে। এ সম্পর্কিত একটি ভিন্ন অধ্যায় (অধ্যায় ৪) সংযুক্ত আছে।
- ১.১৮ গতানুগতিক আয়কর অফিসের কাঠামোতে দুর্বলতা চিহ্নিত হওয়ায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড মডেল আয়কর ইউনিট হিসেবে ফাংশনাল ভিত্তিতে বৃহৎ করদাতা ইউনিট স্থাপন করে। এর ফলাফল সন্তোষজনক হলে তা ক্রমান্বয়ে অন্যান্য অফিসও ঐ মডেলের আলোকে রূপান্তরের পরিকল্পনা করে। কিন্তু পরবর্তীতে এই মডেল সম্প্রসারণের আর কোন কার্যক্রম নেয়া হয়নি।

যদিও করদাতা জরিপে ঐ মডেলের ইতবাচক মতামত পাওয়া যায়। সামগ্রিক আয়কর অফিসসমূহের কাঠামোকে এই আদলে ধাপে ধাপে সংস্কারের সুপারিশ করা হচ্ছে।

১.১৯। উপরোক্ত সুপারিশসমূহের মধ্যে কতিপয় ক্ষেত্রে আয়কর আইনের পরিবর্তন প্রয়োজন হবে। আয়কর আইনের এসব প্রস্তাবিত পরিবর্তন পরিশিষ্ট-১ এ সংযোজন করা হলো।

৭: ৬ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ডিজিটাল রূপান্তরে অত্যাৱশ্যকীয় করনীয় বিষয়:

৭:৬:১ঃ রাজস্ব আহরণ গতিশীল, নিরাপদ ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে আইসিটি সংক্রান্ত করণীয়:

- (ক) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তিনটি অনুবিভাগের মধ্যে Real Time চাহিদা মোতাবেক তথ্যের আদান প্রদান নিশ্চিত করা;
- (খ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বাইরে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা (ব্যাংক, কর্তনকারী সকল কর্তৃপক্ষ, ভূমি মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ, মালামাল খালাস এর জন্য ছাড়পত্র প্রদানকারী সকল সংস্থা, সিটি কর্পোরেশন, বিভিন্ন উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, REHAB, Institute of Chartered Accountants, মেগা প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ইত্যাদি) এর সাথে API এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ডাটা আদান প্রদানের ব্যবস্থা করা ;
- (গ) সকল করদাতার রিটার্ন অনলাইনে গ্রহণ করা;
- (ঘ) ICT Infrastructure Management সংক্রান্ত কার্যক্রম Cloud Service (Platform as a service) এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা;
- (ঙ) সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে অচও এর মাধ্যমে করদাতার সকল ধরনের আয়ের তথ্য, উৎসে কর্তনের পরিমাণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিটার্ন সিস্টেমের সাথে Auto Populate করা যাতে করে তথ্যের সত্যতা জবধষ ঞরসব এ যাচাই হয়ে যায়;
- (চ) eTDS System পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়ন করা;
- (ছ) করনেট বৃদ্ধি ও সঠিক পরিমাণ রাজস্ব আহরণের স্বার্থে পর্যায়ক্রমে সকল প্রকার Financial Transaction এর তথ্য উৎসধনধংব এ ধারণ করা;
- জ) সকল প্রকার SRO, সাধারণ আদেশ, বিশেষ আদেশ, বাজেটের সিডিউল সংক্রান্ত Database তৈরিকরণ। অনেক সময় পূর্বের SRO পাওয়া যায় না, কোন SRO বাতিল হয়েছে, কোনগুলি চলমান রয়েছে তা বর্তমান অবস্থায় জানাটা অনেক ক্ষেত্রেই দূরূহ ব্যাপার; এ সংক্রান্ত সমন্বয়হীনতা পরিহার করে সমন্বিত ব্যবস্থাপনায় আনা;
- (ঝ) নিয়মিত System Audit পরিচালনা করা;
- (ঞ) একটি সমন্বিত মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা (HRM Software) তৈরি করা;

- (ট) Revenue Forecasting, রাজস্ব ফাঁকি প্রতিরোধ, রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও রাজস্ব আহরণ সংক্রান্ত অন্যান্য কাজে BI (Business Intelligence), কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence), Block Chain, ML (Machine Learning) প্রযুক্তির ব্যবহার করা;
- (ঠ) Cyber Security নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে Data Security এবং Data Consistency নিশ্চিত করা;
- (ড) BPR (Business Process Re-engineering) ও উদ্ভাবনীর মাধ্যমে নিরন্তরভাবে System এর উন্নতি সাধন করা;
- (ঢ) ICT এর মত দ্রুত পরিবর্তনশীল বিষয়ের সাথে খাপ খাওয়াতে প্রশিক্ষণ নীতিমালা প্রণয়ন করা;
- (ণ) Classification এবং Valuation এর সুবিধার্থে শুল্ক মূল্যায়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে Valuation Database তৈরি করা এবং ASYCUDA World এর সাথে API এর মাধ্যমে Real Time Connectivity স্থাপন করা;
- (ত) H.S. Code এবং বিভিন্ন Product Code এর মধ্যে Mapping করা;
- (থ) কাস্টম হাউজগুলিতে C&F Agent এবং আমদানি রপ্তানিকারকদের তৎপরতা কমানোর জন্য Proforma Invoice, Packing List, LC ইত্যাদি Digitalization এর আওতায় নিয়ে আসা;

৭: ৬:২ঃ Comprehensive Automation বাস্তবায়নের সুপারিশসমূহ:

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের Comprehensive Automation কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত উদ্যোগসমূহের মধ্যেকতিপয় গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গহণ করার সুপারিশ করা হচ্ছে:

- (১) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও এর আওতাধীন অফিস সংশ্লিষ্ট সেবাসমূহকে Homogeneous Technology ব্যবহারের মাধ্যমে আধুনিক ডিজিটাল সিস্টেমে রূপান্তর করা;
- (২) Interoperability GatewayI API Hub/Gateway-এর মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও অংশীজনদের সকল ডিজিটাল সিস্টেমকে কেন্দ্রীয় ডেটা-ওয়্যারহাউস (ক্লাউড)-এর সাথে সংযুক্ত করে ডেটা এনালাইসিস টুলস ব্যবহার করে রাজস্ব আহরণ, ফাঁকি, এসংক্রান্ত ঝুঁকি ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং তা প্রতিকারের উপায় বের করা এবং প্রকৃত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা;

- (৩) রাজস্ব বোর্ড ও অংশীজনের সিস্টেম হতে প্রাপ্ত তথ্যের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিতের লক্ষ্যে Computer Incident Response Team (CIRT), Security Operations Center (SOC), Network Operations Center (NOC), Digital Forensic Lab স্থাপন করা;
- (৪) প্রতিটি নাগরিক/প্রতিষ্ঠানের জন্য ইউনিক আইডি প্রোফাইলিং ব্যবস্থাপনা প্রস্তুত করা;
- (৫) আয়কর, মূসক, কাস্টমস অনুবিভাগের কার্যক্রমকে অটোমেশন ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সিস্টেমের সঙ্গে আন্তঃসংযোগ স্থাপন করার লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জন্য প্রয়োজনীয় আইসিটি জনবল নিয়োগপূর্বক যথাক্রমে আইসিটি সেল (আয়কর), আইসিটি সেল (মূসক), আইসিটি সেল (কাস্টমস) গঠন করা;
- (৬) জাতীয় রাজস্ব আহরণের সাথে সংশ্লিষ্ট বিশেষায়িত আইটি সিস্টেমসমূহকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জন্য একটি মেধা ও দক্ষতা ভিত্তিক ICT Recruitment Rules প্রণয়ন করা;
- (৭) আইসিটি প্রকল্পসমূহের সফল বাস্তবায়ন ও টেকনোলজি ট্রান্সফারের মাধ্যমে টেকসই করার লক্ষ্যে প্রকল্পের শুরু থেকেই প্রকল্পের মূল কাজের সাথে আইসিটি কর্মকর্তাগণকে সম্পৃক্ত রাখা এবং ফাংশনাল জনবলের পদ বিন্যাসের অনুরূপ আইসিটি কর্মকর্তাগণের প্রাধিকার ভিত্তিক Project Director (PD), Deputy Project Director (DPD), Assistant Project Director (APD) ইত্যাদি পদ তৈরি করা; এবং
- (৮) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের “আইসিটি ও সাইবার সিকিউরিটি নীতিমালা” প্রণয়নের মাধ্যমে সিস্টেমসমূহের Data Protection, Data Security, Data Integrity, ইউজার ম্যানেজমেন্ট, সিস্টেমের যথাযথ ব্যবহার, সিস্টেম অডিট ইত্যাদি নিশ্চিত করা এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল তথ্য-প্রযুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ প্রশিক্ষণ নীতিমালা প্রণয়ন করা।

৭:৬:৩ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ডিজিটাল রূপান্তর/অটোমেশন বিষয়ে পরামর্শক কমিটির কতিপয় পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিদ্যমান ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতাসমূহ সনাক্তকরণকালে দেখা গেছে যে, ইতোপূর্বেকার অটোমেশন সংক্রান্ত বিক্ষিপ্ত প্রকল্পগুলো কাস্টমস, ভ্যাট ও আয়কর- এ তিন বিভাগওয়ারী আলাদাভাবে দাতা সংস্থার অর্থ বিনিয়োগ শর্ত মোতাবেক বিদেশী বিশেষজ্ঞ এবং বিদেশী ভেভরের দ্বারা বাস্তবায়ন করার কারণে প্রায় ক্ষেত্রেই তা অসমাপ্ত রয়ে গেছে কিংবা কাজিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌছতে পারে নাই। কমিটি যে ধরনের জাতীয় প্রকল্পের প্রস্তাব বা সুপারিশ করেছে তা বাস্তবায়নে দাতাসংস্থার অর্থায়ন প্রয়োজন হতে পারে। তবে সে অর্থায়নে তাদের শর্ত মোতাবেক বিদেশী বিশেষজ্ঞ এবং বিদেশী ভেভর দ্বারা করতে গেলে ফলাফল একই ধরনের হওয়ার আশংকা থেকে যাবে এবং যে comprehensive অটোমেশন এর লক্ষ্য তা অর্জিত হবে না বা অর্জনে বহুবিধ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, দূর এবং নিকট প্রতিবেশী দেশ ও অর্থনীতিতে সামগ্রিক অটোমেশন (comprehensive) কার্যক্রমে স্ব-স্ব দেশের বিশেষজ্ঞ (consultant) এবং স্থানীয় IT কোম্পানীগুলোর দ্বারা সফলভাবে সম্পাদিত হয়েছে। বাংলাদেশে

বেশ কিছুদিন যাবৎ উপযুক্ত বিশেষজ্ঞ ও IT ভেড্ডর প্রতিষ্ঠান ছিল না বা গড়ে ওঠেনি; যার দরুণ দাতাসংস্থা বিদেশী বিশেষজ্ঞ বা ভেড্ডরের উপর নির্ভরশীলতার শর্ত দিয়ে আসছিলেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিদেশী ভেড্ডরগণ বাংলাদেশের রাজস্ব সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত পরীক্ষা ও পর্যালোচনার নামে বা **programming** এর নামে নিয়ে বিদেশে চলে গিয়েছে, কাজ সমাপ্ত করেনি। বিদেশী বিশেষজ্ঞ ভেড্ডর পরবর্তী প্রয়োজনীয় মূহুর্তে পাওয়া যায়নি এবং দাতাসংস্থার কর্তৃত্বে তাদের পুনঃনিয়োগে নতুন করে অর্থ ব্যয়ের ঝুঁকি তৈরী হয়েছে। যা দাতা সংস্থার নিকট থেকে ঋণ নিয়ে মেটানোর উপায় হিসেবে এসেছে। এটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং এর তথ্য উপাত্ত ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বেশ বিড়াম্বনাদায়ক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। কমিটি দেশীয় বিশেষজ্ঞ এবং স্থানীয় IT কোম্পানী সরবরাহকারীদের লভ্যতা, দক্ষতা ও সক্ষমতা সম্পর্কে বেশ খোঁজ খবর নিয়েছে। এ ব্যাপারে ইআবওবা সহ সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও বুয়েট এর বিশেষজ্ঞদের সাথে মত বিনিময় করেছে। তাতে কমিটি এই সুপারিশ রাখতে আগ্রহী যে, দেশের জন্য টেকসই ও কার্যকর অটোমেশনের উদ্যোগ গ্রহণ এবং লাগসই প্রযুক্তি দেশ থেকেই সংগ্রহ করা সম্ভব। দাতাসংস্থার কাছ থেকে এ ব্যাপারে টেকনিক্যাল সহযোগীতা বা হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার ক্রয়/সংগ্রহ উপলক্ষ্যে ঋণ নেয়া যেতে পারে। জাতীয় স্বার্থে স্থানীয় বিশেষজ্ঞ এবং ভেড্ডর নিয়োগে আর্থিক বিনিয়োগ সক্ষমতা বাংলাদেশ সরকারের জন্য অর্জন বা গ্রহণ করা সমীচীন হবে। আগামী ৩/৪ বছর সময়সীমা বেঁধে দিয়ে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (পরম্পর প্রযুক্ত গোটা ব্যবস্থাপনা) অর্জনে সরকারের দৃঢ় চিন্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আবশ্যিক হবে।

৮। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আমূল সংস্কার তথা আধুনিকায়নের লক্ষ্যে উপরের অনুচ্ছেদ ৩ হতে ৬ এ উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরণে প্রণীত আলোচ্য চূড়ান্ত প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ ৭ এ প্রস্তাবিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে করণীয় :

দেশের ব্যবসা, বিনিয়োগ ও রাজস্ব আয় বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস, ন্যায় ভিত্তিক আধুনিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বেশি প্রভাব সৃষ্টিকারী জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে আমূল সংস্কারপূর্বক আধুনিকায়নের লক্ষ্যে এ প্রতিবেদনে প্রদত্ত সুপারিশ/প্রস্তাবাবলী বাস্তবায়নপূর্বক কাজিত ফলাফল পেতে হলে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে :

- ক) সংশ্লিষ্ট অংশীজন, সুশীল সমাজ, বিশেষজ্ঞ ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার সুপারিশের ভিত্তিতে এবং আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার সাথে সঙ্গতি রেখে প্রণীত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সংক্রান্ত আলোচ্য প্রতিবেদন তথা এর সুপারিশের উপর দেশের রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ, অর্থ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য অংশীজন তথা ব্যবসায়ী ও সুশীল সমাজ, মিডিয়া কর্তৃপক্ষ প্রভৃতিকে দৃঢ় ও অব্যাহত সমর্থন দিতে হবে।
- খ) যেহেতু সংস্কার প্রস্তাবগুলো প্রধানত রাজস্ব নীতি প্রনয়ন ও উক্ত নীতির বাস্তবায়ন এবং সে লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি সংশ্লিষ্ট এবং উক্ত উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে দুভাগে বিভক্ত করে আধ্যাদেশ জারী করা হয়েছে, যেহেতু উক্ত গৃহীত ব্যবস্থার কতিপয় বিষয়ে অংশীজনদের মধ্যে মতদ্বৈততা আছে- যার নিস্পত্তি দরকার। সেহেতু উক্তরাজস্ব নীতি প্রনয়ন বিভাগ ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগ- এ দু'ভাগে বিভক্তিকরণ সংক্রান্ত মতদ্বৈততা সবকিছুর আগে আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার আলোকে নিস্পত্তি করে যোগ্য নেতৃত্ব ও কর্মকর্তার সমন্বয়ে কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

- গ) যে সব প্রস্তাব/সুপারিশ বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনপূর্বক চূড়ান্ত করতে প্রস্তাব করা হয়েছে- সেগুলোকে সেভাবে নিষ্পত্তি করতে হবে। এ লক্ষ্যে এসব বিষয়ে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ, দক্ষ, অভিজ্ঞ, নিষ্ঠাবান নেতৃত্ব ও একই গুণে গুণান্বিত অংশীজন সমন্বয়ে একটি পেশাদারী কমিটি গঠনপূর্বক রাজস্ব নীতি প্রনয়ন বিভাগের মাধ্যমে এসব বিষয় যেমন- আমদানী পর্যায়ের শুল্ক কর এর সংখ্যা ও হার, সম্পূরক শুল্ক এর সংখ্যা ও হার প্রস্তাব মতে যৌক্তিকিকরণসহ কাস্টমস আইন ২০২৩, আয়কর আইন ২০২৩ ও মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২এর বিধি বিধান আলোচ্য প্রতিবেদনে প্রদত্ত সুপারিশ মোতাবেক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সময়াবদ্ধ পরিকল্পনায় হালনাগাদ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে।
- ঘ) এসব প্রস্তাব/সুপারিশ পর্যাণ্ট আর্থিক বিনিয়োগ, সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা, যোগ্য নেতৃত্ব ও দক্ষ Change Management Team এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে। সে লক্ষ্যে উক্ত সুপারিশসমূহ অগ্রাধিকার ও বাস্তবায়ন সময় ভিত্তিতে পুনর্বিদ্যাস করতে হবে। উপরের (গ) তে উল্লিখিত রাজস্ব নীতি সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলো ব্যতীত এ প্রতিবেদনের অপরাপর প্রস্তাবগুলো উপরের (খ) তে বর্ণিত প্রস্তাব মতে গঠিত ও প্রতিষ্ঠিত রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগকে বাস্তবায়ন করতে হবে বিধায় উক্ত বিভাগেও এসব প্রস্তাবাবলী বিষয়ে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় দক্ষ ও নিষ্ঠাবান নেতৃত্বে, অনুরূপ যোগ্যতায় সমৃদ্ধ কর্মকর্তা, অংশীজন (ব্যবসায়ী সমাজ, সুশীল সমাজ) প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করতে হবে। এ কমিটি উক্ত সংস্কার প্রস্তাবগুলো ভালো করে যাচাই করে আগামী ৩-৪ বছর মেয়াদে সফল বাস্তবায়নার্থে অগ্রাধিকার, ব্যয় বিনিয়োগ ভিত্তিক সময়াবদ্ধ ও বাস্তবায়নকারী সম্বলিত কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন করবে। এসব কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবে বাস্তবায়নের জন্য যোগ্য, দক্ষ ও নিষ্ঠাবান কর্মী/মানব সম্পদ নিয়োগ, প্রকৃত বাস্তবায়ন কাজ নির্ধারিত সময় ভিত্তিতে সম্পন্ন করা, বাস্তবায়ন পর্যায়ের সমস্যা চিহ্নিত করে তার সমাধান করা, বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা ইত্যাদি কাজও এ কমিটি করবে। কমিটির কাজে সাহায্যের জন্য বিভিন্ন খাতে যেমন আইটি/অটোমেশন, ভৌতিক অবকাঠামো, স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং সিস্টেম (SOP) প্রনয়ন, সংস্কার গ্রহণ ও বাস্তবায়নে অংশীজনের সম্পৃক্ততা ও সমর্থন প্রাপ্তি/নিশ্চিত, প্রশাসন, সাংগঠনিক কাঠামো, জনবল পুনর্বিদ্যাস, প্রশিক্ষণ, শুদ্ধাচার, করদাতা সচেতনতা সৃষ্টিমূলক কাজ ইত্যাদিতে যোগ্য নেতৃত্বে সাব কমিটি গঠন করতে হবে।
- ঙ) উপরের (গ) তে উল্লিখিত কাজ সম্পন্ন হবার পর উপানুচ্ছেদ (ঘ) তে উল্লিখিত SOP সংক্রান্ত সাব কমিটি SOP প্রনয়ন কাজ শুরু করবে। উল্লেখ্য এ কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু খুব জটিল বিধায় এতে যথাযথ মনোযোগ দিতে হবে।
- চ) SOP প্রনয়ন ও তাঅংশীজনদের যাচাই ও সমর্থনে আন্তর্জাতিক মানে অনুমোদিত হবার পর আইটি সাব কমিটি তিন বিভাগ (কাস্টমস, মূসক ও আয়কর) এর আইটি/IT সিস্টেম তথা এ্যাসাইকুডা, ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো সিস্টেম, ভ্যাট অনলাইন সিস্টেম, আয়কর সিস্টেম ও এ তিনটি সিস্টেমকে অন্যান্য অংশীজনের (উপরের ৭:ক:৫ মতে) সাথে সম্পৃক্ত করার কর্ম পরিকল্পনা প্রনয়ন ও তার বাস্তবায়ন করবেন।
- ছ) উপরের ৭:ক:৫ প্রস্তাব মতে সমগ্র দেশে ডিজিটালি সম্পৃক্ত রাজস্ব ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বর্তমান ভৌত অবকাঠামো, লজিস্টিকস এর অবস্থা যাচাইপূর্বক এ

প্রতিবেদনের বিশেষত উপরের (ঘ) তে উল্লিখিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী এ উপখাত ভিত্তিক সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন ও তার বাস্তবায়ন করতে হবে।

জ) উপরোক্ত সকল কাজের প্রাক্কলিত ব্যয় বাজেট সরকারের নিজস্ব সম্পদে করতে হবে। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা শর্তহীনভাবে বা গ্রহনযোগ্য শর্তে কারিগরী/টেকনিক্যাল সহায়তা প্রদান করতে বা ঋন দিতে চাইলে তা নেয়া যেতে পারে। এ লক্ষ্যে একটি সাব কমিটি কাজ করতে পারে।

৯। উপসংহার :

(ক) “সংলাগ-১” পত্রের মাধ্যমে নির্দিষ্টকৃত বিষয়ে সময়সীমা ব্যতিরেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সংস্কারের জন্য আলোচ্য সংস্কার বিষয়ক পরামর্শক কমিটিকে পরামর্শ প্রদানের দায়িত্ব দেয়া হয়। গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিঃ তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিভাজন সংক্রান্ত কাজ সম্পন্ন হওয়ার প্রেক্ষিতে (সংলাগ-১৩) পত্রের মাধ্যমে উক্ত কমিটির কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়। কমিটির কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষণা সত্ত্বেও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিভাজন ব্যতীত ‘সংলাগ-১’ এ উল্লিখিত অপরাপর কাজ জাতীয় স্বার্থ বিবেচনায় নাগরিক দায়িত্ব হিসাবে সম্পন্ন করে পরামর্শক কমিটির সদস্যগণ আলোচ্য প্রতিবেদনটি বিলম্বে হলেও প্রনয়ন করেছে।

(খ) এ প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ ৭-এ উল্লিখিত সকল সংস্কার প্রস্তাব অনুচ্ছেদ ৮ এর প্রস্তাব মতে বাস্তবায়ন করা হলে আশা করা যায় বাংলাদেশ ২০৩০ খ্রিঃ এর মধ্যে একটি গ্রহনযোগ্য কর জিডিপি অনুপাত ভিত্তিক ব্যবসা, বিনিয়োগ, রাজস্ব, স্বচ্ছায় পরিপালন বান্ধব, বৈষম্য নিরোধী, ন্যায্যতা ভিত্তিক, সামষ্টিক অর্থনীতি স্থিতিশীলতা সহায়ক, রপ্তানিখাতে বৈচিত্র সৃষ্টিমূলক কর ব্যবস্থার দেশে উন্নীত হতে পারবে। উল্লেখ্য বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার নিরীখে এর কোন বিকল্প আছে বলে মনে হয় না। কাজেই এ উদ্যোগে রাষ্ট্র ও সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের দ্ব্যর্থহীন সমর্থন দরকার।

